আমার যা আছে

প্রচেত গুপ্ত

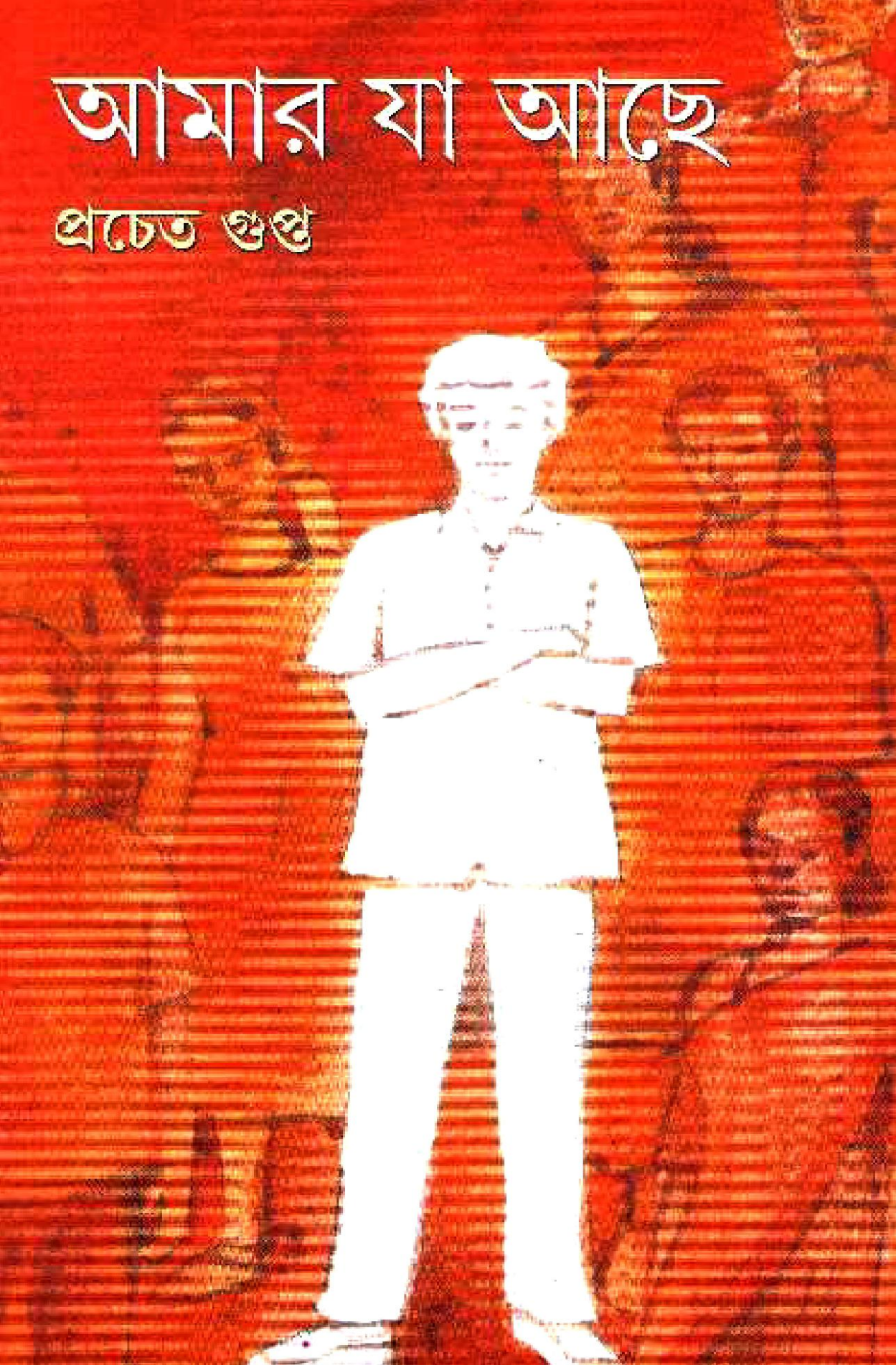

আমার যা আছে

প্রচেত গুপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

AAMAR JA AACHHE
A Bengali Novel *by* PRACHETA GUPTA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 . Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
₹ 70.00

ISBN 81-295-0746-3

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

৭০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

রূপের জন্য উপমা হল আগুন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার পাশে এমন একজন বসে আছে, যার রূপের সঙ্গে আগুনের তুলনা ঠিক হবে না। তুলনা করতে হবে বরফের। কলেজ স্ট্রিট থেকে আমি বরফ-সুন্দরীর সঙ্গে চলেছি।

একটু আগে মেয়েটির দিকে আমি এক ঝলক তাকিয়েছি। কিন্তু মুখ ভাল করে দেখার আগেই ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম। এক ঝলকই যথেষ্ট। বাড়াবাড়ি রকমের সৌন্দর্যের গুণ হল, না তাকালেও টের পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা বরফ ছোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়াও চলেছে। কে জানে, শীতের মুখে এসেও আজ বেশ গরম বলেই হয়তো এমনটা হচ্ছে। আগুন-রূপের থেকে বরফ-সৌন্দর্য ভাবতে বেশি ভাল লাগছে।

আমি অটোরিকশা চেপে শ্যামলদার বাড়ি যাচ্ছি। দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। কী উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন শ্যামলদা জানায়নি। শুধু বলেছে, 'না এলে আর কোনও দিন বাড়িতে ঢুকতে দেব না। দু'টো চেয়ার নিয়ে গিয়ে গেটের বাইরে ফুটপাতে বসবি। তোর বউদি ওখানে চা এনে দেবে। কথা-টথা সেরে ফুটপাত থেকেই বিদেয় করে দেব।'

নেমন্তন্ন কীসের না জানায় কোনও উপহার কেনা হয়নি। এক একটা নেমন্তন্নের জন্য এক একটা উপহার। বিয়ের জন্য শাড়ি। জন্মদিনে কখনও শাড়ি উপহার দেওয়া যায় না। আবার জন্মদিনের উপহার হল গানবাজনার ক্যাসেট। ডবল প্যাক হলে ভাল হয়। অর্থাৎ একটা প্যাকেটেই দু'টো। আমার মত, পয়সা না থাকলে একটাও দেওয়া যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে কায়দা করে রবিশঙ্করের সেতার বা বিসমিল্লার সানাই নেওয়া উচিত। তখন আর কেউ ক্যাসেট একটা না কেন নজর করবে না। কোয়ালিটির প্রশ্নে মানুষ কোয়ান্টিটি নিয়ে আলোচনা করতে ভয় পায়। যদি কেউ বোকা ভাবে। ক্যাসেট নিয়ে কিন্তু কিছুতেই বিবাহবার্ষিকীর বাড়িতে ঢোকা যায় না। সেখানে মানায় কাঁচের কাপ-ডিশ। স্ত্রীর জন্য কাপ স্বামীর জন্য ডিশ। কর্মক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর ধরনের উন্নতিজনিত নেমন্তন্নগুলোতে দেখেছি, টাই খুব ভাল চলে।

এবার আমি বিবাহবার্ষিকী ভেবে এক জোড়া কাঁচের কাপ-ডিশ নিয়ে গিয়ে দেখলাম নেমন্তন্ন আসলে শ্যামলদার চাকরির প্রোমোশন উপলক্ষ্যে। তিনি

ম্যানেজার থেকে জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। তখন কী হবে? হাতিবাগান ফুটপাতের ওই কাপ-ডিশ শ্যামলদা না পারবেন অফিসে নিয়ে যেতে, মঞ্জুবউদি না পারবেন বাড়িতে রাখতে। ম্যানেজারের বাড়ির জন্য কেনা কাপ-ডিশ জেনারেল ম্যানেজারের বাড়িতে রাখা যায় না। অথবা আমি প্রোমোশনের কথা ভেবে একটা দামি নীল রঙের টাই নিয়ে গিয়ে হাজির হয়ে যদি দেখি আজ শ্যামলদা-মঞ্জুবউদির বাইশতম বিবাহবার্ষিকী? তাহলে তো একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। টাই তো এমন জিনিস নয় যে আমি মঞ্জুবউদির হাতে দিয়ে বলব, 'দু'জনে ভাগাভাগি করে পরবে। সোম, বুধ আর শুক্রবার শ্যামলদা, বাকি ক'টা দিন তুমি।'

তাই খালি হাতেই চলেছি। অবশ্য আমাকে এমনিতেই খালি হাতে যেতে হত। কারণ পয়সা নেই। তবু একটা যুক্তি পাওয়া গেল। যুক্তি পেলে ভাল লাগে। অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে হয়।

তমাল বলেছে, কোনও সুন্দরী মেয়ের মনোসংযোগ আদায়ের সব থেকে সহজ পথ হল তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। তাকে ইগনোর করা। এমন ভান করতে হবে যাতে মনে হয় সে পাশে আছে ঠিকই, কিন্তু লক্ষ করবার মতো কিছু নয়। নির্বিকার ভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, ছোটখাটো বিষয়ে মন দিতে হবে। এমন সব ছোটখাটো বিষয় যেগুলোতে মন দেওয়ার কোনও দরকার নেই। যেমন ডাবওলা ডাব কাটছে বা বাসের কন্ডাক্টর টিকিট দিচ্ছে। তমাল বলেছে, 'বুঝলি সাগর, এতে মেয়েটার মনে একটা সাইকোলজিকাল প্রেসার পড়বে।'

আমি বললাম, 'কেন প্রেসার পড়বে কেন? ডাবওলা ডাব কাটলে তার প্রেসার পড়বে কেন? ডাব তো তার বাড়ির গাছের নয়, ডাব হল ডাবওলার।'

'বোকার মতো কথা বলিস না। এই জন্য বোকাদের সঙ্গে কথা বলতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুই সাইকোলজিকাল প্রেসারের কথা কী বলছিলি?'

'সুন্দরীরা সব সময় পুরুষের মনোসংযোগে অভ্যস্ত। তাচ্ছিল্য করে তুই সেটা ব্রেক করছিস। এতে তাদের মনের উপর একটা চাপ পড়বে না! পড়বেই তো।'

'তা ঠিক।'

তমালের থিওরি অনুযায়ী এই চাপ বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসবে যখন মেয়েটি আর পারবে না। সে বলবে, 'আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে? আমারটা মনে হচ্ছে স্লো চলছে।' তারপর আলাপ জমবে কি না সেটা নিজস্ব গুণের ওপর নির্ভর করছে।

আমি তমালের থিওরি অনুযায়ী বরফ-সুন্দরীকে অস্বীকার করছি এবং চলন্ত অটোর বাইরে তাকিয়ে হন্যে হয়ে ডাবওলা খুঁজছি। কিন্তু কোনও ডাবওলা দেখতে পাচ্ছি না। আশ্চর্য, কলকাতায় কি আজ কোনও ডাবওলা বসেনি? আজ কি তাদের

BanglaBook.org

ধর্মঘট জাতীয় কিছু? ডাব-স্ট্রাইক? একই সঙ্গে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার হাতে কোনও ঘড়ি নেই। আসলে আমার একমাত্র হাতঘড়িটা পরিতোষ, যার ডাক নাম পরি, কয়েকদিনের জন্য নিয়েছে। পরি আমার বাড়িওলার একমাত্র ছেলে।

আজ সকালে পরি আমার ঘরে এল। কখন এল বলতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কী, আমার কাছে তার আসার সময়টা কখনও আমি বলতে পারি না। জানতেই পারি না তো বলব কী? তার স্বভাব হল, সে বেছে বেছে এমন সময় আমার কাছে আসবে যখন আমি ঘুমোচ্ছি। আমার খাটের একপাশে চুপ করে বসে থাকে। আমি চোখ খুলে দেখি, পরি। একমুখ দাড়ি। বিষণ্ণ মুখ। চমৎকার লাগে। দাড়ির সঙ্গে হাসিমুখ একদম সহ্য হয় না। দাড়িওলা মুখ হবে বিষণ্ণ। রবিঠাকুরের মতো।

আমি বললাম, 'পরি, চা খাবি? বোস্ জল বসাচ্ছি।'

সে চায়ের ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাল না। যখন কোনও যুবক চায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না তখন বুঝতে হবে সমস্যা জটিল। ছেলেটি মানসিকভাবে ক্লান্ত। যে ক্লান্তির পেছনে লুকিয়ে রয়েছে গভীর কোনও কারণ।

পরির ক্লান্ত হওয়ার অবশ্য সহজ কারণ আছে। তার জন্য খুব একটা গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। তিন বছর হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে সে এম. এস-সি পাশ করেছে এবং কর্মহীন অবস্থায় বসে আছে। আমি যতদূর জানি, এই তিন বছরে সে চাকরির জন্য কমপক্ষে তিনশো পরীক্ষা এবং একশো ইন্টারভিউ দিয়েছে। আজকাল চাকরিবাকরির সুযোগ কমলেও চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ খুব বেড়ে গেছে। নানা বিষয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা বছরভরই চলে। একটা দিতে না দিতে আর একটা। এর ফলে বেকাররা আজকাল আর মোটে সময় পায় না। পরীক্ষা দিতে দিতে বছর দশ-পনেরো খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায় তাদের। বেকারত্বর জ্বালা, সমস্যা টের পাওয়ার মতো কোনও ফুরসত নেই। বিভিন্ন প্রকল্পের মতো এটা হল পরীক্ষা-প্রকল্প। যিনিই এটা করুন না কেন, খুবই ভাল ব্যবস্থা করছেন। আমার মনে হয় ভদ্রলোককে এর জন্য অবশ্যই কোনও পদক দেওয়া উচিত। সেই পদকের নাম হতে পারে 'পরীক্ষা-পদক'।

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিল পরি। মুখ নামিয়ে বলল, 'সাগরদা, তোমার হাতঘড়িটা আমাকে কয়েকদিনের জন্য দিতে হবে।'

'নিশ্চয়, মনে হয় টেবিলের ওপর আছে, নিয়ে নে। বন্ধ হলে দম দিয়ে নিবি।'

'সাগরদা, এ বার মনে হচ্ছে, হয়ে যাবে। বাড়িতে ঠেসে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা প্র্যাকটিস করছি। তুমি কী বল, হবে না?'

BanglaBook.org

'নিশ্চয় হবে। ঠেসে প্র্যাকটিস করলে কিছু হবে না কখনও হয়? তুই একদম ঘাবড়াসনি পরি। তা ছাড়া না হলেও তেমন ক্ষতি নেই। বরং লাভই আছে বলতে পারিস। প্র্যাকটিস তো রান্না করা খাবার নয় যে, বেশিদিন থাকলে পচে যাবে। পরের বারের জন্য না হয় এগিয়ে থাকলি।'

'সমস্যা একটাই। দশ মিনিটে একশো তেষট্টিটা জিকে। এই প্র্যাকটিস দেওয়াল ঘড়ি বা টেবিল ঘড়ি দেখে হয় না। পরীক্ষার হলে তো আর দেওয়াল ঘড়ি বা টেবিল ঘড়ি থাকবে না। আমি হিসেব করে দেখেছি ঘাড় তুলে সামনে তাকিয়ে সময় দেখা আর ঘাড় ফিরিয়ে হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অনেকটা সময় বেঁচে যায়। গত বছর এটা আমি জানতাম না। আমি টেবিল ঘড়ি দেখে প্র্যাকটিস করলাম। পরীক্ষার হলে গিয়ে সময়ে গোলমাল হয়ে গেল। এ বার ঠিক করেছি, এই বড় ভুলটা আর করব না। হাতঘড়ি দেখে প্র্যাকটিস করব। আমারটা তো অনেক দিনই গেছে, তাই তোমার কাছে ঘড়ি নিতে এলাম। এ বার মনে হচ্ছে, হয়ে যাবে।'

'খুব ভাল করেছিস। এ বার ঠেসে হাতঘড়ি প্র্যাকটিস চালা।'

পরি ঘড়ি নিয়ে গেছে। সে ভাবছে তার 'হয়ে যাবে', তবু সে বিষণ্ণ মুখেই ঘড়ি নিয়ে গেছে। কেন না তার ক্লান্তি খুব গভীরের। সামান্য 'হয়ে যাওয়া'র মিথ্যে আশা সেই ক্লান্তি দূর করতে পারবে না।

আমার টেনশন বাড়ছে। এখন যদি তমালের থিওরি অনুযায়ী মেয়েটির মনে চাপ বাড়ে এবং সে আমাকে জিগ্যেস করে, 'কিছু মনে করবেন না আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে? আমারটা মনে হচ্ছে স্লো।' তখন আমি কী করব? আমার হাতে যে ঘড়ি নেই?

ডাবওলা খোঁজার চাপটাও খুব ঝামেলা করছে। তমালের ওপর রাগ হচ্ছে। দূর, যত উদ্ভট থিওরি। পৃথিবীর বেশিরভাগ থিওরির মতো এটাও গোলমেলে। ফাঁকফোকরে ভর্তি। এখন ভালয় ভালয় ফুলবাগানের মোড়ে এসে গেলে বাঁচি। শ্যামলদার বাড়ি ওখান থেকে বেশ খানিকটা। হোক, তাতে ক্ষতি নেই। এই টেনশনের হাত থেকে বাঁচা যাবে। বরফ-সুন্দরীর মনোসংযোগের কোনও দরকার নেই।

ফুলবাগানের মোড় আসতেই আমি অটোরিকশ থেকে লাফিয়ে নামি। ভাড়া দিয়ে প্রায় ছিটকেই সরে এলাম। যাক বাবা, বাঁচা গেল।

না, বাঁচা গেল না। রাস্তাটা পার হতেই মেয়ের গলা শুনলাম—

'সাগরবাবু, এই যে ও সাগরবাবু।'

ডাক শুনেও আমি তাকালাম না। এই গরমের মাঝ দুপুরে ফুলবাগানের মোড়ে আমাকে কোন মহিলা ডাকবে? নিশ্চয় অন্য কোনও সাগরকে ডাকছে। সাগর

BanglaBook.org

খুব কমন নাম। তিন জনের মধ্যে অনেক সময় তিনজনেরও সাগর নাম দেখা যায়।

নারীকণ্ঠের ডাক তুচ্ছ করে আমি এগিয়ে চলেছি।

বেশিক্ষণ তুচ্ছ করা গেল না। মেয়েটি একেবারে পাশে এসে গেল। বলল, 'ব্যাপার কী বলুন তো, এত করে ডাকছি শুনছেন না কেন? রাস্তার লোকে কী ভাবছে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি অটোরিকশার বরফ-সুন্দরী। তখন ভাল করে দেখিনি। এখন দেখলাম, সত্যি বরফের মতোই সাজ। সাদা শালোয়ার-কামিজ। সাদা টিপ, দুলও সাদা। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ সাদা। জুতোর দিকে তাকালাম না। আমি নিশ্চিত, এই মেয়ের জুতোর রঙও সাদা হবে।

'হাঁ করে কী দেখছেন? অটোরিকশাতে তো খুব অপমান করলেন। এমন ভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন যেন চিনতেই পারছেন না। আজকাল খুব অপমান করা শিখেছেন দেখছি। অপমানের ওপর কোনও কোর্স করেছেন না কি? আজকাল তো নানা রকম ক্র্যাশ কোর্স বেরিয়েছে।'

মেয়েটির নাম মধুমিতা বা অনুমিতা। ঠিক মনে পড়ছে না। তবে মেয়েটাকে মনে পড়ছে। শ্যামলদার শালী। খুব ঠ্যাটা ধরনের। নিউমার্কেটে এক বার দেখা হয়েছিল। মঞ্জুবউদির সঙ্গে বাজার টাজার করছিল বোধহয়।

সে দিন মঞ্জুবউদি আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আরে সাগর, তুই নিউমার্কেটে!'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, 'কেন মঞ্জুবউদি? নিউমার্কেটে আমার আসার ব্যাপারে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে না কি? ইস্ দুপুরে দিল্লির নিউজটা শুনে এলে হত দেখছি।'

'ফাজলামি করিস না। তোর মতো একটা ফালতু, কর্মহীন ছেলেকে নিউমার্কেটে ঘুরঘুর করলে কেমন সন্দেহ হয়। পকেট-টকেট মারছিস না তো?'

আমি হো হো করে হাসলাম। বললাম, 'আজকাল আর পকেটমারায় কোনও লাভ নেই। সব্বাই ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঘোরে। সে দিন বাসেও দেখলাম ক্রেডিট কার্ডে টিকিট দিচ্ছে। লম্বা একটা খাতায় সই করিয়ে নিচ্ছে। দু'জনের সই না মেলায় ঘাড় ধরে বাস থেকে নামিয়ে দিল পর্যন্ত। এ ব্যাপারে বাস-কনডাক্টররা খুব কড়া কিন্তু।'

'বাজে কথা রাখ। আমাদের ওদিকে যাস না কেন? তোর শ্যামলদা খুঁজছিল।'

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'একটু ব্যস্ত আছি মঞ্জুবউদি।'

'হাসাস না সাগর। তুই ব্যস্ত! তোর মতো ফ্যা ফ্যা রামের আবার ব্যস্ততা কীসের?'

BanglaBook.org

আমি আরও গম্ভীর হয়ে বললাম, 'অক্সফোর্ডে একটা স্কলারশিপ পেয়েছি। অক্সফোর্ড জানো তো? অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। ওয়ান ইয়ার কোর্স। বিষয়টা খুব অভিনব। মিস্ট্রিলজি, রহস্যময়তা। বিভিন্ন বিষয়ের রহস্যময়তা নিয়ে পড়াশুনো, তার পর পেপার তৈরি করতে হবে। যেতাম না বুঝলে, কোর্সটার জন্যই লোভ সামলাতে পারলাম না।'

বুঝতে পারলাম, মঞ্জুবউদি আমার কথা শুনে খানিকটা ঘাবড়ে গেছে। তার পাশে সুন্দরী বোনটির অবস্থাও ভাল নয়।

চোখ সরু করে তাকাচ্ছে। আমি উৎসাহ পেলাম। মানুষকে ঘাবড়ে দেওয়ার মধ্যে একটা অন্য রকমের আনন্দ। মানুষ যতক্ষণ ঘাবড়ে থাকে ততক্ষণ সে থাকে অন্য জগতে। নিজের সমস্যা, দুঃখ ভুলে থাকে।

হাতের ব্যাগ সামলে মেয়েটি কথা বলল, 'বায়োলজি, ফিজিওলজি, অ্যানথ্রোপলজি শুনেছি। মিস্ট্রিলজিটা কী জিনিস?'

আমি এ বার ঘুরে এমনভাবে তাকালাম, ভাবটা এমন যে, 'মিস্ট্রিলজি' না জানাটা একটা গুরুতর অপরাধ।

'সে কী! এটা জানো না! অবশ্য কমনম্যান এটা খুব ভুল করে। ভাবে খুন-টুন বা অলৌকিক কোনও ব্যাপার। আদপেই কিন্তু তা নয়। এটা খুব রোমান্টিক ধরনের একটা সাবজেক্ট।' কথাটা শেষ করে আমি সামান্য হাসলাম।

কমনম্যানের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষ রেগে যায়। সকলেই চায়, তার সঙ্গে গ্যালিলিও বা আইনস্টাইনের তুলনা হোক।

মঞ্জুবউদির সুন্দরী বোনও স্বাভাবিক কারণে রেগে গেল। কড়া গলায় বলল, 'সেটা কীরকম?'

আমি উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করি—'ঠিক আছে বুঝিয়ে বলছি। এই ধরো, প্রকৃতির রহস্যময়তা। মিস্ট্রি অব দ্য নেচার। ধরো তুমি, গনগনে রোদের মধ্যে ঘেমে নেয়ে নিউমার্কেটে এসেছ। যা কিনছ তাতেই রাম ঠকনে ঠকেছ। মন খুব খারাপ। অসহ্য লাগছে। বেরিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ট্যাক্সি পাচ্ছ না। যা দু'-একটা দেখছ তারা সব রিফিউজ করছে। এমন সময় দেখলে, আকাশ কালোয় কালো। হঠাৎ দলে দলে মেঘ কোথা থেকে উড়ে এসে একেবারে হইচই বাধিয়ে ফেলেছে। ঠাণ্ডা এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। তোমার মন একদম বদলে গেল। নিজেকে অন্যরকম মনে হতে লাগল। তুমি তোমার ঠকে যাওয়ার কথা ভুলে গেলে। মনে হল, ট্যাক্সির নিকুচি। তুমি ঝড়ের মধ্যেই হাঁটতে শুরু করলে।

মেয়েটি আরও কড়া গলায় বলল, 'এটার মধ্যে রহস্যের অংশটুকু কোনখানে?'

'আছে। আসলে প্রকৃতি তোমার মনের খারাপ অবস্থাটা কোনও এক রহস্যজনক কারণে বুঝতে পেরেছিল। সে তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু সে তো আর ট্যাক্সি ডেকে বা নিউমার্কেটের জিনিসের দাম কমিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। সে যা পারবে তাই করল। সে আকাশে তোমার জন্য খানিকটা মেঘ এনে দিল। এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার। আবার ধরো উল্টোটাও হয়। তোমার মন ভাল নেই, তুমি খানিকটা মেঘ চাইলে। যে চাওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অথচ নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে দেখলে, সত্যি সত্যি মেঘ। বৃষ্টি পড়ছে। তোমার ভেজা বারণ। তোমার ফ্যারেঞ্জাইটিস ধরনের খারাপ অসুখ আছে। তাও তুমি ভিজে বাড়ি গেলে। এটাও একটা রহস্য। অক্সফোর্ডের কোর্সটা এই সব নিয়েই আর কী।'

'আমার ফ্যারেঞ্জাইটিস আছে আপনাকে কে বলল?'

এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে আমি বললাম, 'পাসপোর্ট হয়ে গেছে, ভিসার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ একটু কেনাকাটা করতে এসেছি। লেদারের বড় ব্যাগ কোন দিকটায় পাওয়া যাবে মঞ্জুবউদি?'

মঞ্জুবউদি বলল, 'দেখ সাগর, এ হল আমার বোন। পড়াশুনো নিয়ে এর সামনে কোনও রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করবি না। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিল। এখন যাদবপুরে রিসার্চ করছে। কী যেন তোর রিসার্চের বিষয়?'

মেয়েটি বলল না। সম্ভবত মেয়েটি আমার মিথ্যেটা ধরে ফেলেছে। ব্রিলিয়ান্ট মেয়েরা অনেক অনেক কিছু বুঝে যায় কিন্তু সুবিধে হল, চট করে মুখে বলে না।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। বিজ্ঞ ধরনের হাসি। বললাম, 'কী সাবজেক্ট?' যেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার যাবতীয় বিষয় আমাকে জিগ্যেস করে চূড়ান্ত হয়।

মেয়েটি আমার হাসির উত্তরে হাসল না। গম্ভীর হয়ে রইল। গম্ভীরের উত্তর হাসি হলে আনন্দের হয়। কিন্তু হাসির উত্তর গম্ভীর হলে অপমানের হয়। আমার হল না। কারণ, চট করে অপমানিত হওয়ার অভ্যেস আমার নেই।

পকেটে মাত্র তিন টাকা। তবু বললাম, 'চলো মঞ্জুবউদি, নাহম্‌সে গিয়ে কেক খাই। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে তার ঠিক নেই। সে রকম হলে লন্ডনে সেটল করে যেতে পারি। মানে ভাল অফার পেলে আর কী। ধরো, লিভারপুলের কোনও কলেজে ফট করে একটা লেকচারারের পোস্ট পেয়ে গেলাম। তখন তো আর ফিরে আসার কোনও মানে হয় না। কী বলো?

মঞ্জুবউদি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল কেক খাবি?'

আমিও বললাম, 'চলো খেয়ে আসি। খেতে খেতে তোমার রিসার্চের সাবজেক্টটা না হয় শোনা যাবে।'

এ বার মেয়েটি কথা বলল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, খাব না।

BanglaBook.org

আপনি লন্ডনে যাচ্ছেন, কলকাতার কেক খেয়ে আর মুখ নষ্ট করবেন না। আর শুনুন, অচেনা একটা মেয়েকে ফট করে তুমি সম্বোধনটা কোনও রহস্যময় ব্যাপার নয়। অসভ্য ব্যাপার। সভ্য ব্যাপারটা শেখার জন্য অক্সফোর্ড যাওয়ার দরকার নেই, এখানেই শেখা যায়। শিখে নেবেন। দিদি এ বার চল, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

সেই মেয়ে এই ফুলবাগানে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আশ্চর্য তো! খুবই আশ্চর্য!

বরফ-সুন্দরী বলল, 'কী ব্যাপার, উত্তর দিচ্ছেন না যে? খামোকা আমাকে অপমান করলেন কেন?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'একটা থিওরি পরীক্ষা করছিলাম।'

'কী থিওরি?'

'থিওরি অব ইগনোরিং। তাচ্ছিল্য তত্ত্ব।'

'পরীক্ষায় কী ফল পেলেন?'

'ফল পজেটিভ। তুমি যদি কারও সঙ্গ পেতে চাও তা হলে প্রথমে তোমাকে তাকে অস্বীকার করতে হবে। যাকে ইংরেজিতে বলে টু ইগনোর। ভেবেছিলাম তত্ত্বটা ঠিক নয়। এমন দেখছি ঠিক।' বলে হাসলাম।

'এটাও কি বিদেশে যাওয়ার মতো মিথ্যে?'

'না এটা মিথ্যে নয়। একজনকে দু'টো মিথ্যে বলতে নেই। নেগেটিভ নেগেটিভ যেমন পজেটিভ হয়ে যায়, তেমনি দু'টো মিথ্যেতে একটা সত্যি হয়ে যায়। যাক ও সব ভারী কথা। তুমি নিশ্চয় শ্যামলদার বাড়ি যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। সম্বোধনের রহস্যটা মনে হচ্ছে আপনি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই তুমি তুমি করে যাচ্ছেন। যাক, আপনাকে শিক্ষা দিয়ে কোনও লাভ হবে না। দাঁড়ান, আগে একটা ডাব খাই। গলাটা শুকিয়ে গেছে। আপনিও খান।'

একটা নয়, পর পর তিনজন ডাবওলা। অবাক করা ব্যাপার। একটু আগে শত চেষ্টা করেও একটা ডাবওলা দেখতে পাচ্ছিলাম না! এখন একেবারে তিন তিনটে! বস্তুর ক্ষেত্রেও কি তাচ্ছিল্য তত্ত্ব কাজ করবে? তমাল এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

'দিদির কাছ থেকে শুনলাম আপনার নাকি অনেক রকম গণ্ডগোল আছে? নানা রকম ভণ্ডামি করেন। লোককে ঘাবড়ে দেন। কথাটা যে সত্যি সেটা অবশ্য সে দিন নিউমার্কেটেই বুঝেছিলাম।'

'সকলেরই ভণ্ডামি আছে। তোমারও আছে।'

'আমার!' বরফ-সুন্দরী প্রায় আঁতকে উঠল। কোনও সন্দেহ নেই তাকে এই

BanglaBook.org

প্রথম কেউ ভণ্ড বলল। চোখ থেকে গগলস খুলে বলল, 'আমার মধ্যে ভণ্ডামির কী দেখলেন?'

আমি হাসলাম। হাসি দেখলে মানুষ যেমন খুশি হয় তেমনি অনেক সময় রাগও বেড়ে যায়। মেয়েটির নিশ্চয় রাগ বেড়ে গেল।

'এই যে তুমি স্ট্র দিয়ে ডাবের জল খাচ্ছ এটা ভণ্ডামি ছাড়া আর কী? স্ট্র দিয়ে ডাব খেতে যে জঘন্য লাগে তা তুমি জানো। ডাব খেতে হয় রাজার মতো মাথা উঁচু করে, ক্রীতদাসের মতো মাথা নিচু করে নয়। তবু তোমার উপায় নেই। ফুলবাগানের মোড়ে হাঁ করে ডাব খেতে তোমার প্রেস্টিজে লাগবে। সুতরাং বাধ্য হয়ে তুমি নিজেকে ঠকাচ্ছ। আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি।'

মনে হচ্ছে এতক্ষণে মেয়েটাকে ঘাবড়ানো গেছে। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হাসলাম।

হাঁ করে ডাব খেতে গিয়ে বরফ-সুন্দরীর জামায় কিছুটা জল পড়ল। সে রুমাল দিয়ে সেই জল মুছল এবং বলল, 'সাগরবাবু আপনি আমার সঙ্গে অনেকগুলো অন্যায় করেছেন। অভদ্রের মতো তুমি তুমি করে কথা বলেছেন। অটোতে না চিনতে পারার ভান করে অপমান করেছেন। উল্টোপাল্টা কী সব বুঝিয়ে আমাকে স্ট্র ছাড়া ডাব খাইয়ে পোশাক নষ্ট করেছেন। তবু আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি এবং আপনার সঙ্গে হাঁটছি কেন জানেন?'

'মনে হয় কোনও রহস্যময় কারণ আছে।'

না, রহস্যময় কোনও কারণ নয়। খুবই বাস্তব কারণ। এ বার সেই কারণটা আমি বলব। আপনি চুপ করে শুনবেন। একটা কথাও বলবেন না। গত বছর আপনি দিদি-শ্যামলদাকে খুব সস্তায় একটা রবীন্দ্ররচনাবলীর গোটা সেট এনে দিয়েছেন শুনলাম। মাত্র হাজার টাকায়। আপনার কে যেন চেনা আছে। বই বাঁধাইওলা না কে। দিদির কাছে শুনলাম আপনি বলেছেন ওই লোকটা না কি শুধু রবীন্দ্রনাথের বই বাঁধায়। সেই-ই ব্যবস্থা করে দামে অনেকটা ছাড় করে দিয়েছে। দিদির কাছে শুনে মনে হয়নি, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গোটাটাই আপনার বানানো গল্প। এ ধরনের কাউকেই আপনি চেনেন না। তা হোক। কিন্তু আমিও একটা রবীন্দ্ররচনাবলীর সেট চাই। এই নিন টাকা।' মেয়েটা দাঁড়াল। সাদা ব্যাগ খুলে সত্যি সত্যি দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বের করল। ফার্স্ট হ্যান্ড নোট। একদম নতুন। এখনও হাতে হাতে ঘোরা হয়নি। মনে হয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হয়ে এইমাত্র টাকাগুলো এসেছে। আমি নোট দু'টো হাতে নিলাম। বাঃ টাকা যত হাতে হাতে ঘোরে তত সে অপবিত্র হয়ে যায়। এই নোট দু'টো হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বই কিনতে হলে এ রকম পবিত্র টাকা দেওয়া উচিত। সরকার থেকে নিয়ম করা উচিত—কোনও রকম ময়লা

BanglaBook.org

টাকায় রবীন্দ্রসৃষ্টি কেনা বেচা যাবে না।

আমি বললাম, 'তোমার ঠিকানাটা দাও। বই পৌঁছে দেব।'

মেয়েটি বলল, 'আমার ঠিকানা আপনাকে দেব না। দু'দিনের মধ্যে আমার বই দিদির এখানে পৌঁছে দেবেন। দিদি আমাকে ফোন করে জানাবে। আমি এসে নিয়ে যাব। এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা বলতে চাই না। ভবিষ্যতে অন্য কোনও বিষয়েও আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। আপনিও সে চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনি দিদিদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড হতে পারেন কিন্তু কথা বলার পক্ষে অযোগ্য একজন মানুষ।'

মেয়েটিকে এতক্ষণ বাদে আমার সত্যিকারের ভাল লাগল। বাইরের রূপ দেখে মিথ্যেকারের ভাল নয়। যে মেয়ে 'কথা বলার অযোগ্য' একটা লোকের সঙ্গে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের জন্য এত ক্ষণ কথা বলতে পারে তাকে সত্যিকারের ভাল না লেগে উপায় কী?

এতদিন ভাবতাম, মানুষ ঘাবড়ানোর ব্যাপারে আমি একজন বড় ওস্তাদ। শ্যামলদার বাড়ি পৌঁছে দেখলাম, আমার ধারণা ভুল। আমি যদি ঘাবড়ে দেওয়ায় রাজা হই, শ্যামলদা হল ঘাবড়ে দেওয়ার সম্রাট।

শ্যামলদার বাড়িতে পা দিয়েই ঘাবড়ে গেলাম। রাম ঘাবড়ানো যাকে বলে।

এলাহি আয়োজন। হইহই ব্যাপার। উপলক্ষ্য জন্মদিন। তবে জন্মদিন যারতার নয়, তাদের রান্নার মাসির আট বছরের পুত্রের! শুধু তাই নয়, চমকে দেওয়ার জন্য এ খবর নিমন্ত্রিতদের আগে থেকে জানানো পর্যন্ত হয়নি।

রান্নার মাসির নাম রতনের মা। তার ছেলের নাম অবশ্য রতন নয়। তার ছেলের নাম ভবনাথ। সবাই ভব বলে ডাকছে।

একেবারে গেটের কাছ থেকেই সাজসজ্জা শুরু। সেলোটেপ দিয়ে রঙিন কাগজের ফুল সাঁটা। বেলুন ঝুলছে। শ্যামলদার ছেলের নাম অর্ণব। তার বয়সও ভবরই মতো। সেই অর্ণবই ছোটাছুটি করে সব ব্যবস্থা করেছে। শুধু ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই ব্যবস্থার ওপর টানা তদারকিও রাখছে। বেলুনের হাওয়া কমে গেলে নতুন করে ফুলিয়ে দিচ্ছে। কাগজের ফুল নেতিয়ে গেলে সোজা করছে। তার উৎসাহ দেখছি সবার থেকে বেশি।

ঢোকার সময় শ্যামলদার সঙ্গে দেখা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরেছে। মুখটা লজ্জা লজ্জা। ঘন ঘন সিগারেট টানছে। বোঝাই যাচ্ছে নার্ভাস। আমাকে দেখে এক দিকে টেনে নিল। গলা নামিয়ে বলল, 'সাগর এসেছিস? আয় আয়। তোর জন্যই বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছি রে। তোকে না বলতে পারলে শান্তি পাচ্ছি না। আসলে হয়েছে কী, ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেললাম। আমার কোনও দোষ ছিল না। অর্ণবটা এমন করল। ঘটনাটা

BanglaBook.org

তোকে বলি। হল কী, গতমাসে আট তারিখ অর্ণবের জন্মদিন ছিল। এই তোর একটু খাওয়া দাওয়া। একটু হইচই। ছেলেটার মামা, মাসি, স্কুলের দু'-একটা বন্ধু এল। যেমন হয় আর কী! তা, আমাদের রান্নার মাসিও ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিল। এই পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু রাতে খেতে বসে হারামজাদা কান্না জুড়ল। আমি লক্ষ করে দেখেছি, গরিবের বাচ্চাগুলো কান্না ধরলে থামতেই চায় না। শালারা খায় এক বেলা কিন্তু কান্নার সময় গলার জোর দেখবি। যেন বাপ-মা সব মরেছে। দাঁড়া একটা সিগারেট খাই।' আদ্দেক সিগারেট ফেলে দিয়ে আবার নতুন একটা সিগারেট ধরাল শ্যামলদা।

আমি বললাম, 'শ্যামলদা, ভেতরে গিয়ে একটু মঞ্জুবউদির সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'দাঁড়া যাবি'খন। ও দিকে গেলে একেবারে কার্গিল সীমান্তে গিয়ে পড়বি। তোর বউদি কামান নিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখলেই বোমা ছুড়বে। তারপর কী হল শোন, ওই ভব ব্যাটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, তার কোনও দিন জন্মদিন হয়নি, তারও একটা জন্মদিন চাই। বোঝ হারামজাদার কথা, বোঝ একবার। তুই হলি একটা ঝিয়ের ছেলে, তোর আবার জন্মদিন কীসের? একটা অনুষ্ঠানের বাড়িতে পাঁচজনের সামনে কী লজ্জার কাণ্ড বল তো? মনে হচ্ছিল চড় মেরে ব্যাটার গাল তেবড়ে দিই। দিল, রতনের মা-ই দিল। ছেলেকে ঠাটিয়ে চড় কষাল। সেই চড় খেয়ে তবে হারামজাদা চুপ করল। শান্তি করে খাওয়া টাওয়া হল। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু মনটা বুঝলি বিগড়ে মতো গেল। মনে হতে লাগল, ছেলেটার জন্মদিন অনুষ্ঠান হয়ে রইল। একটা চাকরের চাকর, হারামজাদার হারামজাদা সব গোলমাল করে দিল। রাতেই ঠিক করে ফেললাম, ওই হারামজাদারও একটা জন্মদিন করব। এমন ভাবে করব ব্যাটা যাতে হাসে খুব হাসে, এত হাসে যাতে ওর দিনের কান্না মুছে যায়।'

শ্যামলদার কথা শুনতে শুনতে আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। বড় কিছু করতে গেলে বড় মানুষ হওয়া দরকার নেই। শ্যামলদার মতো সামান্য মানুষও পারে। পেরে অসমান্য হয়ে ওঠে।

শ্যামলদা বলে চলেছে, 'রাতে বিছানায় শুয়ে অর্ণবের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বললাম। অবাক কাণ্ড কী জানিস সাগর, দেখলাম সে ব্যাটাও হারামজাদা হয়ে গেছে। আমার ছেলে হয়ে যে এতটা নীচে নামতে পারবে, আমি ভাবতেও পারিনি। আমার প্রস্তাবে আট বছরের ছেলেটা একেবারে খাটের ওপর লাফিয়ে উঠে বলল, ফ্যান্টাস্টিক! বাড়ি সাজাব। সবাইকে তুমি নেমন্তন্ন করে ফেলো।

BanglaBook.org

কোনও চিন্তা নেই বাবা বেলুন-ফেলুন সব তুলে রেখেছি। যেন বেলুনটাই আসল কথা, ভেড়া কোথাকার। বল ভেড়া কি না? কী কাণ্ড বল তো সাগর? কেলেঙ্কারির একশেষ। এখন তো আর মুখ দেখাতে পারছি না। লুকিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। কী করি? কাজটা মনে হচ্ছে মোটেই ভাল হয়নি, খারাপ হয়েছে। খুবই খারাপ হয়েছে। যতই হোক একটা মেড সার্ভেন্টের ছেলে। বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বড় রকমের বাড়াবাড়ি।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'শ্যামলদা, তোমাদের বাড়িতে মিডিয়াম সাইজের করাত পাওয়া যাবে?'

শ্যামলদা করাতের কথায় কোনও উৎসাহ পেল না। অনুশোচনায় ভোগা মানুষরা সহজে উৎসাহ পায় না। উদাসীন হয়ে বলল, 'মনে হয় পাওয়া যাবে না। সামনের বাড়িতে দেখতে পারি। কেন বল্ তো? করাত দিয়ে কী করবি?'

'একটা গিলোটিন বানাব। তুমি যে ধরনের খারাপ কাজ করেছ, তাতে গিলোটিন ছাড়া অন্য কিছুতে তোমার মৃত্যুদণ্ড মানাবে না। মৃত্যুদণ্ডের অবমাননা হবে। দাঁড়াও, মঞ্জুবউদির সঙ্গে বিষয়টা ফাইনাল করে আসি।'

ভেজানো দরজা ঠেলে শোওয়ার ঘরে ঢুকে দেখি মঞ্জুবউদি মুখ শুকিয়ে বসে আছে। লাল পাড়ের একটা সাদা ঢাকাইতে চমৎকার লাগছে। চোখে একটা 'কান্না পাচ্ছে, কান্না পাচ্ছে' ভাব। আমাকে দেখে কাছে ডাকল।

'এ দিকে আয় সাগর। তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

এ বাড়িতে আজ দেখছি সকলে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে! ব্যাপারটা কী?

'মঞ্জুবউদি, ভাল আছ?'

'তার ব্যবস্থাই তোকে করতে হবে। যাতে ভাল থাকি সেই ব্যবস্থা।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'বলো কী করতে হবে। পরিবেশনে সাহায্য করব? আমি আবার মাছটাছ খুব ভাল সার্ভ করি। এমন স্পিড বাড়িয়ে দেব যে পাবলিক খাওয়ার সময়ই পাবে না।'

'চুপ কর। একটা উকিল ডাকতে হবে।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'উকিল! কেন নিমন্ত্রিতদের উইল করে সব সম্পত্তি টম্পত্তি দিয়ে দেবে না কি? ইতিহাসে অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত আছে। রাজা হর্ষবর্ধন এক বার নিমন্ত্রিতদের সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম হলে তো খুবই ভাল ব্যাপার হবে। আবার একটা ইতিহাস তৈরি হবে। তা হলে উকিলবাবুকে এখনই ডাকতে হবে। ডাকব?'

'এখনই তো, না তো কি আমি সুইসাইড করার পর ডাকবি?'

মঞ্জুবউদির খেপে যাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি। স্বামী বাড়িতে রান্নার

BanglaBook.org

[illegible] ছেলের জন্মদিন উৎসব করলে যে কোনও স্ত্রীরই খেপে থাকা স্বাভাবিক। [illegible] রসিকতার জল ঢেলে এই খেপামি সামলাতে না পারলে বিপদ। চেষ্টা করতে [illegible]

আমি একগাল হেসে বললাম, 'না, সেটা ঠিক হবে না। সুইসাইড করার পর [illegible] কোনও কাজ থাকে না। তখন তোমার কাজ থাকে সৎকার সমিতির। [illegible] উকিলকে যে ডাকব, কী বলে ডাকব?'

'যা খুশি বল।'

আমি খাটের এক কোণে আরাম করে বসলাম। আড়মোড়া ভাঙলাম। বললাম, '[illegible] তো হবে না। ডাক্তারকে যেমন এমারজেন্সি কল দিতে গেলে অসুখটা [illegible] হয়, এই ধরো বুকে ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে গেছে। তেমনি উকিলবাবুকেও [illegible] একটা কিছু বলতে হবে মঞ্জুবউদি। মার্ডার বলব? মার্ডার শুনলে গুরুত্ব [illegible] আসতে পারে।'

'[illegible] আমি ডিভোর্স করব। এখনই করব।'

'[illegible] শুভ। খুব ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ মঞ্জুবউদি। এই সিদ্ধান্ত তোমার অনেক [illegible] নেওয়া উচিত ছিল। যাক বেটার লেট দ্যান নেভার। আমি এখুনি সব [illegible] বাড়িতে লোকজন আছে, খাবার দাবারও রেডি। এটাই ভাল সময়। [illegible] বিয়ে যেমন হইচই করে হয়, বিবাহবিচ্ছেদও তেমনি হইচইতে হওয়া [illegible] বিয়েবাড়ির মতো ডিভোর্স বাড়ি। সবাই সেজেগুজে আসবে। একটা বেশ [illegible] হল। হাত চেটে দইটই খেলাম।'

[illegible] মুখ রাগে লাল। লাল পাড় শাড়ির সঙ্গে এই মুখ দারুণ ম্যাচ [illegible] মনে হয়, তিরিশ বছরের আগে পর্যন্ত মেয়েরা সেজেগুজে [illegible] রূপ সংগ্রহ করে। কিন্তু তিরিশ পেরিয়ে গেলে বাইরের [illegible] খুব একটা দরকার নেই। তারা নিজেদের সংসারের দুঃখ, কষ্ট, [illegible] সন্তানের ভালবাসা থেকেই একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য পেয়ে যায়। যত [illegible] সৌন্দর্য বাড়তে থাকে। একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধার সৌন্দর্য [illegible] করে রাখতে পারে। লিপস্টিক মেখে, চুল কেটে অল্প বয়েসের [illegible] জন্য খুব চেষ্টা করে, কিন্তু পায় না।

[illegible] 'তুই এক বার ভেবে দেখ সাগর, বাড়িতে আজ কী হচ্ছে? [illegible] হচ্ছে। অ্যাঁ, ভাবা যায়? ভাবতে পারিস? ভদ্রলোকের বাড়ি [illegible] বাড়িতে কখনও চাকরের জন্মদিন করা হয়? আচ্ছা, হচ্ছে [illegible] পাঁচটা লোককে নেমন্তন্ন করে ডাকবি?'

'[illegible] না। অন্যায় কাজ লোক ডেকে করার কী আছে? লুকিয়ে [illegible]

BanglaBook.org

'আচ্ছা, সেও না হয় ডাকলি। রতনের মায়ের নিজের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। স্বামী খোঁজ নেয় না তো বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি। আর যখন রান্নাবান্না হচ্ছেই তখন দু'-একজন আত্মীয়-স্বজন, তোর মতো ফালতু টাইপের কয়েকজনকে ডাকলে তো ক্ষতি তেমন নেই। জন্মদিন কি ফাঁকা বাড়িতে হবে?'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছি না তো। সবেতেই যখন সমর্থন, তা হলে এত রাগ কেন রে বাবা! ব্যাপারটা ধরতে না পেরে চালাকি করে বললাম, 'ঠিকই তো, জন্মদিন ফাঁকা বাড়িতে হয় না। জন্ম, মৃত্যু এ সব হল গিয়ে তোমার ভিড়ভাট্টার ব্যাপার। মাঝখানের পিরিয়ডটা যখন সেই একা একা থাকতেই হবে তখন এই সময়টা লোকটোক ডেকে একটা হইচই লাগানোই উচিত।

'চুপ কর। ফাজলামি করলে চড় খাবি।' মঞ্জুবউদি উঠে টেবিলে রাখা বোতল থেকে জল খেল। তার পর ফের শুরু করল, 'তা লোক ডাকছিস ডাক। ভাল কথা। কেলেঙ্কারি করছিসই যখন ভাল করে কর। নাচতে নেমে তো আর ঘোমটা দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু তোর শ্যামলদা আমার একটা কথাও কি মনে রাখবে না?' এ বার মঞ্জুবউদির চোখে জল।

চোখের জল হয় দুঃখের হবে, নয় হবে আনন্দের। এই প্রথম মনে হল, চোখের জল মজারও হয়! মঞ্জুবউদির চোখে এক ফোঁটা জল মিটমিট করে হাসছে। মঞ্জুবউদির কথায় মজা পাচ্ছে।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বললাম, 'দেখো মঞ্জুবউদি, আমি লক্ষ করে দেখেছি, শ্যামলদা তোমার কথা কোনও সময়েই মনে রাখে না। স্বামীরা স্ত্রীকে কত আদর যত্ন করে। শাড়ি কিনে দেয়, গয়না গড়িয়ে দেয়। আর তুমি হলে শ্যামলদার ভুলে থাকা স্ত্রী।'

মহিলা আমার কথা শুনে এ বার একেবারে তেড়ে ফুঁড়ে উঠল। বলল 'না জেনে কথা বলবি না সাগর। বলে দিলাম তোকে। কে বলল, তোর শ্যামলদা আমাকে গয়না দেয় না? গত বছর পুজোতেই একটা হার করিয়ে দিয়েছে। ক'টা স্বামী দেয় রে? বল ক'জন দেয়? যা জানবি না, তা নিয়ে একদম কথা বলবি না। সব সময় ঠাট্টা তামাশা ঠিক নয় সাগর।'

মনে হচ্ছে গোলমাল করে ফেলেছি। এই মুহূর্তে মঞ্জুবউদি বরের নিন্দে শুনতে রাজি নয়।

মঞ্জুবউদি বলে চলেছে, 'আমি তিন দিন ধরে তোর শ্যামলদাকে বলছি, গয়নাগুলো ব্যাঙ্কের লকার থেকে তুলে আনো। হারটা আজ পরব। উনি সেটাই ভুলে মেরেছেন। আজ দেখি একটা গয়নাও তোলা হয়নি। এখন আমি কী পরব? এতগুলো লোক এসেছে। ছি ছি।' মঞ্জুবউদি এ বার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন।

BanglaBook.org

এ বার আমি উঠে পড়লাম। মঞ্জুবউদি কাঁদুক। মন খুলে কাঁদুক। কারণ, সে জানে না, আজ সে এবং তার এই ছোট্ট পরিবার যে অলঙ্কার পরে ঘুরছে তা কোটিপতিরাও পরতে পারে না। শ্যামলদাকে আগেই করেছি, এ বার মনে মনে মঞ্জুবউদিকেও প্রণাম করে ঘর ছাড়লাম।

বেরিয়ে দেখি, শ্যামলদার সাজানো গোছানো বাড়ি জুড়ে বিচ্ছিরি কাণ্ড চলছে।

ভবর বয়স আট হলেও তার কোনও স্কুল নেই। ফলে তার স্কুলের বন্ধুও নেই। অর্ণবের সহপাঠীরাই আজ তার সহপাঠী। তারা একটা বড় বেলুন ফুলিয়ে ড্রইংরুমেই ভলিবল খেলার আয়োজন করেছে। মাঠ হিসেবে সোফা এবং কাঁচের সেন্টার টেবিলকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভব নতুন প্যান্ট শার্ট পরেছে। ঘরের মধ্যে সে জুতোও পরে ফেলেছে। নতুন জামা জুতো পরে তার খুশি মনে থাকা উচিত। কিন্তু সে বিরক্ত। কারণ অনেকগুলো। মোজা জিনিসটা এই প্রথম সে পায়ে দিয়েছে। অতি জঘন্য ধরনের জিনিস। দু'বার খুলেও ফেলেছিল। তার মা এসে ধমক দিয়েছে। শুধু মোজা নয়, আজ তাকে আরও অনেক বিরক্তিকর জিনিসই সহ্য করতে হচ্ছে। যেমন সকালে উঠেই স্নান। স্নান যদি বা করা গেছে পাট করে চুল আঁচড়ে বসে থাকাটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। ক্ষণে ক্ষণে চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এতেও শাসানি। চুল নষ্ট হলে না কি পিঠের হাড় ভাঙা হবে। সব থেকে শক্ত এবং বিরক্তির জিনিস হল সিকনি প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর জন্য অর্ণবের মা তাকে একটা রুমাল দিয়েছে। বলেছে, 'দরকার হলেই নাক মুছবি।' এমনি সময় মনে পড়ছে কিন্তু দরকারের সময় সেই রুমালের কথা মনে পড়ছে না। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে।

এত বাধা নিষেধে মন খুশি থাকার কথা নয়। বিরক্ত মনেই সে সকলের সঙ্গে খেলছে।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখার চেষ্টা করছি। একটা জিনিসও যেন চোখ থেকে ফসকে না যায়। আমার দৃঢ় ধারণা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দের ঘটনাটি এই বাড়িতেই ঘটছে। বিবিসি বা সিএনএন-কে খবর দিলে তারা নিশ্চয় ক্যামেরা নিয়ে ছুটে আসত। টিভিতে প্রথমে দেখানো হত ভবর মা (যার আসল নাম রতনের মা) কলতলায় বাসন মাজছে। তার পরে জাম্পকাট। পর্দা জুড়ে লাল, নীল বেলুন। ক্লোজআপে ভেসে উঠত ভবর মুখ। সাক্ষাৎকার হতে পারত এ রকম—

সাংবাদিকের প্রশ্ন : ভব, জন্মদিন তোমার কেমন লাগছে?

ভব : খুব ভাল লাগছে। শুধু একটা জিনিস খুব খারাপ লাগছে।

সাংবাদিকের প্রশ্ন : কোন জিনিসটা খারাপ লাগছে।

ভব : বার বার নাক মুছতে হচ্ছে।

BanglaBook.org

শ্যামলদা কাউকে না জানিয়ে বসবার ঘরে একটা ম্যাজিক শোয়ের ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার আগে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে সেই অনুষ্ঠান শুরু হল। আমি চশমা পরা ম্যাজিশিয়ান কখনও দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। লোকটা ব্যাপার স্যাপার দেখে খুবই নার্ভাস। ওর কোনও দোষ নেই। সম্ভবত সে এই প্রথম কোনও রান্নার মাসির ছেলের পার্টিতে ম্যাজিক দেখাতে এল। ম্যাজিক হল বড়লোকদের জিনিস। যা যা ম্যাজিক ঘটার তা বড়লোকদের জীবনেই ঘটে। গরিব মানুষের সঙ্গে ম্যাজিকের কী সম্পর্ক? ফলে সেই সম্পর্ক তৈরি করতে গিয়ে ম্যাজিশিয়ান বেচারার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। যাই দেখাতে যায় তাই ধরা পড়ে যায়। তাসের পিছনের উল্টো ছবি, জামার কলারে আধুলি, টুপির ফাঁকে পিংপং বল কিছুই লুকোতে পারে না। তবে দেখলাম, ছেলেরা ম্যাজিকে যত না মজা পেল তার থেকে অনেক মজা পেয়েছে ম্যাজিক ধরে। হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে। অর্ণবের ঘাড়ে দীপু, দীপুর ঘাড়ে বিলু, বিলুর ঘাড়ে ভব। মনে হয়, ম্যাজিকের থেকে ম্যাজিক ভেস্তানোর কোনও একটা শো করতে পারলে সব শো হাউসফুল যাবে।

সকলে খুশি হলেও একজন হচ্ছেন না। তিনি মঞ্জুবউদির দূর সম্পর্কের এক মামা। স্যুট-টাই পরা এই ভদ্রলোক মুখটা বেজার করে ঘরের এককোণে বসে আছেন। এত হাসির মাঝখানে একটা গোমড়া মুখ দেখলে স্বাভাবিক ভাবেই চোখ চলে যায়। আমারও গেল। বোঝাই যাচ্ছে এই কাণ্ডকারখানা ভদ্রলোকের একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। তিনি একবার করে স্যুটের পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করছেন আর একবার করে ঢোকাচ্ছেন। মাঝে মাঝেই বলছেন, 'উফ্ দেরি হয়ে যাচ্ছে। মিটিং শুরু হয়ে যাবে। উফ্ দেরি হয়ে যাচ্ছে। মিটিং শুরু হয়ে যাবে।' ভাবটা এমন প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে এসে রাজভবনে ওঁর জন্য বসে আছেন।

শ্যামলদাও দেখলাম, ভদ্রলোকের কাছে কেমন যেন কাঁচুমাচু। ফাঁক পেলেই আসছে আর বলছে, 'আর একটু মামা, মাংসটা হয়ে গেলেই মঞ্জু আপনাকে খেতে দেবে। অ্যাই সাগর এ দিকে আয় তো। কী, ছোটদের সঙ্গে হ্যা হ্যা করছিস? মামার সঙ্গে একটু গল্পটল্প কর না। উনি একা বোর হচ্ছেন।' আমি উঠে এলাম। শ্যামলদা বললেন, 'মামা, এই আমাদের সাগর। আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। ওর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে একটা গা জ্বালানো হাসি দিলাম। খুব সন্দেহজনক চোখে তিনি তাকালেন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়ির কোনও কিছুই আজ তাঁর সন্দেহের বাইরে নয়। শ্যামলদা চলে যাওয়ায় আমি তাঁর পাশে চেয়ার টেনে বসলাম।

BanglaBook.org

'মামা, ভাল আছেন?'

ভদ্রলোক খুব কড়া ভাবে বললেন, 'কাকে মামা বলছেন? আমি তো আপনার মামা নই। আমি মিস্টার সেন। মিস্টার সেন বললেই খুশি হব।'

'ঠিক আছে তাই বলব। মিস্টার সেন, রুগ্‌ণ শিল্পের সঠিক কারণ হিসেবে কোনটার ওপর আপনি জোর দিচ্ছেন? মিস্টার সেন, আপনি কি মনে করছেন, ওপেন ইকনমি এর জন্য দায়ী? আপনি যা-ই বলুন মিস্টার সেন, আমি কিন্তু সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের একটা ইক্যুইলিব্রিয়াম লক্ষ করছি।'

ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'মিস্টার সেন সম্বোধনে হালকা কিছু গল্প করা যায় না, ভারী বিষয়ে কথা বলতে হয়। সেটাই চেষ্টা করছিলাম।'

'আপনাকে কোনও চেষ্টাই করতে হবে না। আপনি চুপ করে বসে থাকুন। যেমন বাড়ি তেমনি তার লোকজন। সার্ভেন্টের জন্মদিনে আর কারা আসবে? শ্যামল-মঞ্জুর এতটা ডেটরিওরেশন হয়েছে ভাবতে পারিনি। এ বাড়িতে আর আসা যাবে না।'

'মিস্টার সেন, আপনিও যেমন আমার মামা নন, তেমনি আমিও কিন্তু এ বাড়ির লোক নই।'

'থামুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছি না। আর আমাকে মিস্টার সেন, মিস্টার সেন করবেন না।'

আমি হাসলাম। ওষুধ কাজ দিয়েছে। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'মামা, কেটে পড়ুন।'

মামা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'মানে? কেটে পড়ব মানে?

আমি আরও গলা নামিয়ে বললাম, 'সার্ভেন্টের জন্মদিনে খেয়েছেন শুনলে লোকে হাসাহাসি করবে। এ সব বাংলা সিনেমাতে চলে। আমা আপনি তো প্রসেনজিৎ বা ঋতুপর্ণা নন যে, তার পরেও আপনার কাছে লোকে অটোগ্রাফ চাইবে। উল্টে থুতু দেবে। তার থেকে বরং শ্যামলদা মঞ্জুবউদি এ দিকে আসার আগে সরে পড়ুন। একেই তো এসে ঝামেলায় পড়েছেন। না খেলে মনে হয় কিছুটা পাপক্ষালন হবে। আপনি কী বলেন?'

খেতে বসার মুখে এ ধরনের আত্মত্যাগের আহ্বানে সাড়া দেওয়া খুব শক্ত। অনুষ্ঠান নিম্ন মানের কিন্তু খাবার উচ্চ মানেরই বলে মনে হচ্ছে। রান্নার জায়গা থেকে পোলাওয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। বোঝা যাচ্ছে চালটা বাসমতী। বাসমতীর সঙ্গে ভাল ঘি মিশলে একটা মনকাড়া গন্ধ বের হয়। খিদে যত বাড়ে গন্ধের টান তত বাড়ে।

BanglaBook.org

আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'তা ছাড়া একটা ভয়ঙ্কর খবর আছে মামা।'

ভদ্রলোকের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'খবর! কী খবর?'

'শুনেছি খাওয়ার সময় না কি একটা কাঙালি ভোজনের মতো হবে। উল্টোডাঙা বস্তিতে খবর দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দল বেঁধে ছেলেপিলেরা সব রওনা দিয়েছে, এসে পড়ল বলে। ওদের জন্যই তো অপেক্ষা চলছে। শ্যামলদা বলেনি আপনাকে? আরও খবর পেলাম বিভিন্ন টিভি চ্যানেল থেকে সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে আসছে। ওরা ছবি তুলবে। ইন্টারভিউ নেবে।'

মামা বলল, 'তাই না কি! বলেন কী?'

'যারা এই কাণ্ড করতে পারে তারা সব পারে। মনে হচ্ছে, শ্যামলদারা ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। পাবলিসিটি ক্রেজ। ভাবুন তো এক বার ব্যাপারটা মামা, আপনি একদল ভিখিরির সঙ্গে বসে মুরগির ঠ্যাঙ চিবোচ্ছেন, আর সেটা সন্ধেবেলা টিভিতে দেখাচ্ছে? রাজ্যের লোক সেই ছবি দেখে ফোনের পর ফোন করবে। কেমন হবে জিনিসটা ভাবতে পেরেছেন? আমি তো পারছি না। প্রেস্টিজ বলে একটা ব্যাপার আছে। একটু পরেই আমি পেছনের দরজা দিয়ে পালাব।'

একটা কথা না বাড়িয়ে মামা ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ির আওয়াজ পেলাম। খাওয়ার ঠিক আগে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়, কিন্তু এই মানুষটার একটা শাস্তির দরকার ছিল।

খাওয়া বড় ভাল হয়েছে। মঞ্জুবউদির বোনের নাম মধুমিতা বা অনুমিতা কোনওটাই নয়। তাকে সবাই মিতা বলে ডাকছে।

মিতা পরিবেশন করছিল। আমি তাকে বললাম, 'মিতা, আর একটু চাটনি দাও তো। খেজুর দেখে দেবে।'

মিতা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'চাটনি রিপিট করা যাবে না। কম আছে। আর আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে বারণ করেছি না?'

বেরনোর আগে পান চিবোতে চিবোতে শ্যামলদার কাছে গেলাম।

শ্যামলদা বলল, 'মামা কোথায় গেল? না খেয়েদেয়ে চলে গেল?'

'কী একটা ফোন এল, উনি বললেন, ভাই সাগর, আমাকে যেতেই হবে। তুমি বরং শ্যামলকে একটু বুঝিয়ে বলবে। বলবে, ওরা যা করেছে তা পাথরে খোদাই করে রাখার মতো কাজ। সামান্য খাওয়াটা বড় কথা নয়, কাজটাই বড় কথা। শ্যামলদা আমার মনে হয়, উনি পাথরের ব্যবস্থা করতে গেছেন। যে সে পাথরে তো আর খোদাইয়ের কাজ হয় না।'

'ইয়ার্কি করিস না সাগর। ভদ্রলোককে তোর একটা চাকরির জন্য বলেছিলাম।

BanglaBook.org

এই সপ্তাহেই যেতে বলেছে। শিলিগুড়ির জন্য একটা ভাল ছেলে চাইছিলেন। তুই যদিও ভাল ছেলে নোস্, তবু যাবি, কারণ চাকরিটা তোর দরকার। এই নে ভদ্রলোকের কার্ডটা রাখ। এতে ঠিকানা-ফিকানা সব লেখা আছে। তবে যেদিনই যাস চারটের আগে যাবি না। বড্ড বিজি থাকে।'

'নিশ্চয় যাব। চাকরিটাও হয়ে যাবে মনে হয়। ভদ্রলোক তো আমার কথাবার্তায় দারুণ ইমপ্রেসড। খুব করে বাড়িতে যেতে বললেন। শ্যামলদা, আজ চললাম। এ বার শোনো, আমার একটা কথা আছে। মনে হচ্ছে, তোমরা একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ। ভবিষ্যতে সমস্যাটা জটিল হবে। আমি নিশ্চিত, ভব নামের ছেলেটা আবার কাঁদবে। সম্ভবত এ বার সে বলবে অর্ণব স্কুলে যায়, আমিও যাব। হারামজাদাকে চড় কষিয়ে হয়তো থামানো যাবে, কিন্তু তোমাদের থামানো যাবে না। এই হাজার টাকাটা তুমি রেখে দাও। কান্নাকাটির আগেই কান ধরে ছেলেটাকে পাড়ার একটা ছোটখাটো স্কুলে ভর্তি করে দিও। বই-খাতা, জামা-কাপড় সব কিনে দিতে বলবে মঞ্জুবউদিকে। এ ব্যাপারে একটা কথাও বলবে না।'

হতভম্ব শ্যামলদার হাতে দু'টো ঝকমকে পাঁচশো টাকার নোট গুঁজে দিলাম। দিয়ে হাসলাম। শ্যামলদাকে ঘাবড়াতে পেরে বড় ভাল লাগছে। ঘাবড়ানোর কম্পিটিশনে ওর থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম।

বেরনোর সময় দেখলাম একটা সাদা রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি থেকে দু'টো অল্প বয়সি ছেলে নামছে। এক জনের হাতে টিভি ক্যামেরা।

তারা আমার দিকে এগিয়ে এল। একজন খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দাদা, এই বাড়িতেই তো ভিখিরিদের গণ-জন্মদিন পালন হচ্ছে? ভিখিরিদের এগজ্যাক্ট ফিগারটা কত হবে বলুন তো। একশো? না কি মোর দ্যান দ্যাট?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে তারা ক্যামেরা বাগিয়ে বাড়ির ভেতরে ছুটে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পাশে বসা লোকটা বকর বকর করছে।

কিছু দিন আগে পর্যন্ত বাসে-ট্রামে, রাস্তা ঘাটে কাউকে এক কথা বলতে দেখলে পাগল সন্দেহে দূরে সরে যাওয়ার নিয়ম ছিল। মোবাইল ফোন চালু হয়ে যাওয়ার পর সেই নিয়ম উঠে গেছে। যদি সত্যিকারের কোনও উন্মাদ একা কথা বলে তা হলে কেউ আর ভয়ে সরবে না। ভাববে মোবাইলে কথা বলছে। বেশির ভাগ সময়েই এই ফোনে কথা বলার সময় ফোনটা দেখা যায় না, শুধু কথা শোনা যায়। মনে হয়, একা একাই বকছে।

বাসে এখন দমবন্ধ ভিড়। অথচ আমি যখন উঠেছিলাম তখন বেশ ফাঁকা ছিল। কলকাতায় ফাঁকা বাস অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার। আমার কেমন যেন গা ছমছম করে। ভিড় বাসে স্বস্তি পাই। অথচ বেশির ভাগ লোককেই দেখি বাসে ভিড় দেখলে নাক সিঁটকোয়। এমন একটা ভাবভঙ্গি করতে থাকে যে, অন্যরা বাসে উঠে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। মনে হয়, এরা বাসকে ভর দুপুরের হেদুয়া পার্কের মতো দেখতে চায়। ফাঁকা বেঞ্চ, অল্প অল্প হাওয়া। কাছাকাছি একটা-দু'টো গাছ। মাঝে মধ্যে বাদামওলা এলে তো খুবই ভাল। আমার মতে, বাস হবে বাসের মতো। কোনও হাওয়া থাকবে না। যাত্রীদের ফুসফুস যাবতীয় বিজ্ঞানকে কলা দেখিয়ে তাও ঠিক অক্সিজেন সংগ্রহ করে নিয়ে দিব্যি চলবে। রাস্তার কান ঝালাপালা আওয়াজ। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা জ্বালা করবে। কম পক্ষে একশো বারো রকমের ঘামের গন্ধ। খুব ভাল হয় যদি সামনের সিটে বসা কোনও ছোট মেয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বমি করে ফেলে। এই শহরে যে বাস বমি ছাড়া চলাচল করে, সে সব বাস গোটা বাস-জাতির কলঙ্ক।

আমি দমবন্ধ ভাবটা উপভোগ করতে করতে চলেছি। পরীক্ষা করে দেখেছি, অফিস টাইমের বাসে গণসঙ্গীত ধরনের গান খুব খাপ খায়। গুনগুন করে একটা ধরব বলে ঠিক করছি। ওই যে ওইটা—নাম তাঁর ছিল জন হেনরি/ছিল যেন জীবন্ত ইঞ্জিন/হাতুড়ির তালে তালে গান গেয়ে শিস দিয়ে/খুশি মনে কাজ করে রাতদিন।/হো হো খুশি মনে কাজ করে রাত দিন। —এই গানটার একটা জটিলতা আছে। 'হো হো'-র জায়গায় খুব খেয়াল রাখতে হয়। গুনে গুনে চার বার। বাসের ঝাঁকুনিতে গুনতিতে ভুল হলে সমস্যা। একটা তাল ফাঁক থেকে যাবে। গণসঙ্গীতে তালটাই আসল। দরদ লুকিয়ে থাকে তালে। গানটা ধরব ধরব ভাবছি, এমন সময় পাশ থেকে কথা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি বকর-বকর লোকটার চেহারা বিশাল। গায়ের জামাটা এক সাইজ বা দু'সাইজ ছোট। ফলে আরও মোটা লাগছে। কথা বলছে হিন্দি এবং ভাঙা বাংলায়। বড় ডান হাতটা কানের কাছে। অনেকটা খেয়াল গাওয়ার ঢঙ। তালুর ফাঁকে চড়ুই পাখির সাইজের একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন।

BanglaBook.org

অন্যের ফোনের কথা শোনাটা ঠিক নয়। কিন্তু এর কথা না শুনে উপায় নেই। মোবাইল-ম্যান এত জোরে কথা বলছে যে, ইচ্ছে না থাকলেও তাকাতে হচ্ছে। কথা চলছে পাইপের টেন্ডার সম্পর্কিত কোনও এক জটিল বিষয়ে। সাত পয়সার হেরফেরে ব্যবসায়ে কত বড় মোচড় এসে যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

পথে-ঘাটে যারা মোবাইল ফোনে কথা বলে তারা শোনানোর থেকে দেখানোয় বেশি মন দেয়। যদিও এই বাসে কেউ মোবাইল-ম্যানের দিকে খুব একটা তাকাচ্ছে না। এক বার দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সম্ভবত এদের অনেকেরই পকেটে মোবাইল ফোন।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি না। কারণ আমার মোবাইল ফোন নেই! অথচ আমার মনে বহু দিনের ইচ্ছে রেবাকে একবার এ রকম একটা টেলিফোনে ফোন করি। রেবা দারুণ ঘাবড়ে যাবে। লোকটার কাছে এক বার ফোনটা চাইব? এ রকম বলতে পারি—

'দাদা, ফোনটা এক বার দেবেন?'

'কিঁউ?'

'পিজি হাসপাতালে এক বার ফোন করব। আমার ছোটকাকা মৃত্যুশয্যায়। লেফট আর্টারি টোটালি ব্লক। এতক্ষণে হয়তো মারা গেছেন। হয়তো কেন, মারাই গেছেন মনে হচ্ছে।'

'ইস্ ভেরি স্যাড। লেকিন মারা গেলে আর ফোন করে কেয়া হোগা ভাইসাব? ডেড ম্যান ওনলি ডেড ফোন মে বাত করনে সাকতা। মেরা সেলুলার তো ডেড নেহি আছে। খুবই লিভিং আছে। বহুত লিভিং। আপ এক কাম করিয়ে, আগলা স্টপেজমে উতর যাইয়ে। অপসিট সাইড সে বাস পাকড়ে হাসপাতালে রিচ করুন। নাউ ইউ হ্যাভ লট অব্ ওয়ার্কস টু ডু। ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম। ভাইয়া আপ উতর যাইয়ে।'

না, এ সব বললে হবে না। এই পরিকল্পনা ফাঁকে ভর্তি। আজকাল আর মৃত্যুর খবরে মানুষ ঘাবড়ায় না, অন্য ফন্দি করতে হবে। একে ধরতে হবে অন্য দিক থেকে। সম্পূর্ণ উল্টো কোনও দিক। রেবাকে গত তিন মাস একবারও ফোন করিনি, অথচ আজ মনে হচ্ছে, চলন্ত বাস থেকে রেবাকে ফোন না করলে জীবনটাই বৃথা। আজকের সুযোগ হাতছাড়া করা বড় ভুল হবে।

মোবাইল-ম্যানের বসার কায়দাটা দারুণ। এক দিকটা পুরোপুরি আমার গায়ে হেলানো। যেন গাড়ির সিটে উনি মাথা রেখেছেন। লোকটা যে হাতে মোবাইল ধরে আছে সেই হাতের আঙুল আংটি-সমৃদ্ধ। লাল, নীল, সবুজ পাথর। আংটির ব্যাকগ্রাউন্ডে সেলুলার। আহা! বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের অপূর্ব মাখামাখি!

মোবাইল-ম্যান কথা শেষ করে ফোন পকেটে পুরল। আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভান করল যার অর্থ হয়, 'কেমন, দেখলে?'

BanglaBook.org

আমি হাসলাম। বিনীত গলায় বললাম, 'স্যার, ভাল আছেন?'

মোবাইল-ম্যান ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। স্পষ্ট বাংলায় বলল, 'কে আপনি? চিনতে পারলাম না তো।'

'চিনতে পারার কথা নয়। আপনি স্যার আমাকে দেখেননি। মনে হয় আপনাকে রেবা দেখেছে। তবে খুব একটা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। রেবা থাকলে বলতে পারত।'

মহিলার নাম শুনে লোকটা উৎসাহ পেল। খুব স্বাভাবিক কারণেই সে আমার পরিচয়ের কথা ভুলে গেল। বলল, 'রেবা কে? হু ইজ রেবা?'

আমি অধীর আগ্রহে শুরু করলাম এবং একটুও হোঁচট না খেয়ে বলে চললাম, 'রেবা স্যার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। গান নিয়ে পড়াশুনোর খুব ইচ্ছে ছিল। ব্যাড লাক স্যার! গলার পরীক্ষায় ফেল করল। অ্যাডমিশান হতে হতেও হল না। অথচ স্যার গলাটা তেমন খারাপ নয়। ওপরের দিকে উঠলে একটু গোলমাল হয়ে যায় এই যা, তাও স্যার সব গানে নয় কিছু কিছু গানে। কীর্তনাঙ্গের গানে গলা কিন্তু স্যার ভারী মিষ্টি। তা যেগুলো পারে না সেগুলো না হয় গাইত না। আপনি বলুন স্যার, সব গান যে সবাইকে গাইতে হবে এমন নিয়ম তো নেই। যাক, তার পর থেকে রেবার মনটা খুব খারাপ থাকে।' এ বার গলা নামিয়ে ভারী করে বললাম, 'সুন্দর মেয়েটা মন খারাপ করে থাকে, দেখতে ভাল লাগে না। আপনি বলুন স্যার, ভাল লাগে?'

পাইপ থেকে বেরনোর পর হুট করে কাউকে কীর্তনাঙ্গের গানের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে একটা বড় ধাক্কার মতো হওয়ার কথা, এটা অসম্ভব কিছু নয়। সম্ভবত এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। তাপমাত্রা বা উচ্চতার পার্থক্যে রক্তচাপের বদল হয়। তার ফলে মনের মধ্যে অনেক সময় পরিবর্তন ঘটে। সারা বছর অফিসের বস, বাড়ির বউ, পাড়ার মস্তানদের কাছে কেঁচো হয়ে থাকা মানুষ দার্জিলিঙে ওঠার পর নিজেকে তেনজিং নোরগে মনে করতে শুরু করে। হাঁটা চলা, গলার স্বরে একটা বৈপ্লবিক বদল এসে যায়। মোবাইল-ম্যানেরও এল। আমি কে? কে-ই বা রেবা? রেবার গলা উঁচুর দিকে খারাপ না নিচুর দিকে ভাল, তাতে তার কী বা আসে যায়—এই ধরনের সরল প্রশ্নের মধ্যে সে আর গেল না। একটা দার্শনিক ভঙ্গিতে উদাস হয়ে সে খুব জটিল ধরনের একটা কথা বলল, 'এটাই নিয়ম দাদা। আশা চিরকাল আশাই থেকে যায়। আমরা তার পিছনে ছুটে মরি। আপনি দুঃখ করবেন না।'

চমকে উঠলেও সামলে নিলাম। বললাম, 'স্যার আমি দুঃখ করিনি। রেবা করেছে।'

বাস শিয়ালদা ফ্লাইওভার দিয়ে শনশনিয়ে ছুটছে। মোবাইল-ম্যান উদাস চোখে তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'রেবা ম্যাডামকেও দুঃখ করতে বারণ করে দেবেন।'

BanglaBook.org

'স্যার একটু মোবাইলটা দেবেন? ওকে একটু ফোনে ধরিয়ে দিই। রেবাকে যদি আপনি নিজের মুখে কথাটা বলেন বড় ভাল হয়। অনেক সময় অচেনা মানুষের কথা মনে ধরে।'

লোকটা নির্লিপ্ত মুখে পকেট থেকে এমন ভাবে মোবাইলটা বের করে দিল যেন মোবাইল তো কোন ছার, গোটা দুনিয়াই তার কাছে এই মুহূর্তে অনিত্য।

রেবাই ফোন ধরল।

আমি ভয়ঙ্কর উত্তেজিত। বহু দিনের ইচ্ছে সত্যি হওয়ার উত্তেজনা। চিৎকার করে উঠলাম।

'হ্যালো রেবা?'

ও পাশ থেকে রেবা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'অত চেঁচাচ্ছ কেন? আস্তে কথা বলো।'

'আস্তে কথা বলা যাবে না রেবা। মোবাইল ফোনে কথা বলছি তো। গাড়ির শব্দে আমার কথা হারিয়ে যাওয়ার চান্স আছে।'

'তোমার কথা এমন কিছু ভ্যালুয়েবল জিনিস নয় যে, হারিয়ে গেলে ক্ষতি হবে। তা ছাড়া অত মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোন করছ কেন? ওতে আজকাল রিকশাও ডাকা যায়। আমাদের পাড়াতে সব রিকশাওয়ালাই ওই জিনিস ক্যারি করে। জল জমলে মোবাইলে কল করা হয়। সেলুলার মোটেই জাহির করার মতো কিছু নয়। শোন, তোমার সঙ্গে খুব জরুরি দরকার আছে।'

'রেবা রানিং বাস থেকে কথা বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ?'

'রানিং বাস থেকে কথা বলার মধ্যে বাহাদুরি কী আছে? খামোকা বুঝতে যাব কেন? এমন তো নয় যে, ওপেল অ্যাসট্রাতে বসে আছ। যাক, বাজে কথা রাখো, শোনো খুব জরুরি দরকার আছে। অবশ্যই আজ এক বার আমাদের বাড়িতে আসবে।'

'এখন যাব রেবা? যেতে পারি কিন্তু। কোনও কাজ নেই।'

'কাজ নেই, কাজ নেই করে চেঁচিও না। সবাই জানে তোমার কাজ নেই। তোমার কাজ না থাকলেও আমার তো আছে। এখন আসবে না। এখন আমি ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাব। আমি ফেরার পর আসবে। তোমাকে আমি সময় বলে দিচ্ছি।'

'তুমি ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাও না। আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে বসে থাকব। চা-টা খাব। তোমাদের মালি বা দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করব। মালিরা দারুণ মানুষ হয়। তারা গাছ-ফুলদের ভেতরের কথা জানতে পারে। আমরা পারি না। তুমি বেরনোর আগে তোমাদের মালিকে প্লিজ একটু বলে যাও।'

রেবা আমার এ ধরনের কথায় অভ্যস্ত। সে কোনও রকম উৎসাহ না দেখিয়ে একই রকম গম্ভীর গলায় বলল, 'না, কারও সঙ্গে তোমাকে গল্প করতে হবে না। আমার সঙ্গে জরুরি কথা না বলে তুমি আমাদের বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বলবে

BanglaBook.org

না।'

'রাস্তায় যদি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তা হলে কি মুখ ঘুরিয়ে নেব?'

'কেন বাজে কথা বলছ? সাগর, তুমি ভাল করেই জানো আমার বাবার সঙ্গে তোমার কখনও রাস্তায় দেখা হতে পারে না।'

'কেন, তোমার বাবা কি রাস্তায় বেরোন না? পুলিশ দেখলেই রাস্তার লোক মারছে এমন ভাল অবস্থা দেশের এখনও হয়নি। তবে শিগগিরই হবে।'

'বাবার সম্পর্কে কোনও অফেনসিভ কথা বলবে না। আমার বাবা ট্রাফিক পুলিশ নয় যে, গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর তোমার সঙ্গে দেখা হলে মৌচাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কালোজাম খাওয়াবেন। তুমি ভাল করেই জান উনি পুলিশের একজন উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসার। গাড়ি ছাড়া পথে বেরন না।'

'রেবা চলন্ত ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দারুণ লাগছে। কেন জানো? আমাদের রক্তের মধ্যে গতি আছে বলেই গতিশীল সব কিছু আমরা এত ভালবাসি। তোমার ভাল লাগছে না?

'না ভাল লাগছে না। আমি যে ফোনে কথা বলছি সেটা চলন্ত নয়। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সব সময় খুব খারাপ লাগে।'

'তা হলে কি ছেড়ে দেব?'

'না, ছাড়বে না।'

'রেবা, তুমি একজনের সঙ্গে একটা কথা বলবে? এই যে আমার পাশে বসে আছেন।'

'কার সঙ্গে?'

'মোবাইল-ভাইয়ের সঙ্গে।'

'কী ভাই?'

'মোবাইল-ভাই। খুব ভাল মানুষ। ওর মোবাইলেই আমি কথা বলছি। উনি তোমার একটা গান শুনতে চান। কীর্তিনাঙ্গের কোনও গান কি তোমার মনে আছে? ধরো, ওই যে গানটা, ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ, আমি মর্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব। মনে আছে তোমার?'

ফোন কেটে গেল। নিজে থেকেই কেটে গেল। রেবা কখনও আমার ফোন কাটে না।

যাঃ, কখন ওর সঙ্গে দেখা করব সেটাই জানা হল না।

মাম্‌স হলে মুখ ফুলে যায়। সেই ফোলা মুখ যদি বাঘের মতো ভয়ঙ্কর হয় তা হলে কি তাকে বলব বাম্‌স? তা হলে মোবাইল-ম্যানের সম্ভবত বাম্‌স হয়েছে। যখন হাসিমুখে তার হাতে ফোন ফেরত দিলাম তখন দেখি তার মুখ রাগে বাঘের মতো ফুলে গেছে। ধন্যবাদ বলতেও ভয় করছে।

BanglaBook.org

বাঘের কথা মনে আসতে, ডেভিডচাচার মুখটা ভেসে উঠল। ডেভিডচাচার সে দিনের হাসিটা মোটেও ভাল ছিল না। ফট করে কিছু করে বসল না তো? না, ওর বাড়িতে একবার যাওয়া দরকার। এখন গেলে ক্ষতি কী? কোনও ক্ষতি নেই। আমি তো কোথাও যাওয়ার জন্য বাসে উঠিনি। ইচ্ছে হয়েছে তাই উঠে পড়েছিলাম। ইচ্ছে মতো নেমেও যেতে পারি। আমি রেসকোর্সের সামনে বাস থেকে নেমে পড়লাম। ঝকঝকে রোদে রেসকোর্স ঝলমল করছে। আমি পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। মন কেমন করছে। বিশাল শূন্য মাঠের পাশ দিয়ে হাঁটার এই একটা বিপদ। মন কেমন করে ওঠে, কিন্তু কেন করে বোঝা যায় না।

এখান থেকে একটু হাঁটলেই আলিপুর চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে সরু গলি। কয়েক পা গেলে লাল কোয়ার্টার। বহু দিনের রঙের অভাবে সেই লাল ফিকে হয়ে গেছে। কোয়ার্টারের পাঁচতলায় ওয়ানরুম ফ্ল্যাটটা ডেভিডচাচার। চাচা চিড়িয়াখানার টাইগার-কিপার। ব্যাঘ্র-রক্ষক। খাঁচায় বন্দি বাঘেদের দেখভাল করাই তার চাকরি। ওকে দেখে আমি বুঝেছি, বাঘ অতি উচ্চস্তরের পশু হলেও চিড়িয়াখানায় ব্যাঘ্র-রক্ষকরা যথেষ্ট নিচু স্তরের কর্মী। রাজকীয় পশুর দায়িত্বে থাকলেও তাদের মাইনেপত্তর মোটেও রাজকীয় কিছু নয়। বরং বেশ কমই। সুযোগ-সুবিধাও নগণ্য। একটা কোয়ার্টার পেয়েছে ঠিকই, তবে অনেকটা ওপরে। নিচুতলার কর্মীদের ফ্ল্যাট উঁচুতলাতে হওয়াটাই নিয়ম। উঁচুদিকের মানুষ থাকবেন নীচে (অবশ্যই যেখানে লিফটের ব্যবস্থা নেই। পাঁচতলায় উঠতে গেলে হাঁপ ধরে, কষ্ট হয়। সে কষ্ট তাঁরা কেন সইবেন?

কিন্তু যেহেতু সব সময়ই উঁচুতলার মানুষরা একটা না একটা কিছু হারান, এখানেও হারিয়েছেন। এখানে তাঁরা হারিয়েছেন একটা চিলতে বারান্দা।

ডেভিডচাচার পাঁচতলা কোয়ার্টারের দক্ষিণ দিকে এক চিলতে একটা বারান্দা আছে। দাঁড়ানো-বারান্দা। এতই ছোট যে বসা যায় না। তবে তাতে কোনও অসুবিধে হয় না। সেখানে দাঁড়ালে চিড়িয়াখানার ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। গাছের পর গাছ, তার পরে আবার গাছ। সব সময়ই আকাশ সবুজ হয়ে আছে! নিঃস্তব্ধ ভোরে সেই সব গাছে শুধু পাখিদের ডাক। বারান্দার মাথায় পাক মেরে রাতের প্যাঁচা ফিরে যায় ঘরে। ময়না, ফিঙে, দোয়েল, ঘুম ভাঙানোর ডাক দিতে গিয়ে শিস দিয়ে ফেলে। কখনও গভীর রাতে ভুল করে ডেকে ওঠে কোকিল। আলো ফুটেছে ভেবে টিয়ার ঝাঁক বেরিয়ে পড়ে আকাশে। চোখ বুজলে মনে হয়, কলকাতায় নয়, জঙ্গলের কাছাকাছি চলে এসেছি। ভাবতে ভাল লাগে। কোনও দিন হয়তো মাঝরাতে কলিং বেলের শব্দে দরজা খুলে দেখব, বিশাল চেহারার

BanglaBook.org

এক ভল্লুক দাঁড়িয়ে। হাত জোড় করে বলবে, 'এত রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কাছাকাছি কোথায় মৌচাক আছে বলতে পারেন? মধু খাওয়ার বড় ইচ্ছে জাগে।'

এই সব সত্যি মিথ্যা লোভে আমি মাঝে মধ্যে চলে আসি এখানে। মাঝরাতে এসে হইচই করি। বলি, 'কমলাভাবি, ভাত দাও। দারুণ খিদে পেয়েছে।'

কমলাভাবি পৃথিবীর অসাধারণ মানুষদের একজন। ওর মুখ থেকে আমি গল্প শুনেছি, বিহারের কোনও এক অজ গাঁ থেকে এগারো বছর আগে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। বয়স তখন তেরো বা চোদ্দো। বিয়ের দু'দিন পরেই হানিমুনের ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা ভ্রমণ। শেষ মুহূর্তে স্বামী বলল, 'যাব না'। কিন্তু তা বলে যাওয়া তো বাতিল হতে পারে না। বাস ঠিক হয়ে গেছে। ফুল আঁকা ট্রাঙ্ক গোছানো হয়ে গেছে। স্বামী না এলেও কমলাভাবির হানিমুনে শ্বশুরশাশুড়ি তো এলই, এল গাঁয়ের অনেকেই। বড় বাস, অনেকেই তো আসবে। সাত দিনের ট্যুর। সারাদিন হেঁটে হেঁটে ভিক্টোরিয়া, কালীঘাটের মন্দির, হাওড়া ব্রিজ দেখে রাতে বাবুঘাটে ফিরে আসা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে বাসের পাশেই রুটি বানাতে বসা। কোনও কোনও দিন একশো পর্যন্ত রুটি হত। ইটের উনুনের পাশে বসে আগুনে ঝলসে গভীর রাত পর্যন্ত কমলাভাবি রুটি বানাত। রুটি বানানোর সময় দেশওয়ালি ননদরা তাকে নানা গোপন খবর শোনাত। বলত, তার স্বামী নাকি প্রথম বউয়ের জন্যই আসতে পারল না। প্রথম বউয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় বেড়াতে আসা যায় না। এই সব গোপন খবর কমলাভাবিকে অবশ্য বিচলিত করতে পারত না। সময় কই? পর দিন আবার ভোর হতে না হতেই তো বেরিয়ে পড়া।

কমলাভাবি বিচলিত হল পঞ্চম দিনের মাথায়। চিড়িয়াখানা দেখতে এসে ভরা এক বিকেলে সে দেখল, মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ শিস দিতে দিতে বাঘের খাঁচায় ঢুকে যাচ্ছে। রোগা ছিপছিপে লোকটার পরনে সাদা জামা প্যান্ট। পায়ে কেডস আর থুতনিতে সামান্য একটু দাড়ি। খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে মানুষটা সেই দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে। এই সাহসী দৃশ্য বালিকা কমলাভাবিকে খুবই বিচলিত করল। এতটাই বিচলিত যে, সে আর দেশে ফিরে যেতে পারেনি। বিহারের নামহীন গাঁয়ের মানুষরা তো আর হারিয়ে যাওয়া বালিকা বধূর জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারে না। দু'দিন অপেক্ষা করার পর বাস ঠিক দিনেই বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। কমলাভাবি রয়ে গেল থুতনিতে দাড়িওয়ালা ডেভিডচাচার সঙ্গে।

আমার ভাত খাওয়ার আবদারে কমলাভাবি কখনও রাগ করে না। কিন্তু ডেভিডচাচা মদের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে চেচাঁতে শুরু করে। নেশায় থাকলে চাচা আমাকে 'ছোকরা' বলে। প্রচুর গালাগাল দেয়। বলে যেতে থাকে একটানা।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে ইংরেজি। ছেলেবেলায় শেখা।

'ভেবেছটা কী ছোকরা? ভাত কি মাগনা? আমি কি শালা ফোকোটে কামাই করি. এক হাতাও ভাত দেবে না হারামজাদাকে। নট আ সিঙ্গল স্পুন। শালা রাত দুপুরে পাখির ডাক শুনতে এসেছে। এটা কি তোমার ফাদার ইন ল-স হাউস? আমি কি পাখির ডাকের ব্যবসা করি? আমার বাড়ি যেন বার্ড স্যাংচুয়ারির টাওয়ার। পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়। কিক্ অন দ্য ব্যাক্। কমলা ওকে বারান্দায় নিয়ে যাও, তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও। শালার ডেডবডি কাল আমি নেকড়ে দিয়ে খাওয়াব।'

এই সময় কাঁচুমাচু মুখে বলতে হয়, 'প্লিজ চাচা নেকড়ে নয়। পারলে সিংহ দিয়ে খাওয়াবে। পশুরাজের হাতে মৃত্যু হলে পরে গর্ব করে সকলকে বলতে পারব।'

'শাট আপ। কাকে দিয়ে খাওয়াব আমি বুঝব। তোমার মতো ওয়ার্থলেসকে নো বডি উইল টাচ।'

'চাচা, আজ ওয়ার্থলেস বোলো না। আজ আমি ওয়ার্থফুল। আজ তোমার জন্য একটা দিশি হুইস্কি এনেছি। ভাবলাম নিউমার্কেট থেকে সার্ডিন মাছের একটা টিন আনব। বাট নো পয়সা। সুতরাং ছোলা দিয়ে মেরে দাও।'

বোতল হাতে নিয়ে চাচা আরও চেঁচাবে।

'শালা ধার করে মদ এনেছে। রোয়াব দেখ। কে আনতে বলেছে? আমি বলেছি? শালা আমাকে ঘুষ দেয়। এই বোতল আজ তোমার পেছনে ঢোকাব ছোকরা। আমাকে মদের ভয় দেখাতে পারবে না। মনে রাখবে আই অ্যাম দ্য ওলডেস্ট টাইগার কিপার ইন দ্য জু।'

এই সময় নিয়ম হল, আমাকে উঠতে হবে এবং বলতে হবে, 'তোমার যখন এতই আপত্তি চাচা তখন আমাকে চলে যেতে হয়। চললাম কমলাভাবি। তুমি আর ভাত চাপিও না।'

চাচা হুঙ্কার দিয়ে উঠবে, 'বেরতে পার ছোকরা, বেরিয়ে এক বার দেখতে পার। হাতির পায়ের তলায় পিষিয়ে মারব। আন্ডার দ্য এলিফ্যান্টস ফুট। কমলা, বেরতে গেলেই ওকে তুমি বারান্দায় নিয়ে যাবে, তারপর ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দেবে। কাল আমি ওর ডেডবডি শেয়াল দিয়ে খাওয়াব।'

'শেয়াল দিয়ে নয় চাচা। তোমাদের চিড়িয়াখানার শেয়ালগুলো বড্ড নেড়ি কুকুর মার্কা। বাঘগুলোও জিরজিরে, তাও চলে যায়। মন্দের ভাল। তুমি বরং বাঘের খাঁচাতেই দিও।'

হুইস্কির বোতল খুলতে খুলতে চাচা বলবে, 'শাট আপ। আমাকে চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। জানে না আই অ্যাম দ্য ওলডেস্ট টাইগার কিপার ইন দ্য জু। টাইগার

BanglaBook.org

আমার কথায় ওঠে বসে।'

একদিন সকালে আমি চাচার সঙ্গে সেই টাইগার দেখতে গেলাম।

কালো রঙ ধুয়ে গেলে একটা হালকা রঙ তৈরি হয়। সেই রঙের নাম হল মন খারাপ কালো। এই কালো দেখলে মন খারাপ হয়। কিন্তু কেন মন খারাপ হয়েছে বোঝা যায় না। সে দিনের আকাশ ছিল মন খারাপ করা কালো রঙের আকাশ। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

ডেভিডচাচার সঙ্গে খাঁচার কাছে গিয়ে মন আরও খারাপ হয়ে গেল।

বাঘ বসে আছে এক কোণায়। আমাদের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে তাকাল। আমি চমকে উঠলাম! এত সুন্দর চোখ! চিড়িয়াখানার বাঘ আমি কত দেখেছি, কই বাঘের এত সুন্দর চোখ আমি দেখিনি তো কখনও! টানাটানা, জলভরা চোখ দু'টোয় মায়া আর মমতা মাখামাখি। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর যে কোনও পাপ এই চোখ ক্ষমা করে দিতে পারে। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। সুন্দর চোখ হবে হরিণের, বাঘের নয়। তার চোখ কেন মায়ামাখা হবে? হবে জ্বলজ্বলে, হিংস্র। সেই দৃষ্টিতে থাকবে ঘেন্না আর রাগ। অথচ এই বাঘ তা পায়নি। সে পেয়েছে হরিণের চোখ! এই চোখে কি তাকে মানায়? কোথা থেকে পেল সে এ জিনিস? কে জানে, হয়তো এই বাঘ জঙ্গলে থাকার সময়ে অনেক হরিণ মেরেছিল। ঈশ্বর সেই সব মৃত হরিণদের দৃষ্টি তাকে দিয়ে দিয়েছে। দিয়ে শাস্তি দিয়েছে। বাকি জীবনটা তাকে এই সৌন্দর্যের শাস্তি নিয়েই কাটাতে হবে। আমি ফিসফিস করে উঠলাম— আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো/যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে/এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে না কি/জীবনের বিস্ময়ের রাতে/কোনও এক বসন্তের রাতে?

সে দিনই আমি মনে মনে এই বাঘের নাম দিলাম হরিণনয়ন। পরে বেশ কয়েকবার গোপনে গেছি। হরিণনয়নের সঙ্গে দেখা করেছি।

প্রথম দিন দেখলাম, হরিণনয়ন তার চোখের মতোই শান্ত প্রকৃতির। মনে হয়, বয়স হয়েছে। এক পাশে চুপ করে বসে আছে। সামান্য ঝিমুনি ভাব। নিশ্চয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। খাঁচার ভেতরে আবার খাঁচা। মাঝখানে গরাদের দরজা। ডেভিডচাচার কাছে শিখলাম, চিড়িয়াখানার ভাষায় এই দরজাকে বলে 'সেপারেশন ডোর'। 'সেপারেশন ডোর' দিয়ে হিংস্র পশু আলাদা করতে হয়। তার পর মূল খাঁচায় খাবার, জল দিতে হয়। ডেভিডচাচার হাতে বালতি ঝাঁটা। বালতিতে ফিনাইল মেশানো জল। মেঝে পরিষ্কার করতে করতে সে বকবক শুরু করল। বাঘ লোহার সেপারেশন ডোরের ওপাশে বসে বিষণ্ণ চোখে কথা শুনছে।

বাঙালি না হলেও কমলাভাবি আর ডেভিডচাচা বাংলা বলে ভারী চমৎকার। আমি অবাক হয়ে ডেভিডচাচার কথা শুনতে লাগলাম।

BanglaBook.org

'গুড মর্নিং আঙ্কেল। রাতে ঘুম হয়েছে তো? না হলে ক্ষতি নেই। আপনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। ঘণ্টা খানেক টানা ঘুম মারবেন। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি আঙ্কেল, সকালের দিকটা একটু ভেতরে চেপে শোবেন। পাবলিকের চেল্লামেল্লি কানে যাবে না। আজ অবশ্য ভিড়টিড় বেশি হবে বলে মনে হয় না। সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। ভালই হয়েছে। বোতল খুলব। আঙ্কেল খাবেন না কি? মেঘের দিনে হাফ পাঁইট মারলে মন একদম খুশ্। ও দিকে কী দেখছেন? ও হল গিয়ে কমলার সাগরভাই। আলাপ করবেন? থাক, কমলার সাগরভাই ভারী উল্টোপাল্টা মানুষ আছে। একটু সরুন আঙ্কেল। গায়ে জল লেগে যাবে। সাগরভাই শুধু উল্টোপাল্টা নয়, ডেঞ্জারাসও, এ আদমির সঙ্গে আলাপ পরিচয় যত না হবে ততই ভাল। বলা নেই কওয়া নেই বেটাইমে চলে আসবে। এসে বলবে, কমলাভাবি ভাত দাও। আরে ডেভিডের বাড়ি কি ভাতের হোটেল যে, রাত দুপুরেও ভাত পাওয়া যাবে? আবার ভাত যখন থাকবে তখন বলবে, ভাবি আজ নো খাওয়া-দাওয়া। তুমি বিছানাটা পেতে দাও, বিকেল পর্যন্ত লম্বা ঘুম দিই। সন্ধেবেলা পাখির ডাক শুনে চলে যাব। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি, ব্যাটা আমার বিছানায় ভোঁস ভোঁসিয়ে নাক ডাকছে। দেখুন, কাণ্ডটা এক বার। আজ একেবারে ভোর হতে না হতে এসে হাজির। এখন আমার পেছনে ঘুরঘুর করছে কেন বলতে পারেন আঙ্কেল? সে এক ডেঞ্জারাস ব্যাপার।'

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটল ডেভিডচাচার হাতেই। আমি পরে কমলাভাবির মুখে শুনেছি।

গত মাসের এক সকালে বাঘের খাঁচায় ঢুকে সেপারেশন ডোর আটকাতে ভুলে গেল ডেভিডচাচা। ফলে বালতির জলে ফিনাইল মেশানোর সময় বাঘ তার ছোট খুপরি থেকে বেরিয়ে আসে। এসে চাচার পায়ের কাছে বসে মন দিয়ে জলে ফিনাইল মেশানো দেখতে থাকে। আশ্চর্য কথা হল, এই সময়ও ডেভিডচাচার বিষয়টা চোখে পড়ল না। উল্টে সে না কি মন দিয়ে তাকে ফিনাইল মিশ্রণের পদ্ধতি শেখাতে শুরু করল। ভাবটা এমন, যেন খুব শিগগিরই এই বাঘ ঝাঁটা বালতি হাতে নিজেই নিজের খাঁচা পরিষ্কারের দায়িত্ব নেবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন ডেভিডচাচা বলছিল, 'আঙ্কেল, ভাল করে দেখে নিন। এক বালতি জলে মেশাতে হবে ফিনাইলের হাফ বোতল। গন্ধটা কড়া লাগছে আপনার? মনে হচ্ছে তো হাফের কম মেশালেও চলত? কথাটা ঠিক। কিন্তু এখানে ঠিক না। কারণ এই মালে গোড়া থেকেই জল মেশানো। ভেজাল মালে ঝাঁঝ বেশি হয়, কাজ কম। তার পর দেবেন ব্লিচিং...।

প্রত্যক্ষদর্শীরা ততক্ষণে অফিস থেকে লোক ডেকে এনেছে। তারা সামনে আসতে ভয় পায়। মানুষ দেখে বাঘ কোনও কারণে ঘাবড়ে গেলে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা

BanglaBook.org

ঘটবে। লাফিয়ে পড়বে ডেভিডচাচার ওপর। ডেভিডচাচার পালাবার কোনও পথ নেই। সে তখন খাঁচায় বন্দি।

খাঁচার বাইরে মানুষদের নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক সময়ে ডেভিডচাচা যাবতীয় কাজ শেষ করে এবং বেরিয়ে আসে। তার শিসের শব্দও অনেকে শুনতে পায়।

ছোট মানুষের অপরাধে ফয়সালা হতে বেশি দেরি হয় না। এখানেও হল না। সে দিনই তদন্ত কমিটি বসল। তদন্তের রায় হল— ডেভিডচাচা সকালে মদ খেয়ে ডিউটিতে এসেছিল। সে শুধু সেপারেশন ডোর নয়, খাঁচার মূল দরজাও খুলে রাখে। এর থেকে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, তার ভুল ইচ্ছাকৃত। সে বাঘকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন চেয়েছিল? মোটিভ পরিষ্কার হচ্ছে না। আরও বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন আছে। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় লাগবে। বড় শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে আপাতত ডেভিডচাচাকে বাঘের খাঁচা থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল সাদা ইঁদুরের এনক্লোজারে। ইঁদুররা একসঙ্গে খায়দায় ঘুরে বেড়ায়। ট্রেতে খাবার ঢালতে হয়। খাঁচা পরিষ্কার সপ্তাহে এক দিন।

বদলির সাত দিনের মাথায় এক দিন গেলাম।

সত্যি সত্যি সকাল থেকেই মদ খাওয়া শুরু করেছে ডেভিডচাচা। বোতলের চেহারা দেখে মনে হল, বেলা আটটার মধ্যেই অনেকটা হয়ে গেছে।

দরজা খুলে দিতে দেখলাম কমলাভাবির মুখ কালো। আমাকে বলল, 'চা খাবে?'

'না, এই খেয়ে এলাম।'

'ভালই হল। খেতে চাইলে মুশকিলে পড়তাম। ঘরে একটুও চা পাতা নেই।'

'কী হল কমলাভাবি? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভূমিকম্প রেখা জোরদার হয়েছে।'

'হেঁয়ালি ছাড়ো। তোমার চাচার অবস্থা ভয়ঙ্কর।'

'বোতল খুলে বসেছে?'

'ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তা হলে? তা হলে আর ভয়ঙ্করের কী ঘটল?'

'ঘটেনি, তবে এ বার ঘটবে মনে হচ্ছে। সারাদিন ঘরে বসে প্ল্যান কষছে।'

'কীসের প্ল্যান?'

'বাঘের খাঁচা থেকে ওকে সরানোর বদলা, প্রতিশোধ।'

'মারধোরের ব্যাপার নয় তো?' আমি বেশ চিন্তিত হয়ে বলি।

'তার থেকেও মারাত্মক। উফ্, আমি আর পারছি না। তুমি যদি পার সামলাও। একটা কেলেঙ্কারি হতে চলেছে। আজ সকালে যা বলছিল, তা যদি সত্যি করে

BanglaBook.org

তা হলে চাকরি তো যাবেই, জেলও হবে। উফ্ কী বিচ্ছিরি! আমি দেশে চলে যাব।'

কমলাভাবির চিন্তা দেখে মনটা দমে গেল। শত কষ্টেও সে কখনও চাচাকে ছেড়ে যাবার কথা বলেনি। সমস্যা তা হলে সত্যি কঠিন।

চাচা খাটের ওপর বসে। সামনে গেলাস, একটা প্লেটে কয়েকটা ছোলা। বিনীত ভাবে বলল, 'আসুন সাগরভাইয়া, বসুন খাটের ওপর বসুন।'

সাত সকালে চাচা আমাকে তেড়ে না উঠে আদর করে ডাকছে, তার মানে মেজাজ সত্যিই খারাপ। তার ওপর আপনি আপনি করে কথা বলছে। অর্থাৎ অবস্থা খুবই খারাপ।

কোনও রকম ভণিতা না করে কথা শুরু করলাম।

'এ সব কী শুরু করেছ ডেভিডচাচা? ভাবি দেখলাম খুব টেনশন করছে। বলছে দেশে চলে যাবে। ছিঃ চাচা।'

লম্বা একটা শ্বাস ফেলে চাচা বলল, 'চলে তো যাবেই। ঘর, বাড়ি, স্বামী ফেলে সে তো আর ইঁদুরের কাছে আসেনি, বাঘের কাছে এসেছিল। আমি হলেও চলে যেতাম।'

মদ খেলে মানুষ শক্ত শক্ত দর্শনের কথা বেশি আওড়ায়। হার্ড ড্রিংকসের সঙ্গে বোধহয় হার্ড টকের কোনও সম্পর্ক আছে। কিন্তু চাচার ক্ষেত্রে তা হয় না। মদ্যপানের পর তার মুখ দিয়ে গালিই বেশি বের হয়। আজ দেখছি উল্টো ঘটছে। মানুষ যখন স্বভাবের উল্টো আচরণ করতে শুরু করে তখন বুঝতে হয় সমস্যা গভীরে। এর সঙ্গে নরম ভাবে কথা বলা যাবে না। ধাক্কাই একমাত্র ওষুধ। ধাক্কা দেওয়ার জন্য আমি মনে মনে তৈরি হলাম। লোকটার রাগ ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমি বললাম, 'তা কেন? কমলাভাবি তো চিড়িয়াখানার বাঘের কাছে আসেনি, মানুষ বাঘের কাছে এসেছিল। তুমি খামোকা একটা ছোট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ। এটা তো বাঘের মতো আচরণ হচ্ছে না। ইঁদুরের মতো হচ্ছে।'

'ছোট বিষয় বলছেন সাগরভাইয়া? এত দিনের একটা সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক রাখতে তো তোমাকে কেউ মানা করেনি। তুমি তোমার বাঘের সঙ্গে দেখা করবে। রোজই করবে। শুধু খাঁচার ভেতরে না ঢুকলেই হল। তাতে কিছু এসে যায় না। খাঁচার ভেতর না থাকলে কি দেখা হয় না? খুবই হয়। এই যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসি, তুমি কি খাঁচার মধ্যে থাক? তবে? ছেলেমানুষি করবে না চাচা। আর আমাকেও আপনি আপনি বলাটা এ বার বন্ধ কর। ভাবি শুনলে নার্ভাস হয়ে যাবে।'

ডেভিডচাচা আমার কথা শুনল কিনা বুঝতে পারলাম না। গেলাসে আরও

BanglaBook.org

মদ ঢালল। বলল, 'শালারা কনসপিরেসি করল। ফলস্ কেস। আই কান্ট স্পেয়ার দেম। ছেড়ে দিতে পারি না।'

'ফলস কেন হবে? সে দিন সেপারেশন ডোর যে খোলা ছিল সকলেই দেখেছে। তুমি বুঝতে চাইছ না কেন ; বিপদটা হলে তোমারই বেশি হত। তা ছাড়া তুমি নাকি বড় দরজাটাও খুলে রেখেছিলে। বাঘটা যদি বেরিয়ে পড়ত? ভাবতে পারছ, কী কেলেঙ্কারি হত? তুমি একটা গ্রস নেগলিজেন্স দেখিয়েছ।'

আশ্চর্য, এতেও ডেভিডচাচা রাগল না। বরং আরও শান্ত গলায় বলল, 'বাজে কথা। মেন গেট খোলা ছিল না। দ্যাট ইজ ফলস চার্জ। তুমি জান না, ওখানে কিছু লোক আছে যারা মেজর অ্যানিম্যালদের ফুড সব সময় হ্যান্ডেল করতে চায়। অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার। তারা অনেক দিন চান্স খুঁজছিল। এ বার আমাকে সরাল। আমি ছাড়ব না। আই উইল টেক রিভেঞ্জ। বদলা নেব।'

আমি হাসলাম। সত্যিকারের হাসি নয়। লোক দেখানো হাসি। বললাম, 'তুমি একটা কাজ কর। লুকিয়ে মানেকা গাঁধীকে একটা চিঠি লেখ। অসহায় পশুর ওপর মানুষের অত্যাচার। কিন্তু বদলা নেওয়ার মতলব টতলব ছাড়ো। কিছু দিন আগে কাগজে পড়েছি ভুবনেশ্বরের নন্দনকাননে বদলা নিতে গিয়ে এক কর্মী কুমীরের মাথা কেটে ফেলেছে। এখন জেলে পচছে। তুমিও কি জেলে পচতে চাও না কি?'

বাড়িতে চা পাতা না থাকা সত্ত্বেও কমলাভাবি এক মগ চা নিয়ে এল। সেই চা থেকে ধোঁয়া এবং মনকাড়া গন্ধ দু'টোই বেরচ্ছে। আমি আশ্চর্য হলাম না। গরিব ঘরের গৃহিণীরা নানা রকম অলৌকিক কাজ করতে পারে। এক দানা চাল না থাকা সত্ত্বেও তারা ভাত করে স্বামী, পুত্রকে খাইয়ে দেয়। ধোঁয়া ধোঁয়া সেই গরম ভাতে থাকে আলু সেদ্ধ, ঘি ছেটানো গন্ধ। ওপর থেকে ভগবান দেখে লজ্জা পান। ভাবেন, 'ছিঃ মর্ত্যের সামান্য একটা মেয়েমানুষ আমায় অমৃত রান্নায় হারিয়ে দিল!' আর এ তো সামান্য চা।

আমি বললাম, 'বোসো ভাবি।'

ভাবি বসল না। আমি আবার শুরু করলাম। এ বার একটু নরম পদ্ধতি।

'দেখে চাচা, আমি কিন্তু ইঁদুরকে ছোট ভাবার কোনও কারণ দেখছি না। কোনও কোনও সময় বাঘের কামড়ের থেকেও সে ভয়ঙ্কর। বাঘ কামড়ালে একজন মরে। ইঁদুর কামড়ালে প্লেগে গোটা দেশ ছারখার। তা হলে কম কীসে? তার পর সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ— এরা হল মানব সভ্যতায় স্তম্ভের মতো। এক একটা পিলার বলতে পার। সাদা ইঁদুরের ওপর বৈজ্ঞানিকরা যে কত পরীক্ষা করেছেন, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। একের পর এক সব যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে। আমি তো মাঝে মধ্যে ভাবি, ইঁদুর যদি না থাকত? ছোটবেলায় পড়েছি,

BanglaBook.org

এক্সপেরিমেন্ট, অবজারভেশন, কনক্লিউশন— পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত। ইঁদুর ছাড়া তো পরীক্ষাই হত না। সুতরাং পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত ছাড়াই আমাদের মানবজাতিকে টিকে থাকতে হত। কী কেলেঙ্কারি হত বল দেখি চাচা?'

চাচা চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে না, একটুও প্রভাবিত করতে পেরেছি। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। আরও শক্ত আর অদ্ভুত কথা বলতে হবে। বোঝার দরকার নেই, থতমত খেলেই চলবে। কোনও গোলমাল করবার আগে দু'বার ভাবতে পারে। কমলাভাবি মুড়ির মধ্যে গরম আলুভাজা মেখে দিয়ে গেল। বড় করে এক মুঠো নিয়ে মুখে ফেললাম। তার পর নতুন করে দম নিয়ে ফের শুরু করলাম।

'তার পর ধর ইঁদুরের চেহারা। এতটুকু দেখে সকলের অবজ্ঞা হয়। কিন্তু এই ইঁদুরই জল না খাওয়ার প্রতিযোগিতা হলে উটের মতো বিশালদেহীকে হারিয়ে একেবারে ভূত বানিয়ে ছাড়বে। খুব তো সারাদিন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পড়ে থাক চাচা, তুমি কি জান ইঁদুর উটের থেকে অনেক বেশি দিন জল না খেয়ে থাকতে পারে? জান না তো? জানতাম। যাক, ইঁদুরের গুণপনার কথা তো এতক্ষণ শুনলে, এ বার বল তো, তা হলে তোমার দুঃখ কীসের? তোমাকে যারা শাস্তি দিয়েছে তারা খুব ঠকে গেছে। হা হা। নাও মুড়ি খাও।'

ডেভিডচাচা মুড়ি নিল না, কিন্তু হাসল। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি।

আজ বাসে সেই হাসি মনে পড়তেই বুঝতে পারলাম, হাসিটা ভাল ছিল না। গোলমালের ছিল। আমি চলে এসেছি। কমলাভাবি দরজা খুলল। হ্যাঁ, বড় রকমের গোলমাল হয়েছে। ভাবির মুখ ফুলে আছে। কান্নার ছাপ।

'চা খাবে সাগরভাইয়া?'

হাসিমুখের মানুষকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ। কিন্তু কান্নামুখের মানুষকে প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়।

চা খেতে খেতে ঘটনা শুনলাম।

কাল মাঝরাতে পুলিশ এসে ডেভিড়চাচাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ মারাত্মক। সে না কি সাদা ইঁদুরের খাঁচা খুলে দিয়ে এসেছে। খাঁচায় কোনও ইঁদুর নেই।

আমি খালি কাপ মেঝেতে নামিয়ে বললাম, 'ভাবি, এটাও তো চক্রান্ত হতে পারে। বাঘের খাঁচা নিয়ে যেমন হল।'

'না, সে রকম কিছু নয়।'

'তুমি বিশ্বাস করো চাচা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা করবে?'

'হ্যাঁ, করি।'

'সর্বনাশ, তুমিই যখন মনে করছ তখন ওরা তো করবেই। চাচা রাগের মাথায়

BanglaBook.org

খুব বড় ধরনের গোলমাল করে বসেছে। আজকাল কাগজে টাগজে পড়ি, বন্য প্রাণীদের জন্য আইন হেভি কড়া। তুমি কী করবে ভাবছ ভাবি?'

'দেশে চলে যাব।'

'সে কী! এই অবস্থায় চাচাকে ছেড়ে চলে যাবে? তার কথাটা এক বার ভাববে না?'

'কেন? সে কি আমার কথা ভেবেছে?'

'কী করবে? কয়েকটা বাজে লোকের সঙ্গে হাত মেলাবে? হাতি আর গণ্ডারের খাবার চুরি করে সেই টাকায় ফুর্তি করবে?'

'দরকার হলে তাই করবে। চুরি, ডাকাতি, খুন, যে করেই হোক সে আমার সঙ্গে থাকবে। সে কেন এভাবে চলে যাবে? তার যদি সাজা হয় সাগরভাইয়া? দু'মাস, তিন মাস, ছ'মাসের জেল হয়? আমি কী করে থাকব?' কমলাভাবি মুখে শাড়ি ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

আমি নিঃশব্দে উঠে এলাম।

কমলাভাবি কাঁদুক। পৃথিবীতে খুব অল্প কয়েক ধরনের কান্না আছে, যে কান্নার সামনে অন্যকে থাকতে নেই। এই কান্না সে রকমই একটা কান্না। এখানে আমার জায়গা নেই। কমলাভাবিকে একাই কাঁদতে হবে।

বেরিয়ে মনে হল, এক বার চিড়িয়াখানাটা ঘুরে যাই। অনেক দিন হরিণ নয়নের সঙ্গে দেখা হয়নি। মন কেমন করছে। তারপর ভাবলাম, থাক, এই সময় বড্ড ভিড়। যার জন্য মন কেমন করে তাকে সকলের সঙ্গে দেখতে যেতে নেই। একলা যেতে হয়।

BanglaBook.org

দুঁদে পুলিশ কর্তার বাড়ির সেন্ট্রি হাসছে— এ দৃশ্য একটা বিরল ঘটনা। পৃথিবীতে যে সামান্য কয়েকটা মানুষ এই দৃশ্যের সাক্ষী, আমি তাদের এক জন।

লোকটা আমাকে দেখে হাসল। দাঁতে পানের লাল লাল ছোপ। এই সেন্ট্রির ভাল নাম আমি জানি না। ডাক নাম জানি। ভোম্বল। ভোম্বল নাম শুনলেই চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে। দুপুর বেলার গ্রামের পথ। আকাশে হালকা মেঘ। সেই মেঘ কোথাও কালো, কোথাও সাদা। বর্ষাতেই একটা শরৎ ভাব। লুঙ্গি পরা এক মধ্যবয়স্ক হাতাওলা গেঞ্জি গায়ে চলেছে। গুন গুন করে সুর ভাঁজছে। হাতে ছাতা, কিন্তু ছাতা খুলতে পারছে না। কারণ তার কাঁধে রয়েছে ছিপ। এই সহজ সাদাসিধে গ্রাম্য মানুষটি দুপুরের খাওয়া সেরে হেলতে দুলতে বিলের জলে মাছ ধরতে চলেছে— ভোম্বল হবে এ রকম। পুলিশকর্তার বাড়ির বন্দুকধারী সেন্ট্রির নাম ভোম্বল হয় না। রেবাদের বাড়িতে অবশ্য তাই হয়েছে। ভোম্বল নামে ওকে ডাকতে আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয়। মনে হয়, হাতের বন্দুকটা অপমানিত হচ্ছে। আমার দিকে চোখ বড় করে তাকাচ্ছে। আজ ভোম্বলের ভাল নামটা জিগ্যেস করব।

যাতায়াতের ফলে ভোম্বল আমাকে চেনে। আমাকে দেখলে গল্প করতে চায়।

'যান স্যার, দিদিমণি আছেন। দোতলায় উঠে যাবেন।'

'কেমন আছ ভোম্বল?'

'ভাল না স্যার।'

'কেন?'

'মনটা খারাপ। রবিবার ছুটি পেলাম না। দেশে মাছ ধরার কম্পিটিশন ছিল, এ দিকে হুট করে ভি আই পি ডিউটি পড়ে গেল। যাওয়া হল না। ভাল লাগে স্যার? হপ্তায় এক বার পুকুরে ছিপ নিয়ে না বসলে মাথা ভার ভার লাগে, শরীর ঘিস্ ঘিস্ করে। কাজে মন বসে না।'

আমি চমকে উঠলাম! আমার কল্পনার ভোম্বলের সঙ্গে রেবাদের বাড়ির ভোম্বল তো মিলে যাচ্ছে দেখছি! হেসে বললাম, 'বাঃ, ভোম্বল, তুমি মাছও ধর?' ভোম্বল মুখে কিছু বলল না। লজ্জা লজ্জা মুখ করে মাথা নাড়ল। আমি খুশি হলাম। একটা মানুষ তার অতি তুচ্ছ নামের মর্যাদা ধরে রেখেছে, এটা খুশি হওয়ার মতোই ঘটনা। বড় মানুষেরা অনেক সময় এটা পারে না। ছোট মানুষদের এই একটা সুবিধা তারা সহজে অনেক কিছু পেরে যায়।

ভোম্বল মাথা থেকে পুলিশের খাকি টুপি নামিয়ে বলল, 'আমার ছেলেবেলার শখ স্যার। ছেলেবেলা ডেড কিন্তু শখটা স্যার এখনও লিভিং।

BanglaBook.org

আমি শব্দ করে হাসলাম। বললাম, 'ভোম্বল, ছিপ কাঁধে তোমার কোনও ছবি আছে?'

ভোম্বল অবাক হয়ে গেল, 'কেন স্যার?'

'থাকলে একটা দিও তো। কাঁধে ছিপ নিয়ে তুমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছ। এই রকম একটা ছবি।'

আমি ঠিক করেছিলাম, লোকটার ভাল নাম জিগ্যেস করব, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এর ভাল নাম আমার জানার আর কোনও দরকার নেই।

রেবা সে দিন মোবাইল ফোনে আমাকে বলে দিয়েছে, তার সঙ্গে জরুরি কথা বলার আগে বাড়ির অন্য কারও সঙ্গে কথা বলা চলবে না। আমি যে ভোম্বলের সঙ্গে কথা বলে ফেললাম? তবে পাহারাদার কি কখনও বাড়ির লোক হয়? সে তো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে দিক থেকে বিচার করলে তারা হল, বাড়ির বাইরের লোক।

আচ্ছা, রেবা এত লুকোছাপা করছে কেন? ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, একই সঙ্গে জরুরি আর গোপন কিছু সে বলতে চাইছে। চাক। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সুন্দরী কোনও তরুণী 'জরুরি গোপন কথা' বলতে চাইলে চট করে শুনে ফেলা হবে সব থেকে বড় বোকামি। 'কথাটা' শুনব শুনব ভাবতে যতটা রোমাঞ্চকর, শুনে ফেললে তার অর্ধেকটাই নষ্ট। একটা মেয়ের কাছ থেকে 'জরুরি কথা' শুনতে পাব এই আশায় একটা ছেলে ইচ্ছে করলে গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। আমার বিশ্বাস অনেকে এ কাজ করেছেও।

আমিও সে রকম ভেবেছিলাম। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সারা জীবন না হোক অন্তত আগামী কয়েকটা মাস রেবার ধারেকাছে ঘেঁষছি না। হয়তো এতে রেবা মনে করত যে, আমি তার 'জরুরি কথা'র মূল্য দিতে চাইছি না। ভুল মনে করত। আমি আসলে তার কথার অনেক বেশি মূল্য দিতে চাইছি, আর সেই কারণেই সেই কথা শুনে ফুরিয়ে ফেলতে চাইছি না।

আমাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে। এখন আর উপায় নেই। আমাকে এখনই রেবার জরুরি কথা শুনতে হবে। কারণ আমার তার পুলিশ বাবাকে খুব প্রয়োজন। টেলিফোনে বা তার অফিসে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। কিন্তু শর্ত অনুযায়ী রেবার 'জরুরি কথা' না শুনে আমি তার বাবার সঙ্গেও কথা বলতে পারব না।

তাই এই সন্ধেবেলাই চলে এসেছি। রেবার কথা শোনার পর আমি এখানেই অপেক্ষা করব। তার বাবা অফিস থেকে ফিরলে কথা বলব। সে যত রাতই হোক।

বাংলো বাড়ির চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভেঙে আমি দোতলায় উঠে এলাম।

BanglaBook.org

দু'-একজন বাবুর্চি, কাজের লোকের সঙ্গে দেখা হল মাঝপথে। কেউ হাসল, কেউ হাত তুলে কপালে ঠেকাল। দিদিমণির বিশেষ গেস্টের বিশেষ খাতির তো হবেই। দোতলায় দীর্ঘ বারান্দার পর রেবার ঘর। ঘরের সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। দরজায় পর্দা। ভেতরে রেবা হারমোনিয়াম ছাড়াই গান গাইছে—আরও একটু বসো তুমি, আরও একটু বলো।/পথিক, কেন অধীর হেন— নয়ন ছলছল।/আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আভাস পেলে—/নীরব কথা বুকে আমার করে টলমল।

আমি বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালাম। একটু পরেই অন্ধকার নামবে। আলো আঁধারের এই সময়টা হল দিনের শ্রেষ্ঠ সময়। রহস্যময় আলো এই সময় পৃথিবীর সবাইকে একই ভাষা দেয়। সেই ভাষায় মানুষ আকাশ, পাখি, গাছের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কে কেমন আছে জানতে পারে। দুঃখী মানুষকে হয়তো আকাশ এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আপনার জন্য আমার চিন্তা হয়। আপনার জন্য কিছুই করতে পারি না।' দুঃখী মানুষ মলিন হেসে বলে, 'কে বলল পারেন না? আজ সকালেই আপনি এমন খানিকটা নীল রঙ দিয়েছেন যে, আমি আমার সব কষ্ট ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে গিয়েছিলাম।' সারাদিন চুপ করে থাকা বৃদ্ধ ঝাঁকড়া বটগাছ পাখির ছানাদের ধমক দেয়, 'শোন বাছারা, সারাদিন অনেক হট্টগোল হয়েছে। আর যদি টুঁ শব্দটি শুনি ঘাড় ধরে ডাল থেকে নামিয়ে দেব।' ঘাস হাওয়াকে চুপি চুপি বলে, 'কাল কিন্তু দেরি কোরো না।' সাদা বক তার সাদা পাখা নিয়ে নেমে আসে নদীর কাছে। দিনের শেষ চুম্বন দেওয়ার সময় নদী তাকে বলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।' এই সময় সবাই সবার কথা শুনতে পায়, বুঝতে পারে। আমার হাতে যদি কোনও দিন পৃথিবী শাসনের ভার দেওয়া হয়, তা হলে এই রহস্যময় সময়টুকুর জন্য আমি ছুটি ঘোষণা করব। এই সময় কেউ কোনও কাজ করতে পারবে না।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। পর্দার ও পাশে অন্ধকার ঘরে রেবা খোলা গলায় গেয়ে চলেছে— যখন থাক দূরে/আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।/কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি— সে যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলজ্বল...।

রেবার জরুরি কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। আমি নিঃশব্দে নেমে এলাম। রেবা আমার আসা যাওয়া টেরও পেল না।

একতলার বসার ঘরে পৌঁছতেই শব্দ পেলাম। লাল আলো জ্বেলে রেবার বাবার গাড়ি এসে দাঁড়াল পোর্টিকোতে।

ভরসন্ধেতে কোনও অবিবাহিত সুন্দরীর বাবা যদি দেখে অনাত্মীয় কোনও যুবক বাড়িতে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তা হলে তার মনের কী অবস্থা

BanglaBook.org

হতে পারে? অনুমান করা শক্ত। কিন্তু শরীরের অবস্থা অনুমান করা শক্ত নয়। প্রেসার বেড়ে যাবে। পায়ের রক্ত চোখে উঠবে। রক্তচক্ষু নিয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে কন্যার পিতা কড়া গলায় বলবে, 'কী চাই?' সেই বাবা যদি পুলিশ হয়, তা হলে তো কথাই নেই। বন্দুক বের করে ঠাণ্ডা গলায় বলবে, 'ছোকরা, আমার বাড়ির পেছনে একটা ছোট পাঁচিল আছে। ওটা আমার মেক্‌শিফট ফায়ারিং স্কোয়াড। তুমি শান্ত ভাবে সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করো। আমি এক কাপ চা খেয়ে আসছি। এসে তোমায় গুলি করব।'

যদিও রেবার বাবা আমাকে দেখে হইহই করে এগিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে সাগর না? এসো এসো। তোমাকে অন্ধকারে ঠিক ভূতের মতো লাগছে। বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, ভয় করবে। পুলিশদের ভূত আর ভগবানে ভীষণ ভয়। হা হা।'

রেবার বাবা একজন উৎকৃষ্ট মানুষ এবং খুব স্বাভাবিক কারণেই একজন নিকৃষ্ট পুলিশ অফিসার। উৎকৃষ্ট মানুষ হিসেবে এই লোকটাকে আমি যত না পছন্দ করি, তার থেকে অনেক বেশি পছন্দ করি নিকৃষ্ট পুলিশ অফিসার হিসেবে। খবর পেয়েছি, চোর, পকেটমার জাতীয় ছোটখাটো অপরাধীকে ইনি হাজতে ভরেন না। কানটান মুলে থানা থেকেই ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

ভদ্রলোককে নিয়ে বিপদ একটাই। আমার সঙ্গে দেখা হলে চট করে ছাড়তে চান না। আমার মতো একটা ফ্যা ফ্যা গঙ্গারাম মূর্খকে কেন যে উনি এত পছন্দ করেন কে জানে? এ ধরনের মানুষের সামনে বসে থাকার জন্য ন্যূনতম একটা যোগ্যতা লাগে। মেয়ের পুরুষ বন্ধু হওয়াটা কোনও যোগ্যতা নয়।

আমি হেসে বললাম, 'মেসোমশাই, কেমন আছেন?'

'এতক্ষণ খুবই ভাল ছিলাম। এখন তোমাকে দেখে খারাপ লাগছে। বহু দিন পরে এলে ইয়ংম্যান। এত দিন কোথায় ছিলে?'

'এই কাছাকাছি ছিলাম।'

'তোমার সেই বিশ্ববিখ্যাত ঘাবড়ানোর ব্যবসা কেমন চলছে?'

'খুব ভাল মেসোমশাই। মনে হচ্ছে আরও ডেভেলপ করেছি। যাকে তাকে আজকাল ঘাবড়ে দিচ্ছি।'

'আই ডোন্ট বিলিভ। আমাকে তো এক বারও ঘাবড়াতে পারলে না। তা হলে আর কী ওস্তাদ হলে?'

'চেষ্টা করব মেসোমশাই? আপনি পারমিশন দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'লাভ হবে না। আমার মেয়েটা মাঝে মাঝে চিন্তায় ফেলে ঠিকই, কিন্তু কখনই ঘাবড়াই না।'

কথাটা বলে ভদ্রলোক হো হো করে খুব এক চোট হাসলেন।

BanglaBook.org

'কাজকম্ম কিছু জুটেছে ইয়ংম্যান? না কি এখনও জবলেস?'

'এখনও কিছু জোটেনি। তবে খুব চেষ্টায় আছি, হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

'ভেরি গুড। হয়ে গেলে আর এ বাড়িতে পা দেবে না। ভাবছি দ্রুত ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নেব। আফটার দ্যাট কোনও ক্রীতদাসকে আমি আর বাড়িতে ঢুকতে দেব না।'

'সে কী! চাকরি ছেড়ে দেবেন?'

'তোমার কোনও আপত্তি আছে? তুমি কি মনে করো পৃথিবীতে তুমিই শুধু মুক্ত মানুষ হিসেবে উড়ে বেড়াবে? কেন ইয়ংম্যান, উড়ে বেড়ানোর ডানা কি কম পড়িয়াছে?'

'তা নয়, তবে হঠাৎ অবসর গ্রহণের কারণটা কি জানতে পারি?'

'হ্যাঁ, পার। কারণ, কারণটা প্রাইভেট নয়। এক জন মহামান্য পাবলিক ম্যান এর সঙ্গে জড়িত। তিনি এক জন মন্ত্রী। তুমি বোসো ইয়ংম্যান। আমি চেঞ্জ করে আসি। কথা আছে। তুমি কি চা খেয়েছ? খেলেও কোনও ক্ষতি নেই, আবার খাবে। চা খেতে খেতে তোমাকে গল্পটা বলি। আমার মুক্তির গল্প।'

এই কারণেই মানুষটা আনন্দের। ওর মুক্তির গল্প শোনার জন্য আমি এখানে সারারাত অপেক্ষা করতে রাজি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রেবার বাবা যে ঘটনা বললেন, তা এ রকম—

আজ দুপুরে ভদ্রলোকের সুন্দরবনে বদলি হয়েছে। পুলিশের চাকরিতে বদলি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এ বদলি সাধারণ বদলি নয়, শাস্তিমূলক বদলি। আজ সকালে রাজ্যের মাননীয় পরীক্ষা এবং ফলাফল দপ্তরের উপমন্ত্রী হরিপদ সামন্ত তাঁর অফিসে জরুরি বৈঠক ডাকেন। বৈঠকের বিষয় ছিল, পরীক্ষাকেন্দ্রে আইনশৃঙ্খলা এবং পুলিশের ভূমিকা। সেখানে মন্ত্রীমশাই পুলিশ কর্তাদের প্রচণ্ড বকাঝকা শুরু করেন। অপমানের পর অপমান। অপমানের ব্যাপারে পুলিশদের সহ্যশক্তি না কি দারুণ। সেই সীমাও না কি এক সময়ে অতিক্রম করল। একটা সময় রেবার বাবা বললেন, 'স্যার, আপনি পরীক্ষা হলের লে অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে এত কথা বলছেন ঠিকই কিন্তু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্সে আপনি হায়ার সেকেন্ডারি পুরোটাই কপি করে দেন। আপনাদের সেন্টারে একটা গোলমাল হয়। পুলিশ যায়। ইনভিজিলেটর পুলিশকে কিছু খাতা এবং চিটিং পেপার জমা দেয়। তার মধ্যে একটা খাতা স্যার আপনার ছিল। রেকর্ড আছে। চাইলে দেখাতে পারি। তা ছাড়া আপনি আজ যে মিটিং ডেকেছেন তার কারণটাও আমাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার। তারও ফাইল আমি এনেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন সেই ফাইলের কিছুটা পড়তে পারি। পড়ব? আপনার দূর সম্পর্কের এক ভাইপো গত সপ্তাহে মালদার একটি কলেজে পরীক্ষার সময় টোকাটুকিতে ব্যস্ত ছিল। গার্ড

BanglaBook.org

আপত্তি করে। পরীক্ষার শেষে সেই শিক্ষককে প্রচণ্ড মারধোর করে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ আপনার ভাইপোকে অ্যারেস্ট করে। না জেনেই করে। মন্ত্রীর ভাইপোদের জন্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে অনেক ছাড় আছে। ফাইলটা কি স্যার আপনি একবার দেখবেন?'

বিকেলের মধ্যে বদলির অর্ডার তৈরি হয়ে গেল। এই মুহূর্তে রেবার বাবার নতুন পদ ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, জলদস্যু। আই.জি (পাইরেটস্)।

'অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল ইয়ংম্যান। তুমি যা অনেক আগেই পেরেছ, আমার পারতে সময় লেগে গেল।'

এত অবধি বলে রেবার বাবা আবার গলা ফাটিয়ে হাসলেন। এই হাসি আমার কাছে আকাশে উড়ে যাওয়া পাখির ডাকের মতোই লাগছে। আমি বললাম, 'মেসোমশাই, আপনার এই বয়েসে পারাটা কিন্তু অনেক শক্ত।'

'মন্ত্রী ব্যাটার মুখের অবস্থা যদি তখন দেখতে ইয়ংম্যান? হা, হা পরীক্ষায় টুকে পরীক্ষামন্ত্রী। হা হা। যাক, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এই ফাইলটা নাও। এর মধ্যে পরীক্ষার সব খাতাফাতা আছে। নকল করার জন্য বইয়ের ছেঁড়া পাতা এভরিথিং। সব একেবারে সে দিনের ডিউটিতে থাকা পুলিশ অফিসারের সই করে স্লিপ মারা। তুমি ফাইল নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে আসবে। নইলে ভাববে, আমি বোধহয় ব্ল্যাকমেল করব। আমি যে ওঁর মতো নিম্নমানের নই, ওঁর জানা উচিত। অন্য কাউকে দিয়ে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে হয়, জিনিসটা অফিসিয়াল না হওয়াই ওঁর পক্ষে ভাল। অফিসে নয়, ইউ শুড গো টু হিজ রেসিডেন্স। ইউ আর দ্য ফিটেস্ট পার্সন টু ডু দ্য জব। নাও ফাইলটা সাবধানে রাখো। এ ধরনের এক একটা জিনিস সরকারকে ট্রাবলে ফেলে দিতে পারে। লোকটা কত বড় ইডিয়ট ভাব।'

আমি কী করব? আমি কি মানুষটাকে এক বার ছুঁয়ে দেখব? না, থাক। আকাশের পাখিকে ছোঁয়া যায় না। তাকে দূর থেকেই দেখতে হয়।

ভদ্রলোক আর্দালিকে চোখের ইশারায় আবার চা আনতে বললেন। তার পর বললেন, 'যাক অনেক ক্ষণ নিজের কথা বললাম। লেটস্ কাম টু আ মোর ইমপর্টেন্ট ম্যাটার। আমার পানিশমেন্ট, মন্ত্রীর পরীক্ষায় নকলের থেকে সেটা অনেক ইমপর্টেন্ট। সাগর, কিছু দিন ধরে ভাবছি, তোমার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তোমাকে পাচ্ছি না।'

'এখন করবেন মেসোমসাই? করুন না।'

'তোমার কি মনে হয় সামথিং ইজ রং উইথ রেবা? রেবার কোনও গোলমাল হয়েছে? আজকাল দেখছি কেমন যেন অন্যমনস্ক। কথা টথা কমে গেছে। ঘর থেকেও বিশেষ বেরয় না। বন্ধুবান্ধবদের খুব একটা এনটারটেন করছে না।'

BanglaBook.org

আমি রেবার এ সব কিছুই জানি না। অবাক হয়ে বললাম— 'সে রকম কিছু না। তবে গানের ব্যাপারটায় একটু আপসেট। ভর্তি হতে না পেরে মনটা খারাপ। ছোটবেলার স্বপ্ন।'

'স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক। তবে সব স্বপ্ন সত্যি না হওয়াই ভাল। ম্যান ক্যান লিভ উইথ ড্রিম ওনলি। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেলে বাঁচা নিরর্থক।'

'কথাটা মেসোমশাই আপনি রেবাকে বুঝিয়ে বলুন।'

'আমার মনে হয় সমস্যা অন্য কোথাও। এ রকম ছোট বিষয় নিয়ে এত দিন ভেঙে থাকার মেয়ে ও নয়। সমস্যা আরও বড় ধরনের কিছু। মা-মরা মেয়ে তো, ভয় করে।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। গভীরভাবে তাকালেন। বললেন, 'রেবা কিছু বলতে চায়। সি ওয়ান্টস্ টু টেল সামথিং।'

'মেসোমশাই, আপনি ওকে জিগ্যেস করছেন না কেন?'

'আমি চাই তুমি এই কাজটা করো। সাম হাউ আমার মনে হয়, আমার মুডি ধরনের ইডিয়ট মেয়েটা পৃথিবীর যে সামান্য কয়েকটা মানুষকে খুব অপছন্দ করে, তুমি তার মধ্যে এক জন। ইউ আর ওয়ান অব দেম। অপছন্দের লোককে মনের কথা যত সহজে বলা যায়, পছন্দের লোককে বলা যায় না। প্লিজ ইউ ডু ইট। তুমি ওপরে যাও, সরাসরি জানতে চাও।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। তার পর বললাম, 'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে।'

'ইন এক্সচেঞ্জ? তুমি আমার কাজ করবে তার বদলে?'

'না, ইন এক্সচেঞ্জ নয়। কারণ, রেবা কী বলতে চায় আমি শুনে নিয়েছি। আপনি আমার কাজ করলেও শুনেছি, না করলেও শুনেছি। একটু আগেই আমি ওপরে গিয়েছিলাম। আপনি আসার ঠিক আগেই।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম। বললাম, 'দেখলেন তো আপনাকেও কেমন ঘাবড়ে দিতে পারি? রেবা কী বলেছে আপনি কি তা শুনবেন?'

নরম গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'না, শুনতে চাই না। আমি শুধু বাবা হিসেবে চেয়েছিলাম মেয়েটা কথাটা বলুক।'

'তবু শুনুন। মেসোমশাই, পৃথিবীতে খুব সামান্য সংখ্যক বাবাই আছে যারা তাদের মেয়ের গোপন কথা শোনার অধিকার লাভ করে। আপনি সেই সামান্য বাবাদের একজন। রেবা বলেছে, যখন থাক দূরে/আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।/কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি।'

BanglaBook.org

পুলিশকর্তা মাথা নামিয়ে বসে রইলেন। পরিস্থিতি ভারী হয়ে গেছে। হাসিখুশি মানুষ গম্ভীর হলে বাতাসে একটা শূন্যতা তৈরি হয়। সেই শূন্যতা ভাল লাগে না। আমি হালকা হেসে বললাম, 'কী, এ বারও ঘাবড়ে গেলেন তো?'

'না। আমি জানতাম। সে এ রকম কিছুই তোমায় বলতে পারে। সাগর একটা কথা বলব?'

'বলুন।' মনে হয় আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন রেবা আমাকে তার সঙ্গে আগে কথা বলতে বলেছিল।

'তুমি কি রেবাকে বিয়ে করবে? আমি চাই, তুমি ওকে বিয়ে কর। পাত্র হিসেবে তুমি খারাপ। খুবই খারাপ। কাজকম্ম যে শুধু কর না তা নয়, করার কোনও ইচ্ছেও তোমার নেই। স্ত্রীকে বাজে ধরনের খাওয়ানোর মতো একটা কাজ আমি যে কোনও সময়েই তোমাকে জোগাড় করে দিতে পারি। তাতে কোনও লাভ নেই। কারণ, কিছু দিনের মধ্যেই তুমি সে কাজ ছেড়ে দেবে। নাও সাগর, আর এক কাপ চা খাও।'

আমি কাঁচের পটের ওপর থেকে টি-কোজি সরিয়ে কাপে চা ঢাললাম। টি-কোজিটা ভারী মজার। একটা খরগোসের হাসিহাসি মুখ, লম্বা লম্বা কান। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি টেবিল থেকে লাফ মারবে। মেরে এমন জায়গায় লুকোবে যে, কিছুতেই আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইস্ সত্যি যদি এমন হত।

রেবার বাবা বলে চলেছেন, 'আমার মেয়ে তোমার থেকে শতগুণে ভাল বর পাবে। হান্ড্রেড টাইমস। তোমাকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে খুবই লজ্জার ঘটনা। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবকে বলব, আমার বোকা মেয়েটা খুব বড় ধরনের একটা মিসটেক করে বসল। তাও আমি চাই তুমি ওকে বিয়ে করো। এক একটা মানুষ আছে, যারা বড় ধরনের মিসটেক নিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার মধ্যে ছোটখাটো আনন্দ পেয়ে যায়। রেবা সেই ধরনের একটা বোকা মেয়ে। তুমি আমার মেয়েটাকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরো না। তুমি কি রাজি হবে?'

'না।'

ভদ্রলোক মাথা নামালেন। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে বললেন, 'ঠিক আছে বল ইয়ংম্যান তোমার জন্য কী করতে পারি?'

আমি হাসলাম। এই জন্যই মানুষটা এত চমৎকার।

'নিন এ বার ফোনটা তুলুন। আলিপুর নর্থ থানায় একটা ফোন করুন দেখি। আমার খুব পছন্দের একজন মানুষকে পুলিশ কাল রাতে অ্যারেস্ট করেছে। অপরাধটা একটু বদখত ধরনের। চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে কয়েকশো ইঁদুর ছেড়ে দেওয়ার অপরাধ।'

BanglaBook.org

রেবার বাবা সোজা হয়ে বসলেন, 'বল কী? ভেরি ইন্টারেস্টিং। হ্যামলিনের বাঁশিওলা না কি?'

আমি হাসলাম। বললাম, 'এখনও হয়নি। তবে এখনই লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া না হলে তাই হবে। চিড়িয়াখানার সব পশুকে সে ছেড়ে দেবে। তার পর বাঁশি বাজিয়ে আমাদের ঢুকিয়ে দেবে খাঁচায়। তখন একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। অনেক ইমপর্টেন্ট লোক কিন্তু বাঁদরের খাঁচায় জায়গা পাবে। সুতরাং এখনই ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

রেবার বাবা ফোন তুলে ব্যবস্থা করতে বসলেন। আমি ফাইলটা বগলে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। আর আমার এখানে থাকার দরকার নেই। গেটের কাছে এসে দেখি, রেবা দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে সুন্দরী কোনও মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চার পাশের অন্ধকার একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য পায়। অন্ধকার সুন্দর হয়ে যায়।

আমি এগিয়ে গেলাম। নিচু গলায় বললাম, 'ভাল আছ রেবা?'

রেবা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সে চড়া ধরনের প্রসাধন করেছে। রঙটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এই অন্ধকারেও বুঝতে পারছি, সে একটা বড় টিপ পরেছে। কী রঙের টিপ?

আমি আবার বললাম, 'ভাল আছ রেবা?'

'আমি সব সময়ই ভাল থাকি। এ রকম প্রশ্ন তোমায় করতে বারণ করেছি না?'

'সরি। খারাপ আছ রেবা?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল, মাঝে মধ্যে খারাপ থাকাটা ভাল। ছেলেবেলায় মা দিদিমারা বলতেন, মাঝে সাঝে জ্বরজারি না হলে শরীরের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। মনও সে রকম। মাঝে মধ্যে খারাপ না হলে মন তোমার বাড়বে না। যাদের মন সব সময় ভাল তারা বুঝবে লিলিপুট মনের অধিকারী।'

'তুমি কি তোমার লেকচার বন্ধ করবে? তুমি দিন দিন আরও অসহ্য হয়ে যাচ্ছ সাগর।'

'আচ্ছা, লেকচার বন্ধ করলাম। রেবা, আমি অনেকক্ষণ এসেছি।'

'জানি।'

'মনে হচ্ছে হেভি রেগে আছ?'

'তোমার ওপর রাগ করা আর এক লক্ষ টাকা জলে ফেলে দেওয়া একই ব্যাপার।'

'না, একই ব্যাপার না। ডলারের দাম পড়ে যাবার পর থেকে রাগের দাম কিছুটা বেড়ে গেছে। ওটা এখন এক লক্ষ বিশ তিরিশের মতো হবে।'

BanglaBook.org

'তুমি কি এখন যাবে? না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকা বোকা রসিকতা করবে?'

'না চলে যাব। একটা প্রশ্ন করে চলে যাব। তোমার টিপের রঙটা খয়েরি না লাল? অন্ধকারে রঙেরা একটা বিভ্রান্তি তৈরি করে। বিভ্রান্তিটা না কাটা পর্যন্ত অস্বস্তি থেকে যায়। তুমি কি টিপের রঙটা বলবে?'

'সবুজ।'

'সবুজ! দেখেছ কি ঠকানটাই না ঠকে যাচ্ছিলাম? আচ্ছা, আমি এ বার চলি।'

'দাঁড়াও। একটা কথা ছিল।'

আমি দাঁড়ালাম। এই বাড়ি থেকে খুব তাড়াতাড়ি আমায় সরে পড়তে হবে। আজ এই বাড়ির একটা ভাল দিন। এই বাড়ির প্রধান মানুষটি একটা অসামান্য সাহসের কাজ করেছে। পকেটে সার্ভিস রিভলভার নিয়ে মিথ্যে সাহস দেখানো নয়। সত্যিকারের সাহস। আমি এদের মনে অনেকটা দুঃখ দিয়ে ফেলেছি। আমি পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাকে অনেকটা ঝুঁকি নিতে হবে। সেই ঝুঁকির জন্য আমি মনে মনে তৈরি হচ্ছি।

'রেবা, আমি তোমার জরুরি কথা শুনে নিয়েছি। চুক্তি মতো তারপর আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলি। আমি তো কোনও অন্যায় কাজ করিনি।'

'আমি জানি বাবার সঙ্গে বসার আগে তুমি আমার জরুরি কথা শুনে নিয়েছ। কিন্তু কাজটা তুমি অন্যায় ভাবেই করেছ। লুকিয়ে কিছু শোনাটা অন্যায়। তোমার উচিত ছিল আমাকে ডাকা। কাপুরুষের মতো লুকিয়ে শোনা নয়। আমাকে ডাকলে কী ক্ষতি হত? তুমি নিজেকে কী মনে করো? ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াও আর চালিয়াত মার্কা কথা বল। দু'টো পাখি আর ফুলের গল্প শুনে মেয়েরা সব তোমার প্রেমে পড়ে গেছে? যদি সে রকম কিছু ভেবে থাক, তা হলে তুমি হলে মূর্খ। তুমি কি ভেবেছিলে তোমাকে আমি আগে থেকে শিখিয়ে দিতাম যে বাবা যদি বিয়ের প্রস্তাব দেন তুমি মেনে নিও? প্লিজ তুমি না বোলো না। বয়ে গেছে তোমাকে আমার বিয়ে করতে। শুধু বয়ে গেছে না, জাস্ট আই কান্ট ইমাজিন। বাবা কী করে যে এ রকম একটা আইডিয়া করল, ছিঃ। আমার ভাবতেও খারাপ লাগছে। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। এই কথাটা বলার জন্যই এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। নাউ ইউ গেট লস্ট। তুমি এখন যেতে পার সাগর, আমি বেরব।'

অনেকে বলে সুন্দরীরা রেগে গেলে না কি তাদের আরও সুন্দর লাগে। কথাটা ডাহা ন্যাকামির কথা। সুন্দরীরা রেগে গেলে খুব খারাপ লাগে। তাদের ওপরের ঠোঁট বিচ্ছিরিভাবে ফুলে যায়। চোখের নরম কালো ভাবটা নষ্ট হয়ে ঘোলাটে লাল ব্যাপার আসে। ভুরু কোঁচকানোর ফলে কপালে বলিরেখা ফুটে যাচ্ছেতাই একটা অবস্থা হয়। অনেক সময় রাগ হলে ঘাম হয়, তখন গালের মেকআপ গলে পড়ে। এই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী রেবাকে এখন ভয়ঙ্কর খারাপ দেখানোর

BanglaBook.org

কথা। অন্ধকারের ফলে সেই খারাপ হবে পেত্নির মতো খারাপ। কিন্তু তা লাগছে না। রেবাকে লাগছে পরির মতো সুন্দর।

কারণ আমি জানি যে, রেবা রেগে যায়নি। আমিই একমাত্র জানি, আজ সে আমাকে আরও ভালবেসেছে।

বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হল। সে হেসে বলল, 'স্যার, আপনি আবার কবে আসবেন?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ঠিক বলতে পারছি না ভোম্বল। কেন?'

'বাঃ ছবিটা দেখবেন না?'

'ও হো তোমার সেই মাছ ধরার ছবি তো? নিশ্চয় দেখব। খুব তাড়াতাড়ি আসতে হবে তা হলে।'

রাস্তায় পা দিয়েই মনে হল, খুব তাড়াতাড়ি নয়, এখনই ফিরে যাই। ফিরে গিয়ে রেবার কাছে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকি। কেন আমার এমন মনে হচ্ছে? না, আমাকে কলকাতা ছেড়ে কয়েক দিনের জন্য কোথাও পালাতে হবে। দ্রুত পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় যাব? কীভাবে যাব? পকেট হাতড়ে দেখলাম, সব মিলিয়ে এগারো টাকা চল্লিশ পয়সা। এই বয়সে এগারো টাকা চল্লিশ পয়সা নিয়ে কোথাও পালানো যায় না।

BanglaBook.org

তমাল বলেছিল, কুয়োর জলে স্নান করবার একটা মজা আছে। শরীরের ভেতর যে শহর শহর ভাবটা আছে, সেটা একদম ধুয়ে যায়। স্নানের সময় ভাল করে গা, হাত, পা ডলতে হবে। তারপর জল ঢাললেই ম্যাজিকের মতো রেজাল্ট।

আমি বললাম, 'কেন? গা, হাত, পা ডলতে হবে কেন?'

তমাল গম্ভীর ভাবে বলল, 'শহুরে ভাবটা হল গিয়ে তোর অনেকটা কাদার মতো। গায়ে লেপটে থাকে। চট করে উঠতে চায় না। তাই ঘষে তুলতে হয়।'

'সাবান মাখতে হবে কি?'

'মাখতেও পারিস। সে ক্ষেত্রে দামি, বিদেশি জিনিস চলবে না। সব থেকে ভাল হয় যদি লোকাল মার্কেট থেকে হোমমেড কিছু পাস। আমার অবশ্য সে সব কিছু লাগেনি, শুধু জলেই হয়েছে।'

আমার কিন্তু হল না। জল ঢাললাম। গা, হাত-পাও রগড়ালাম। হাতে হল না দেখে গামছা দিয়ে ভাল করে ঘষলাম। কুয়োর জল কোনও কাজই করল না। অথচ তমালের বেলায় কত সহজেই করেছে! দু'বালতি ঢালার পর ওর কাছে না কি মেট্রোরেল, কলেজ স্ট্রিট আবছা হয়ে এল! পাঁচ বালতির পর থেকে ও আর শহিদ মিনার, হাওড়া ব্রিজ মনে করতে পারছে না। এর পরেও আরও কিছুক্ষণ স্নান করেছে। ওর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে কলকাতায় ফিরে তমাল বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়বে। নিজের বাড়ি ঠিকমতো চিনতে পারলে হয়।

আমি অবশ্য এতটা চাইনি, কিন্তু কিছুটা তো চেয়েছি। কলকাতার বাইরে এলে কলকাতার কিছুটা ভুলে যেতে হয়। দূর, সেটাও হল না। দেখি পরে আবার চেষ্টা করতে হবে।

আজ খুব ভোরে আমরা শিমুলতলায় এসে পৌঁছেছি। তখনও আবছা অন্ধকার। ভাল করে সব কিছু দেখা যাচ্ছে না। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম অনেক নিচুতে। ট্রেন থেকে সাবধানে নামতে হয়। নইলে পড়ে যাওয়ার ভয়। তমাল সাবধানে নামল এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'ইস্। শুরুতেই হোঁচট খেলাম। শিমুলতলার ভগবান বোধহয় আমার দিকে মুখ তুলে তাকাবেন না। কাজটা হবে না মনে হচ্ছে সাগর।'

'এটা শুরু বলছিস কেন?'

'কেন বলব না?'

'আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে সেই হাওড়া স্টেশন থেকে। তুই যদি হাওড়া স্টেশনে হোঁচট খেতিস, তা হলে একটা কথা ছিল। সেখানে তো আর হোঁচট খাসনি।'

'তা কেন? সব জায়গার একটা শুরু আছে। আর সেই শুরুটা সেখানকার

BanglaBook.org

রেল স্টেশনেই হয়। এখানেও তাই।'

তমালের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। ওর মধ্যে একটা গোঁয়ার গোঁয়ার ব্যাপার আছে। তর্ক করলে সেটা বাড়ে। তা ছাড়া ও এখন নার্ভাস। নার্ভাস লোকদের ঘাঁটাতে নেই।

কলকাতা বেশ গরম হলেও এখানে বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ট্রেনেই মালুম পাচ্ছিলাম। গায়ের চাদরটা তাই খুলিনি, জড়ানোই আছে। যদিও এটা গায়ের চাদর নয়, বিছানায় পাতার চাদর। গায়ের চাদর আনা হয়নি। তাড়াহুড়োয় বেরবার সময় হাতের কাছে যা ছিল তাই ব্যাগে পুরেছি। এখন বুঝতে পারছি কাজটা ঠিক হয়নি। একটু সময় নিয়ে গরম কাপড়চোপড় কিছু আনলে ভাল হত।

হালকা কুয়াশা মাখা ওভারব্রিজ টপকে স্টেশনের বাইরে এলাম। আলো ফুটছে কিন্তু শহরের ঘুম ভাঙেনি। স্টেশন গেটের মুখেই একটা টাঙা। ঘোড়া এবং সহিস দু'জনেই ঘুমোচ্ছে। এক কাপ চা খেলে হত। কিন্তু খাব কোথায়? সব দোকানেরই ঝাঁপ ফেলা। সাইনবোর্ডের তেমন বালাই না থাকায় কোনটা সেলুন, কোনটা চায়ের দোকান বোঝার উপায় নেই। আমি আর তমাল টাঙার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বুড়ো ঘোড়া ঘুমের মধ্যে লেজ নাড়াচ্ছে। পশুদের এই একটা সুবিধে। ঘুমের মধ্যে তাদের মশা টশা কামড়াতে পারে না। তারা লেজ নাড়িয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমরা এমন পারি না।

শিমুলতলায় আমরা থাকবার কোনও জায়গা ঠিক করে আসিনি। আসার কথাও নয়। যারা এখানে বেড়াতে আসে, তারা জায়গা ঠিক করে আসে। আমি আর তমাল বেড়াতে আসিনি, ফলে সে প্রশ্ন ওঠে না। হোটেল ঠিক করে আসার প্রশ্ন ওঠে না। কোথায় থাকব তো দূরের কথা, কত দিন থাকব তাও জানি না। আমার জানবার কোনও আগ্রহও নেই। তমাল আমাকে নিয়ে এসেছে। ট্রেনের টিকিট থেকে শুরু করে আমার থাকা খাওয়ার সব খরচই ওর। শর্ত একটাই— আমাকে ওর পাশে থাকতে হবে। শর্ত হিসেবে এটা কিছুই কঠিন নয় যে, আমি পকেটে এগারো টাকা চল্লিশ পয়সা নিয়ে শিমুলতলা ভ্রমণের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারি। কলকাতা থেকে পালানোর দরকার ছিল, আমি পালিয়ে এসেছি। ব্যস্, এইটুকুই যথেষ্ট।

আসলে তমাল এখানে এসেছে একটা অদ্ভুত কাজ নিয়ে। কাজটা যেমন অদ্ভুত তেমনি আবার বিচ্ছিরি। সঙ্গে একটা থ্রিলার থ্রিলার গন্ধও আছে। তবে সে সব কিছুই আমার কাছে বড় কথা নয়।

ঘোড়াটার ঘুম দেখে হিংসে হচ্ছে। শিমুলতলা স্টেশন পেরিয়ে চলে যাওয়ার ভয়ে কাল রাতে তমাল আমাকে একেবারেই ঘুমোতে দেয়নি। যত বারই ঝিমিয়ে পড়েছি তত বারই আমাকে ঠেলে তুলেছে।

BanglaBook.org

'সাগর, ঘুমিয়ে পড়লি?

'না, ক্রিকেট খেলছি। একটু অপেক্ষা কর, লাঞ্চ ব্রেকে তোর সঙ্গে কথা বলব। বেশি দেরি নেই, এই ওভারটা হয়ে গেলেই লাঞ্চ।'

'ইয়ার্কি করিস না। শিমুলতলায় গাড়ি চল্লিশ সেকেন্ডও দাঁড়ায় না। কখন এসে যাবে বুঝতেও পারবি না। বুঝতে বুঝতে ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

'আমি তো শুনেছি কোনও কোনও দিন ট্রেন একেবারে দাঁড়াতেই ভুলে যায়। অনেকটা চলে যাওয়ার পর ড্রাইভারের মনে পড়ে, যাঃ, দাঁড়ানো হল না তো? তখন আর ফিরে আসার কোনও উপায় থাকে না।'

এমনিতেই তমাল হাইপার টেনশনের রোগী। তার ওপর যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তাতে টেনশন আরও চড়ে আছে। আমার কথা শুনে বলল, 'দূর, তা আবার হয় না কি?' যেন এ রকম হলেও হতে পারে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'হয় না ঠিকই, কিন্তু আজ হবে না কে বলতে পারে? হয়তো আজ থেকেই ঘটনাটা শুরু হবে। সব কিছুরই একটা প্রথম দিন থাকে।'

ট্রেন-যাত্রার শেষ আধ ঘণ্টা তমাল দরজার কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে সামান্য ঘুমোতে পেরেছি। কিন্তু সে আর কত ক্ষণ? সেই কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে ট্রেন আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কেউ ঘুমোল কী ঘুমোল না তাতে ট্রেনের কখনও কিছু আসে যায়নি। যায় না। ভোর তো দূরের কথা, মাঝরাতেও ট্রেন স্টেশনে এসে থামে নির্বিকার ভঙ্গিতে। ঘুমে চোখ ঢুলে আসে, তবু মানুষকে ওঠা নামা করতে হয় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে।

টাঙাওয়ালাকে তুলে তমাল নিজের মতো হিন্দি বাংলা মিশিয়ে বলল, 'ভাইসাব, এখানে কুছ হোটেল-ফোটেল হ্যায়?'

ভাইসাব সম্বোধনে টাঙাওলা কিছুটা অবাক হল।

'অ্যাটাচবাথ হলে ভাল হয়। আছে? ঠিক হ্যায় অ্যাটাচবাথ না হলেও চলেগা। লেকিন গরম পানি জরুর লাগে গা।'

তমালের প্রশ্নের উত্তরে টাঙাওলা হাই তোলে এবং পর পর তিন বার আড়মোড়া ভাঙে।

তমাল একটু ভয় পায়। লোকটা আবার ঘুমিয়ে পড়বে না কি? সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক হ্যায় ভাইসাব, হোটেলকো বাত ছোড় দো, হলিডে হোম মিলেগা?

এ বার ঘোড়াটা জেগে উঠে তমালের দিকে ঘাড় ঘোরায় এবং সেও হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে। টাঙাওলা ইশারায় আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তমাল লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। টাঙা ছাড়তেই দেখি আলো ফুটেছে। ঠাণ্ডা নরম আলো। সেই আলোয় বুনো গন্ধ। ট্রেনের মতো

BanglaBook.org

টাঙারও নিজের একটা বাজনা আছে। ঘটর ঝিং, ঘটর ঝিং। বাজনা বাজিয়ে গাড়ি ছুটল এবং একটু পরেই দেখলাম চালক আর ঘোড়া দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে! যে সে ঘুম নয়, গভীর ঘুম। ফুরুৎ ফুরুৎ করে টাঙাওলার নাক ডাকার শব্দও পাচ্ছি! যদিও টাঙার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, সে যেন নিজের গতি পেয়ে গেছে। এভাবে মিনিট পঁচিশ চলার পর একটা উঁচু ঢিপির তলায় এসে ঘুমন্ত টাঙা দাঁড়াল। আকাশে তখন আলো। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে টাঙাওলা জানাল, এই ঢিপি টপকালে একটা বাংলো মিলবে। বাংলোর দারোয়ানকে 'কুছ-মুছ' দিলে সে ঘর খুলে দিতে পারে আবার নাও খুলে দিতে পারে।

ভাড়া মিটিয়ে, টাঙা ছেড়ে আমরা ঢিপি টপকালাম।

ঢিপির ওপারে কোনও বাংলো নেই। আছে একটা রেল লাইন। সেই লাইন এক দিকে মাঝারি মাপের একটা টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আর এক দিকে গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। শহরে থাকি, স্টেশন আর লেভেল ক্রসিং ছাড়া কোনও দিন রেল লাইনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি। ফাঁকা রেল লাইনের যে এমন বুনো রূপ আছে তা জানতাম না। সমুদ্রের কাছে গেলে হাত বাড়িয়ে সমুদ্রকে স্পর্শ করতে হয়। এই রেল লাইন দেখে আমার একই অনুভূতি হল। আমি নিচু হয়ে রেল লাইন ছুঁলাম।

তমাল আমাকে ধমকে উঠল, 'করছিস কী? নোংরায় হাত দিচ্ছিস কেন? হারামজাদা টাঙাওলাটা কোথায় নামিয়ে দিয়ে গেল বল তো? বাংলো-ফাংলো তো কিছুই চোখে পড়ছে না রে। কীরে সাগর রেল লাইন পেরোতে হবে না কি? কী ঝামেলা। ট্রেনে কাটা না পড়ে যাই।'

তমাল দেখতে না পেলেও আমি বাংলো দেখতে পেয়েছি। রেল লাইনের ওপারে মাঠ। উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো সেই মাঠ চলে গেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি তত দূর পর্যন্ত। এত দূর যে, যার পর আর চোখ যায় না, মনে হচ্ছে, সেখানেও মাঠ আছে। সকালের আলোয় সেই মাঠ কোথাও সবুজ, কোথাও ধূসর। মাঠের গা থেকে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে পাহাড়ের আউট লাইন। এই দিগন্ত ছোঁয়া মাঠের একপাশে গাছ-পর্দার আড়ালে একটা বাড়ির মতো না? হ্যাঁ, ছোট্ট একটা বাড়িই তো। সম্ভবত ওটাই টাঙাওলার 'বাংলো'।

রেল লাইনে পা দিতেই শরীরে একটা কাঁপুনি হল। ইচ্ছে করছে, লাইনের এলোমেলো সাজানো পাথরগুলোর ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়াই। চিরকাল ট্রেনের ভেতর থাকি! লাইনের পাথরে দাঁড়ানোর সুযোগ কখনও পাইনি।

এ বারও পেলাম না। তমাল আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'দেরি করিস না। এখুনি ট্রেন এসে পড়বে।'

'কোথায় ট্রেন? ট্রেন এলে তো শব্দ পাব। তুই অকারণে ঘাবড়াচ্ছিস।'

BanglaBook.org

তমাল আমাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে লাইনের ও পারে এনে ফেলল। এ ছেলেটার সঙ্গে এসে দেখছি মহা ঝামেলায় পড়তে হল। ওর কাছ থেকে মাঝে মধ্যে পালাতে হবে। শর্ত হয়েছে সব সময় পাশে পাশে থাকতে হবে। মনে হয় না, এই শর্ত মানা যাবে। আর সে রকম হলে আমি ওর শর্তের সঙ্গে আমার কিছু উপ-শর্ত যোগ করব। ক্লজের সঙ্গে যেমন সাব-ক্লজ থাকে। সেই উপ-শর্ত অনুযায়ী আমাকে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য একা ছাড়তে হবে। বিষয়টা আজই চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে মনে হচ্ছে।

বাংলো নয়, হলিডে হোম। ছোটখাটো বাহুল্যবর্জিত ছিমছাম একটা দেশলাই বাক্সের মতো বাড়ি। একতলা, ছাতের ওপরও একটা ঘর রয়েছে মনে হয়। বাড়ির সামনে লাল উঠোন। এটাই বারান্দা। বারান্দা থেকে লাল সিঁড়ি নেমে এসেছে বাগানে। নির্জন মাঠ আর বুনো পরিবেশে বাড়িটা যেন বিউটি স্পট। সুন্দরীর থুতনিতে ছোট্ট তিল। এখানে ঠিক এ রকম একটা বাড়িই দরকার ছিল। মূল ফটক পেরিয়ে অনেকটা বাগান মাড়িয়ে যেতে হবে। তারপর গেলে বাড়ির দরজা।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তমাল, এই বাড়িতে থাকতেই হবে।'

'এই মাঠের মধ্যে থাকাটা কিন্তু হাইলি রিস্কি হয়ে যাবে সাগর। বিহারের এ দিকটায় কেমন ডাকাতের উপদ্রব তোর আইডিয়া নেই।'

'এ সব জায়গা এ রকমই। পাহাড় পাহাড় ভাবটাও যেমন আছে, তেমনি আবার জংলি ব্যাপারটাও পাবি। এখানে তো আর ডাল লেক নেই যে, তুই শিকারায় গিয়ে উঠবি।'

'না, আমি ভাবছিলাম, একটা হোটেল পাওয়া গেলে অনেক সেফ হত। টাকার তো অসুবিধে নেই।'

'সে তুই হোটেলে যা, রাজপ্রসাদ ভাড়া নে, যা খুশি কর, আমি এখানেই থাকব।'

তমাল কড়া গলায় বলল, 'সাগর, তুই এমন একটা ভাব করছিস যেন পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছিস।

স্টেশনে আমি হোঁচট খাইনি, হোঁচট খেয়েছিল তমাল। তবু শিমুলতলার ভগবান তমালের দিকেই মুখ তুলে তাকালেন। হলিডে হোমে জায়গা নেই। যে লোকটা আমাদের এই খবর জানাল সম্ভবত সে এই হলিডে হোমের কেয়ারটেকার বা মালি। কেয়ারটেকারদের চেনার কোনও উপায় নেই। কিন্তু মালিদের হাতে গাছ পরিচর্যার জন্য খুরপি, কাঁচি, জলের ঝাঁঝি কিছু না কিছু একটা থাকেই। এই লোকটাও খুরপি জাতীয় একটা কী দিয়ে যেন মাটি খোঁচাচ্ছে। পরনে পাজামা আর ফতুয়া। তমাল দু'বার গলা খাঁকারি দিল। কোনও কাজ হল না। তখন বলল, 'এই যে ভাই, এখানে ঘর পাওয়া যাবে?' মালি মুখ না ঘুরিয়ে উত্তর দিল, 'না। পাওয়া যাবে না।'

BanglaBook.org

'দেখিয়ে না মিল জায়গা। হাম দোনো রহেগা দো দিন কে লিয়ে।' তমাল অকারণে হিন্দি বলল। পেছন থেকে দেখলেও মালিকে আমার হিন্দিভাষী বলে মনে হচ্ছে না।

'বললাম তো জায়গা নেই।'

'হাম কুছ-মুছ দেগা। তুমকো বকশিস হো জায়গা মালি ভাই।' শিমুলতলায় নামার পর থেকে দেখছি তমাল ভাইয়ের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। প্রথমে টাঙাওলা, তার পর মালি।

লোকটা এ বার মুখ ফেরাল। চোখে চশমা। শ্যামলদাদের বাড়িতে সে দিন জীবনে প্রথম চশমা পরা ম্যাজিসিয়ান দেখে চমকে গিয়েছিলাম। আজও চমকালাম। চশমা পরা মালিও আমি এই প্রথম দেখেছি। শুধু চশমা নয়, লোকটার মুখে টুথ ব্রাশ। মালিদের মুখে আমি কখনও টুথ ব্রাশও দেখিনি। এটাও আশ্চর্য ঘটনা।

'আমি মালি নই। আপনারা ভুল করছেন। কলকাতা থেকে হলিডে হোম বুক করে ফ্যামিলি নিয়ে এসেছি। পুরো হলিডে হোমটাই আমরা ভাড়া নিয়েছি। বিশ্বাস না হলে বুকিং-এর কাগজ দেখাতে পারি। দেখবেন?'

আমাদের উত্তরের জন্য বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মানুষটা এ বার ঘরের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে শুরু করল—'বুবাই, বুবাই আমার ব্রিফকেসটা নিয়ে আয়। বুবাই, বুবাই—।'

যার ব্রিফকেস আছে এমন লোককে 'মালি ভাই' বললে তার রেগে যাওয়ার কথা। এই মানুষটা রেগে আছে। আমি বললাম, 'না না, আমরা কাগজ-টাগজ কিছু দেখতে চাইছি না। আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করছি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের ভুল হয়ে গেছে।'

'আপনাদের ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার তো কোনও ভুল হয়নি। আমি ব্যাঙ্ক থেকে পাকা কাগজপত্র নিয়ে তবে এসেছি। সুরমা বলেছিল, অত কাগজপত্র লাগবে না। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ লাগবে। আলবাত লাগবে। আজকালকার দিনে কাগজপত্র ছাড়া এক পাও চলা যায় না। বুবাই, বুবাই আমার ব্রিফকেসটা—'

মানুষটাকে শান্ত করার জন্য আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। কাগজ ছাড়া আজকাল একদম অচল। আপনি যে কারও কথা না শুনে কাগজ এনেছেন সেটা ভালই করেছেন।'

'কারও কথা না শুনে মানে? সুরমার কথা কি কারও কথা হল? আপনি জানেন সুরমা কে হয়? সুরমা আমার স্ত্রী।'

আবার ভুল হয়ে গেল। এ বার ভদ্রলোক হয়তো নিজের বিয়ের রেজিস্ট্রি কাগজ দেখাতে চাইবেন। এখন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি কেটে পড়া যায়

BanglaBook.org

ততই ভাল। তর্ক করতে আর ভাল লাগছে না। কাল থেকে ঘুম নেই। এক কাপ চা খেয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়া দরকার। তমালের কথা মতো একটা হোটেলের খোঁজ করা ছাড়া উপায় নেই দেখছি। তমালের হাতে খোঁচা মেরে আমি উল্টোদিকে রওনা হলাম।

'এই যে চলে যাচ্ছেন যে বড়? চলে গেলেই হল? কাগজ না দেখিয়ে আপনাদের তো যেতে দেব না। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলবেন, ব্যাটা ধোঁকা দিল, কাগজ টাগজ কিছুই নেই। যতীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সে চালাকি তো চলবে না। বুবাই, বুবাই কী হল? ব্রিফকেসটা আনতে বললাম না? বুবাই, বুবাই কী হল?'

তমাল গোটা ঘটনাটায় কেমন ভ্যাবাচাকা মেরে গেছে। সে আর কথা বলছে না। সত্যি কথা বলতে কী, এ বার আমাদের এখান থেকে যেতে হলে দৌড়ে পালাতে হবে। বিদেশ বিভুঁইতে এসে সেটা কি ঠিক কাজ হবে? মনে হয় না। সুতরাং যা হয় হোক।

এগারো বারো বছরের একটা ছেলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার হাতে একটা ব্যাগ। লাল উঠোন থেকে নেমে সে হেঁটে এল বাগানের মধ্যে। এই ছেলেটার নামই নিশ্চয় বুবাই। বুবাইয়ের পেছন পেছন বাচ্চা একটা মেয়েও এসেছে। তার বয়সও ছেলেটার বয়েসের কাছাকাছি। মেয়েটা নেমে এল না। দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের ওপরই।

বুবাই ব্যাগটা এগিয়ে ধরল, 'বাবা এই নাও। আর অত চেঁচাচ্ছ কেন? মা ভোরবেলা চেঁচাতে বারণ করেছে না?'

'তোমার মাকে জিগ্যেস করে এসো, ভোরবেলার চেঁচানোটা কি রাতে চেঁচাব?'

'আচ্ছা, জিগ্যেস করে আসছি।'

এ রকম একটা সময়ে বুবাই আমাদের দেখে। তার পরই তমালের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠে, 'আরে মাস্টারমশাই না! মাস্টারমশাই আপনি? মাস্টারমশাই আপনি কোথা থেকে?' বুবাইয়ের চোখ মুখ ঝলমল করে উঠেছে।

মানুষ যায়, কিন্তু ভগবান কখনও নিয়মের বাইরে যান না। সে শিমুলতলার ভগবানই হোন আর ম্যাডাগাসকারের ভগবানই হোন। সকালবেলা স্টেশনে আমি যে হোঁচট খাইনি তিনি সে কথা মনে রেখেছেন। সাময়িক একটা বিভ্রান্তির মধ্যে তিনি পড়েছিলেন ঠিকই, তবে অচিরেই তা কাটিয়ে উঠেছেন এবং আমার মনস্কামনা পূরণ করেছেন। আমাদের এই হলিডে হোমেই জায়গা হল। ছাতের ঘরে। ঘরে ঢুকে মনে হল, এটাই শিমুলতলার শ্রেষ্ঠ ঘর। এই ঘরের জানলা খুললে আকাশ আর মাঠ মিলেমিশে যায় এবং তারা খানিকটা ঘরে ঢুকেও পড়ে! মনে

BanglaBook.org

হয়, এই মাঠ দিয়ে হাঁটতে থাকলে এক সময় ঠিক আকাশে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

তমাল বি এসসি পাশ করে কিছু দিনের জন্য বরানগরের কাছে বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে মাস্টারি করে। ভূগোলের মাস্টার ছুটিতে গিয়েছিলেন, তার বদলি, লিভ ভ্যাকেন্সি। একেবারেই কয়েক মাসের জন্য। সে সময় তার কিছু ছাত্র হয়। ওই প্রথম এবং ওই শেষ। বুবাই নামের ছেলেটা সেই ছাত্রদের একজন। সম্ভবত এ রকম একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় পুরোনো স্যারকে দেখে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। খুব অল্প চেনা মানুষকে বাইরে দেখলে ভীষণ আপন মনে হতে থাকে। আমার নিজেরই এ রকম অনেক বার হয়েছে। এক বার তো ভারী কেলেঙ্কারি হয়েছিল। সেই ঘটনা মনে না রেখে পারিনি। তখন আমি ছোট। থ্রি না ফোরে পড়ি। বাড়ির সকলের সঙ্গে কাশী বেড়াতে গেছি। এক দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে হঠাৎ দেখি দীনবন্ধুকাকু ধ্যানস্থ হয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। পাশে কাকিমা। বেশ মনে আছে, তখন সবে সন্ধে নামতে শুরু করেছে। মন্দির থেকে ভেসে আসছে কাঁসরের শব্দ। দীনবন্ধুকাকুরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন, তিন বছর ধরে ওদের সঙ্গে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কেন বন্ধ তা জানি না। বাড়িতে অর্ডার হয়েছে বন্ধ, তাই বন্ধ। পাশের বাড়ির মানুষকে দেখতে না চাইলেও দেখতে হয়। জানলা বন্ধ করে রাখলে রাস্তাঘাটে দেখতে হয়। আমি একটা উপায় বাতলালাম। ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই মুখ ভেংচাতে শুরু করলাম। ঠোঁট বেঁকিয়ে, চোখ কুঁচকে, জিভ বের করে— যত পদ্ধতি আমার জানা সবই অ্যাপ্লাই করলাম। ছোটদের ছোটরা ভেংচায়। তার মধ্যে রাগ থাকে। কিন্তু বড়দের মুখ ভেংচানোর মধ্যে দারুণ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। ছোটদের মুখ ভেংচালে তার জবাব পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে পাল্টা ভেংচানি আসে। এখানে কিন্তু গোটাটাই চলতে লাগল একতরফা। দীনবন্ধুকাকু বা কাকিমা মুখ ভেংচাতে না জানায় এই আক্রমণ হল একমুখী। সেই দীনবন্ধু-কাকুদের যে এভাবে কাশীর ঘাটে দেখতে পাব ভাবতেই পারিনি। শুধু তাই নয়, ওদের দেখে যে এমন আনন্দ হবে তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল? কাকু, কাকিমা বলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাবা, মা, দিদিকে ভুলে গিয়ে আশ্চর্যভাবে গোটা সন্ধেটা ওদের সঙ্গে কাটালাম। কাকিমা আমাকে রাবড়ি খাওয়ালেন। সেই রাবড়ির একটু আধটু টুকরো বোধহয় আজও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। ঠোঁট চাটলে স্বাদ পাই। তবে কেলেঙ্কারিটা হল অন্য রকম। ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে পর দিনই বাবা আমাদের নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লেন। মাও দেখলাম কোনও আপত্তি করল না। আমার খুব মন খারাপ। ট্রেনে দিদি বলল, 'তোর জন্যই হল।' আমি বললাম, 'কী হল?' দিদি মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ন্যাকা, বোঝ না যেন?' ছোট ছিলাম বলেই বোধহয় আমি আর বেশি বোঝাবুঝির মধ্যে গেলাম না। কলকাতায় ফিরে

BanglaBook.org

এসে আমি আবার ভেংচিতে মন দিলাম। পরে বড় হয়ে নিজে নিজে এই জিনিসের একটা নাম দিয়েছিলাম— 'ডিস্ট্যান্ট আইডেনটিটি সিনড্রোম'। বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'পরিচিতির দূরবর্তী সূত্রতা'।

বুবাইয়ের সেটাই হয়েছে।

ছেলের মাস্টারমশাইকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন যতীন চট্টোপাধ্যায়। ছাতের ঘরটা ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'এই ঘরটা আমরা ব্যবহার করছি না ঠিকই, কিন্তু যেহেতু পুরো হলিডে হোম বুকিংয়ের কাগজপত্র আমার কাছে আছে সেহেতু ও ঘরটাও আপাতত আমাদের। আপনারা যদি কাগজপত্র দেখতে চান দেখাতে পারি। এখন ওখানে ঢুকে যান।'

শুধু ঘর নয়, কিছুক্ষণের মধ্যে খবর এল, মাস্টারমশাই এবং তার বন্ধুর খাবারও নীচ থেকে আসবে। দেরি না করে আমরা যেন কুয়ো থেকে স্নান করে আসি।

শান বাঁধানো কুয়োতলা আমগাছে ঘেরা। আমগাছের আড়াল থেকে উঁকি মারছে রেল লাইন। রোদ পড়ে সেই লাইন চকচক করছে। মনে হচ্ছে রুপোর তৈরি।

আমি বুঝতে পারছি বিচ্ছিরি কাজ করতে এসে আমরা খুব ভাল একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি। রেবাকে এখানে একবার আনতে হবে।

BanglaBook.org

রেবাদের বাড়ি থেকে কাল ফিরতে দেরি হল। এসে দেখি তমাল আমার তালা বন্ধ ঘরের সামনে গম্ভীর মুখে পায়চারি করছে। বোঝাই যাচ্ছে, যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। যার জন্য অনেক্ষ ক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, সে চলে এলে নিশ্চিন্ত হওয়ার কথা। আমাকে দেখে তমাল একটুও নিশ্চিন্ত হল না। উল্টে তার উদ্বেগ আরও বাড়ল মনে হয়।

'এসেছিস? সাগর খুব বিপদে পড়ে গেছি রে, আজ রাতেই আমাকে শিমুলতলা যেতে হচ্ছে।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'শিমুলতলা যাওয়াটা মোটেই কোনও বিপদ নয়। দেওঘর, মধুপুর, শিমুলতলায় সকলে মোটা হতে যায়। সেটা কেন বিপদের হবে? অবশ্য বেশি মোটা হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে। তবে তোকে দেখে মনে হয় না, তুই বেশি মোটা হতে পারবি।'

'সব ব্যাপার নিয়ে রসিকতা করিস না। আগে দরজা খোল, তারপর সবটা বলছি। হাতে যদিও একদম সময় নেই। একটু পরেই ট্রেন।'

হাতে সময় না থাকলেও সবটা বলতে তমাল বেশ খানিকটা সময় নিল।

স্কুলমাস্টারির কাজটা চলে যাওয়ার পর তমাল দীর্ঘদিন বেকার জীবন কাটানোর জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু হুট করে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেছে। সাবান কোম্পানির চাকরি। বাইরে ঘুরে কাজ নয়, অফিসে বসে রিপোর্ট তৈরি করতে হয়। আট মাস কাজ করে তমাল বুঝতে পেরেছে চাকরি ভাল, তবে সাবানের কোম্পানিতে অনেক রকম ময়লা আছে। তার মধ্যে একটি ময়লা হল, বস লোকটি। মধ্যবয়স্ক এই লোকটির নাম সুমিত না অমিত মিত্র। কর্মীরা আড়ালে বলে 'ঘোঁট মিত্র'। নানা ধরনের ঘোঁট তৈরিতে না কি এই মানুষ ওস্তাদ। অফিসের কাজের পাশে পাশে লোকটা সারাক্ষণ ঘোঁট পাকাচ্ছে। এ হল তমালের ইমিডিয়েট বস বা প্রত্যক্ষ ওপরওয়ালা। এর ওপরেও অফিসে আরও দুজন বস আছে। তবে তাদের সঙ্গে তমালের সরাসরি যোগাযোগের ব্যাপার নেই। সাবান নিয়ে কাজ কারবার হলেও 'ঘোঁট মিত্র' কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে 'তেল' বেশি পছন্দ করে। 'তেল মর্দনে' তমাল এখন শিক্ষানবিশ, পাকা হতে পারেনি। চেষ্টা চালাচ্ছে। বসের ব্যাপারে সদা তটস্থ। তার চাকরি পাকা হতে আরও দু'মাস বাকি, ইচ্ছে করলে 'ঘোঁট মিত্র' ঘোঁট পাকিয়ে সেটাকে আরও দু'মাস পেছনে ঠেলে দিতে পারে।

আজ সকালে অফিস যেতেই তমালের ডাক পড়ে বসের ঘরে।

'কী ব্যাপার? আজ তোমার আসতে দেরি হল যে?'

বসেরা অধস্তনদের অপমানজনক কথা বলার সময় গম্ভীর থাকে। মহাবসেরা

BanglaBook.org

এ ধরনের কথা বলার সময় মিচকে মিচকে হাসে।

সুমিত মিত্রের মুখে মিচকে হাসি।

'স্যার ঢাকুরিয়ার মোড়ে পথ অবরোধে আটকে গিয়েছিলাম।' তমাল ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়।

'এই এক ব্যাপার হয়েছে। কলকাতায় আজকাল রোজই কোথাও না কোথাও পথ অবরোধ। কাজকর্ম আর কিছু করা যাবে না। কী বল?'

'ঠিকই বলেছেন স্যার।'

'তবে তোমাদের সুবিধে হয়েছে, অফিসে দেরি করে আসার একটা নতুন বাহানা পাওয়া গেছে। রোজ রোজ তো আর এক বাহানা চলে না। হা, হা।'

'না, আজ সত্যি অবরোধ ছিল। জমা জল সরছে না বলে লোকাল একটা বস্তি থেকে—'

'আমি কি বলেছি তুমি মিথ্যে বলছ? চা খাবে?'

'না স্যার, এইমাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।'

'সে কী! তুমি ভাত খাওয়ার পর চা খাও না? খাবে, খাবে। অফিসে ঘন ঘন চা খাওয়া ভাল। কাপ প্রতি তিন মিনিট করে যদি দশ কাপ খেতে পার তা হলেও আধঘণ্টা কাজে ফাঁকি।'

খারাপ লোকেরা আসল কথার আগে ভণিতা করতে ভালবাসে। বস হলে সেই ভণিতা শুনতে হয়, আর সামনে চাকরির কনফার্মেশন থাকলে সেই ভণিতার সঙ্গে মাথা নেড়ে তাল মেলাতে হয়। তমালও মাথা নাড়তে লাগল। তবে সেটা তালে হচ্ছে না বেতালে, সেটা ঠিক বুঝতে পারল না। এতে সে আরও নার্ভাস বোধ করে।

'শোনো তমালবাবু, আমার একটা পার্সোনাল কাজ করে দিতে হবে। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে। প্রথমেই বলে নিচ্ছি, এর সঙ্গে অফিসের কোনও সম্পর্ক নেই। রাজি না হলেও তোমাকে আমার কিছু বলার নেই। আমি কিছু মনেও করব না। তবে তুমি না করলে কাজটা আর কেউ করতে পারবে না। ইউ আর দ্য ফিটেস্ট পারসন ফর দিস অ্যাসাইনমেন্ট।'

'কী যে বলেন স্যার, আমি যদি আপনার কাজে লাগতে পারি—'

বেয়ারা চা নিয়ে ঢুকল। সুমিত মিত্র তাকে বলল, 'এখন যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে। বাইরে বলে দাও।'

বসের উপকার করতে পারার কোনও সুযোগ এর আগে তমালের আসেনি। এ সব সময় ঠিক কতটা গদ গদ হতে হয়, তাও তার জানা নেই।

'ভেবে বল তমাল, কাজটা শোনার আগেই ভেবে নাও। কাজটা শোনার পর যদি না বল তা হলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাব, তুমি খুব বড় একটা সিক্রেট

BanglaBook.org

জেনে যাবে। দ্যাট উইল বি ভেরি কস্টলি।'

বোঝাই গেল তমালের ইচ্ছের ওপর কিছু নির্ভর করছে না, কাজটা তাকে করতেই হবে।

'তুমি কেয়াকে চেন?'

কেয়া এই অফিসেই কাজ করে। অ্যাকাউন্টসে। তমালের মতে ফাটাফাটি সুন্দরী। গায়ের রঙ ততটা ফর্সা না হলেও টানা টানা চোখে একটা চাপা হাতছানি আছে। বয়স অল্প, এখনও বিয়ে হয়নি। এত সব গুণে মেয়েটির রূপ বেড়ে গেছে শতগুণ। এ ধরনের মহিলা কর্মীদের সম্পর্কে অফিসে নানা রকম বদনাম রটে! কিন্তু কেয়ার সম্পর্কে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এ ধরনের কোনও বদনাম নেই। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে সাধারণত বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুত্বের ভান হয়। সুখে দুঃখে মিথ্যে আহা উহু চলে। তবে সেই ভানও বেশি দিন টেকে না। কিছু দিনের মধ্যে যে যার মতো কাঠি দিতে শুরু করে। কেয়ার সঙ্গে তমালের বন্ধুত্ব দূরের কথা, কোনও ভানও ছিল না। আট মাস কাজ করে এ সব কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। দিন পনেরো আগে শুধু ছোট একটা ঘটনা ঘটেছিল। একেবারেই ছোট, মনে রাখার মতো কিছু নয়। এক দিন কেয়া অফিসে আসার পথে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখে, সে ব্যাগ এনেছে কিন্তু টাকা আনতে ভুলে গেছে। অফিসে পৌঁছে যাওয়ার পর এটা কোনও ব্যাপারই নয়। যে কেউ ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেবে। তবু কেয়া বেশ লজ্জায় পড়ে। এমন সময় তমাল ঢুকছিল। কেয়া এগিয়ে এসে আমতা আমতা করে বলল, 'তমালবাবু, একটা বিশ্রী ঘটনা হয়ে গেছে। টাকা আনতে ভুলে গেছি, ট্যাক্সির ভাড়া দিতে পারছি না। আপনি চল্লিশটা টাকা যদি দিয়ে দেন, দু'টাকা আমার কাছে খুচরো টুচরো মিলিয়ে হয়ে যাবে। কালই দিয়ে দেব।' চল্লিশ দূরের কথা, সে দিন তমালের কাছে কুড়ি টাকাও ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর অস্বস্তিজনক পরিস্থিতি ম্যানেজ করতে গিয়ে তমাল একেবারে ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে যায়। কেয়ার থেকে অনেক অনেক বেশি লজ্জিত হয়ে পড়ে। টাকা জোগাড়ের জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ধার করে টাকা জোগাড় হয়ে যায়। ঘটনা হিসেবে এটা এমন কিছু নয়। তমাল ভুলেই গিয়েছিল। কেয়া সম্ভবত ভুলতে পারেনি। আর সেই কারণে, সে মাঝে মাঝে তমালকে দেখলে বলে, 'ভাল আছেন তমালবাবু? চলুন ক্যান্টিনে এক কাপ চা খেয়ে আসবেন।' যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই আলাপ বাড়েনি।

সুমিত মিত্র সেটাই ইঙ্গিত করছে না কি?

'হ্যাঁ, চিনি, অফিসের সবাইয়ের সঙ্গেই তো গত আট মাসে অল্পবিস্তর আলাপ হয়েছে স্যার।'

'এটা সবাইয়ের মতো আলাপ নয়। আর একটু বেশি।'

BanglaBook.org

'না, বিশ্বাস করুন তেমন কিছু নয়।'

'তুমি অকারণে ঘাবড়ে যাচ্ছ। আমি কিছু মিন করতে চাইছি না। শুধু একটা ফ্যাক্ট স্টেট করলাম। এই মুহূর্তে যেটা আমার কাছে জরুরি।'

সুমিত মিত্র একটা সিগারেট ধরালেন। লম্বা একটা টান দিলেন।

'আমার কাছে খবর আছে সাম হাউ কেয়া লাইকস ইউ। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। পারবে?'

'একেবারেই সামান্য আলাপ, পছন্দ অপছন্দের কোনও ব্যাপার নেই। তবু বলুন কী করতে হবে? আমি কি পারব স্যার?'

'পারতে হবে। কারণ এই মুহূর্তে আই হ্যাভ নো আদার অলটারনেটিভ। তুমি ছাড়া আমার কোনও বিকল্প নেই। শোনো, মন দিয়ে শোনো তমালবাবু, আমার কাছে খবর এসেছে, তোমার ওই কেয়া দিদিমণির কাছে কতগুলো ছবি আছে। ফোটোগ্রাফস্। আপাতভাবে আহামরি কিছু নয়, ছবিগুলো রঙিনও নয়। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। তবে ছবির বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। ইনটিমেট ফোটোগ্রাফস্। তুমি কি ইনটিমেট ফোটোগ্রাফস্ জানো? জানো না। ওগুলো হল মিস্টার দাস আর কেয়ার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি। দাসকে চেন তো? আমাদের কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কী, শুনে আশ্চর্য হচ্ছ? হবারই কথা। কী করা যাবে বলো, দিস আর অল ইন দ্য গেমস্। দুনিয়া জুড়ে যে খেলা চলছে, তার একটা ক্ষুদ্র পার্ট। তবে আমি যেটুকু শুনেছি, জেনেছি বলাই ভাল, ছবিগুলোতে ভয়ানক আনসেন্সর্ড কিছু নেই। প্রথমে ভেবেছিলাম, বেডসিন না পাই, চুমুটুমু পেয়ে যাব। না, অতটা পাব না।'

তমাল মাথা নামিয়ে বলল, 'স্যার এ সব আমার জানা কি খুব দরকার?'

সুমিত মিত্র ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল, 'অবশ্য দরকার। সবটা না হলেও কিছুটা তো বটেই। কী প্রোডাক্ট নিয়ে তুমি কাজ করতে যাচ্ছ, তার কম্পোজিশন জানবে না? গত শীতে আমতলার কাছে একটা বাগানবাড়িতে অফিস থেকে পিকনিক হয়েছিল। সেখানে দাস হারামজাদা দু'পেগ খেয়ে তোমার কেয়া দিদিমণির সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘেঁষাঘেঁষি করে। ঢলাঢলি বলতে পারো। ছবিগুলো তখন আমার প্রয়োজন হয়নি, কারণ দাস তখনও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়নি। কিন্তু আজ প্রয়োজন হয়ে গেছে। চেয়ার পাল্টানোর ফলে সামান্য ঢলাঢলি জাপটে ধরার মতো হয়ে গেছে। ছবিগুলো কেন কেয়ার কাছে আমি জানি না। তবে আছে এটা জানি। ওই ছবিগুলো প্রয়োজন। ওগুলো পেলে দাস আমার চাকর হয়ে থাকবে। সত্যিকারের দাস যাকে বলে। হা হা। কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্টকে চাকর বানানোর সুযোগ সহজে আসে না। এখন এসেছে। তখন আমি যা চাইব ওকে তাই করতে হবে। এই কোম্পানিতে আমার ক্ষমতা হবে অসীম। ছবিগুলো আমি চাই তমাল। আই নিড দ্য পিকচারস্। তা ছাড়া আরও একটা সমস্যা হয়েছে।'

BanglaBook.org

তমাল চোখ তুলে আমতা আমতা করে বলল, 'আরও সমস্যা?'

সুমিত মিত্র সোজা হয়ে বসল। টেবিলে পেন ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'সমস্যা হল, মেয়েটা কোনওভাবে আমার প্ল্যানের কিছুটা জানতে পেরেছে। অ্যাকাউন্টসের একজন গতকাল আমাকে জানিয়ে গেছে, কেয়া না কি আজকাল ছবিগুলো সব সময় নিজের কাছে রাখছে। উইথ দ্য নেগেটিভস্।'

তমাল ভয় পেয়ে বলল, 'তা হলে কী হবে?'

'কীভাবে ওগুলো তুমি আনবে সেটা তোমার ব্যাপার। চুরি করে, না বুঝিয়ে সুঝিয়ে, না কি মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করে—দ্যাটস ইওর বিজনেস তমাল। আমি অন্যভাবেও জিনিসগুলো হাতাতে পারতাম, আই ক্যান হায়ার প্রফেশনালস, পেশাদারদের দিয়ে চুরি টুরি করানো আর কী। কিন্তু সে পথে যাব না। জানাজানি হয়ে গেলে গোটা প্ল্যানটাই বানচাল হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না।'

অনেকটা কথা একসঙ্গে বলে লোকটা একটু থামল। দম নিল। ফের শুরু করল, 'আমি আরও খবর নিয়েছি। কেয়া এখন বাইরে। ওর বাবা অসুস্থ। বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে গেছে, শিমুলতলায়। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। আজই তুমি রওনা হয়ে যাও। বাইরে গেলে মানুষের মন সফ্‌ট হয়ে থাকে। তুমি সেটা কাজে লাগাও। টাকা কোনও সমস্যা হবে না। ছুটির আগেই আমি তোমাকে ক্যাশ দিয়ে দেব। আর তুমি আমাকে একটা ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করবে। অফিসে রেকর্ড রাখা ভাল।'

যন্ত্রের মতো তমাল ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। নিজের চেয়ারে এসে বসার পর মনে হল সব কিছু দুলছে, দীর্ঘস্থায়ী কোনও ভূমিকম্প শুরু হয়েছে যা কোনও দিন থামবে না।

ছুটির সামান্য আগে তার টেবিলে দু'টো জিনিস এল। দু'টোই এসেছে সুমিত মিত্রর ঘর থেকে। একটা দু'লাইনের অফিসিয়াল নোট। আর একটা মুখ-বন্ধ খাম। নোটটায় লেখা, 'গত মাসে নর্থ-ইস্টের সেল রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে আপনি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুল করেছেন। সেই ভুল ধরা পড়েছে অনেক পরে। অথচ আপনার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কোম্পানি তার সেল টার্গেট বদল করে ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত হিসেবের গোলমাল ধরা না পড়লে ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়াত। আপনাকে সতর্ক করা হল।' আর মুখ-বন্ধ খামে রয়েছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা।

এই অবস্থায় তমাল্ আমার কাছে চলে এসেছে।

'সাগর, তুই আমার সঙ্গে চল। লক্ষ্মী ভাই, তোর সব খরচ টরচ আমার। কিচ্ছু করতে হবে না। তুই শুধু আমার পাশে পাশে থাকবি। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমায় তুই বাঁচা-ভাই, প্লিজ। চাকরিটা চলে গেলে আর কোনও দিন চাকরি বাকরি পাব না। না খেয়ে মরতে হবে।'

BanglaBook.org

তমালের ব্যাগেই আমার পাজামা, গামছা এবং বিছানার চাদর ভরে নিলাম।

আমাকে যদি কেউ জিগ্যেস করে মানুষ কয় প্রকার? আমি বলব, দু' প্রকার। ট্রেন ছাড়ার আগে এক প্রকার, ট্রেন ছাড়ার পরে আর এক প্রকার। ট্রেন ছাড়ার পর মানুষের মন অনেক নরম হয়ে আসে। যে লোক থেমে থাকা ট্রেনে বসে আটআনা পয়সা নিয়ে কুলির সঙ্গে হাতাহাতি করে তাকেই দেখেছি চলন্ত ট্রেনে ভিখিরির গান শুনে অতি সহজেই পাঁচ টাকার নোট বের করেছে।

'আচ্ছা তমাল, গতির সঙ্গে মনের কোনও সম্পর্ক আছে কি?'

'সব কিছুর সঙ্গেই মনের সম্পর্ক আছে।'

'না, আমি বলছি গতি বাড়লে কি আমাদের মন নরম হয়ে যায়?'

'তা কী করে হবে? তা হলে তো রকেট চালক বিশ্বের অন্যতম ভাল মনের মানুষ হত। বোমারু বিমানগুলো বোমা না ফেলেই ফিরে যেত। এদের গতি তো ভয়ঙ্কর।'

'তা হলে বোধহয় গতি নয়, দুলুনি, দুলুনির জন্যই আমাদের মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। দুলুনি মানুষকে অনেক উদার করে দেয়। নানা রকম ভাল ভাল ব্যাপার হয়।'

'আমাদের সুমিত মিত্রকে এক মাস দোলনায় বসিয়ে দোলানো উচিত। তাতে যদি ওর বদ স্বভাব কিছুটা কমে।'

'আমার তো লোকটাকে তেমন খারাপ মনে হচ্ছে না। বরং ওর প্রতি হালকা একটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি। ওর জন্যই তো আমি এ রকম একটা নিখরচায় বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেলাম। তুই জানিস না, কলকাতা থেকে পালিয়ে না এলে আমি নিজেই নিজের তৈরি একটা জালে জড়িয়ে পড়তাম।'

'বলছিস কী! লোকটা আমাকে একটা প্যাঁচে ফেলল আর তুই তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করছিস?'

'প্যাঁচে না পড়লে তুই আমাকে আজ নিয়ে বেরতিস? মোটেই বেরতিস না।'

'বাজে কথা রাখ। এখন আমাকে একটা উদ্ধারের উপায় বাতলে দে।'

'কীসের উদ্ধার? ও সবের মধ্যে আমি নেই। আমি খাব দাব, বেড়াব। শর্ত সে রকমই হয়েছে।'

'লোকটা কীরকম ধুরন্ধর দেখেছিস, রিপোর্ট ভুল হওয়ার নোটটা ঠিক এমন সময়েই পাঠাল। প্রেসারে রাখল আর কী। বুঝিয়ে দিল, কাজটা না করে ফিরলে বিপদ আছে।'

'তোর ওই কেয়া দিদিমণিটিও কম ধুরন্ধর নয়, হাত অনেক দূর। ছবিগুলো তুললই বা কে? আর সেটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেই বা কেন?'

'সত্যি মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। আমি তো ভাবতেও পারছি না মেয়েটা

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এ রকম একটা খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে।'

'সে তো তুইও জড়িয়ে পড়েছিস। টাকার তাড়না থাকলে সবাইকেই খারাপ হতে হয়।'

'আচ্ছা গোটাটাই মিথ্যে হতে পারে না? আমার বস হয়তো অন্য কোনও মতলব ফেঁদেছে।'

'আবার নাও হতে পারে। হয়তো কেয়া দিদিমণি তোদের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য ছবিগুলো কাউকে দিয়ে তুলিয়েছিল। সেগুলো যাতে কোনওভাবেই হাতছাড়া না হয়ে যায় সেই জন্য সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। যাক, এ সব আমার চিন্তা নয়, তোমার ব্যাপার তুমি বুঝবে। আমি এখন ঘুমোব।'

'একটা কথা বলবি?'

'না।'

'ওখানে গিয়ে কীভাবে কাজ শুরু করব?'

'প্রথমে মেয়েটাকে খুঁজে বের করবি, তার পর সোজা পায়ের ওপর ফ্ল্যাট হয়ে যাবি।'

'কাকুতি মিনতি করলে দিয়ে দেবে বলছিস?'

'না, দেবে না।'

আগেই বলেছি, রাতে ট্রেনে তমাল আমাকে একদম ঘুমোতে দেয়নি। শিমুলতলা এসে যাওয়ার ভয়ে খুব বিরক্ত করেছে।

'এই যে, এই যে শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'তা হলে তাকাচ্ছ না কেন?'

'আমি তো কান দিয়ে শুনি, তাই আমাকে তাকাতে হয় না। তুমি বুঝি চোখ দিয়ে শোন?'

'না, আমি শুনি না, আমার মা চোখ দিয়ে শোনে।'

'তাই না কি! সেটা কী রকম?'

'আমি আর দাদা যদি লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলি তা হলে আমাদের দিকে তাকিয়ে মা ঠিক বলে দেয় আমরা আচার চুরির প্ল্যান করছি। শুধু তাই নয়, আমার মা তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের মনের ভেতরের কথাও শুনতে পায়।'

'ওরে বাবাঃ, তোমার মা তো দেখছি দারুণ একটা ম্যাজিক জানেন। শিখে নিতে হবে। উনি কি আমাকে এটা শেখাবেন?'

'আচ্ছা আমি বলব। তবে মনে হয় না শেখাবে।'

'কেন, শেখাবেন না?'

'এখন মা খুব রেগে আছে। আজ দুপুরেই বাবাকে খুব বকেছে।'

'ঠিক আছে, এখন তা হলে শিখে দরকার নেই। তোমার মায়ের রাগ কমে গেলে শিখব।'

'তোমরা যত দিন থাকবে তত দিন মা রেগেই থাকবে। তোমরা চলে গেলে মায়ের রাগ কমবে।'

'সে কী! কেন? আমরা কী করলাম? উনি আমাদের ওপর রেগে গেলেন কেন?'

'কেন রাগবে না? মা তো দুপুরবেলা ছাদের ঘরে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে। তোমরা এসে ঘরটা নিয়ে নিলে তো। এই জন্যই তো মা বাবার ওপর রেগে গেল।'

আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। পারার কথাও নয়। ছোট্ট মেয়েটা আমাকে একেবারে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে।

কুয়োর জল এবং গত রাতের জাগরণ দুপুরের ঘুমটাকে টেনেটুনে লম্বা করে দিয়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখি বিকেল। তমাল এখনও ওঠেনি। থাক, বেচারা খুব টেনশনে ভুগছে। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে এলাম। ছাদের এক কোণে উবু হয়ে বসে আট-ন'বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে কী জানি করছে। মনে হচ্ছে, ইটের টুকরো দিয়ে ছবি আঁকছে। সকালেই জেনেছি এ হল টুবাই, যতীনবাবুর মেয়ে।

BanglaBook.org

বুবাইয়ের বোন। আমি সিগারেট খাই না বললেই চলে। তমাল তো একেবারে খায় না। তবু কাল ট্রেনে ওঠার সময় দু'প্যাকেট কিনেছে। বলল, 'এতে টেনশন কমবে।' সেখান থেকেই একটা সিগারেট নিয়েছি। সিগারেট ধরিয়ে উল্টো দিকের চওড়া পাঁচিলটার ওপর বসলাম। এরা দুপুরের ভাত দিয়েছে, বিকেলের চা কি দেবে? মনে হয় দেবে। ভাত দেওয়ার থেকে চা দেওয়া অনেক সহজ।

টুবাইয়ের কথা শোনার পর থেকে অবশ্য একটা সন্দেহ হচ্ছে। বাড়ির কর্ত্রী আমাদের ওপর রেগে গেছেন। সুতরাং আপাতত চায়ের আশা ছাড়াই ভাল। টুবাইয়ের বাবাও নিশ্চয় আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে বলবেন। বলা অন্তত উচিত।

টুবাই কিন্তু বকর বকর চালিয়ে যাচ্ছে।

'এই যে, তুমিও কি আমার দাদার মাস্টারমশাই?'

'না, আমি মাস্টারমশাই নই। আমার বন্ধু ওই যে ঘরে ঘুমোচ্ছে, ও মাস্টারমশাই।'

'তুমি তা হলে কী?'

'আমি? আমি হলাম, আমি হলাম শুধু মশাই।'

'যাঃ মশাই কারও নাম হয় না কি?'

'না, কারও হয় না, আমার হয়।'

'তোমার ভাল নাম নেই?'

'আছে, তবে আমার ভাল নামটা খারাপ নামের থেকেও খারাপ বলে আমি কাউকে বলি না।'

'আমার দাদার দু'টো খারাপ নাম। একটা বুবাই একটা ভোঁদাই।'

'ছিঃ, দাদাকে ও রকম বলতে নেই।'

'আমি তো বলি না, বাবা বলে। দাদা সারা দিন পড়েও পরীক্ষায় রসগোল্লা পায় বলে বাবা ওকে বলে ভোঁদাই। বাবার খারাপ নামটা শুনলে হি হি তোমার খুব হাসি পাবে। হি হি। কাগজবাবু। সারাক্ষণ এই কাগজ আর ওই কাগজ। তবে ওই নামে আমরা কেউ ডাকি না, আমাদের কাজের লোক গৌরী মাসিকে আমার মা মাঝে মধ্যে বলে, দেখ তো গৌরী, তোমাদের কাগজবাবু কী চাইছেন? এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে এসো তো। শুনে আমাদের খুব হাসি পায় কিন্তু আমরা তখন হাসি না। পরে হাসি।'

বুঝতে পারছি, এই মেয়ে শুধু বকবক করে না, ভয়ঙ্কর পাকাও।

'তুমি যেন বাবাকে কাগজবাবু বলে ডেক না। বাবা কিন্তু রেগে যাবে। তবে তুমি রহিমচাচুকে যা খুশি বলে ডাকতে পার। রহিমচাচু রাগবে না। রহিমচাচু কিছুতেই রাগে না। রহিমচাচুকে চেন তো? এ মা চেন না? রহিমচাচু আমাদের দোকানের ম্যানেজার। আমাদের কীসের দোকান বলো তো? তুমি তো দেখছি

BanglaBook.org

কিছুই জান না। আমাদের হল রঙের দোকান। আর রহিমচাচু হল রং-চাচু। এই রং মানে কিন্তু কালার নয়, এই রং মানে হল ভুল। বাবা বলে, রহিম রঙের দোকানে বসে ম্যানেজারি করেও তুমি সব কিছু রং কর কী করে বলতো? আমরা সেই জন্য নাম দিয়েছি রং-চাচু। রং-চাচুও আমাদের সঙ্গে এসেছে। বিশ্বাস না হলে তুমি নীচে গিয়ে দেখে এস। রতনের মাকেও জিগ্যেস করতে পার, সে এখন কুয়োর পাড়ে বসে বাসন মাজছে।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমরা খুব নাম-বিশারদ দেখছি। দেখ আমার যেন কোনও নাম দিয়ে বোসো না।'

এমন সময় নীচ থেকে প্রচণ্ড হট্টগোল ভেসে এল। একেবারে গেল গেল চিৎকার! এক পুরুষের গলা, 'কুয়োতে পড়ে গেছে, কুয়োতে পড়ে গেছে।' তাকে ছাপিয়ে এক মহিলা গলার গর্জন, 'তখনই পই পই করে বললাম যাসনি, ওরে কুয়োতে যাসনি। তুই কুয়োর কী বুঝিস?' এ বার আরও এক পুরুষের গলা, 'কেন যাবে না? কুয়ো কী আমাদের নয়? গোটা বাড়িটাই আমি ভাড়া নিয়েছি। কাগজপত্র সব আছে আমার কাছে। কুয়ো বাড়ির মধ্যেই পড়ে।' আবার মহিলার গলা, 'রাখো তোমার কাগজ। আগে কুয়ো থেকে তোলো।'

সকালে যাদের ভাত, হালকা মুসুরের ডাল, ঝুরো ঝুরো আলু ভাজা, দু'টো পেটির পোনা মাছ খেয়েছি, তাদের এ রকম বিপদের সময় ছাদে বসে পা দুলিয়ে সিগারেট টানা যায় না। টুবাইয়ের হাত ধরে আমি নীচের দিকে ছুটলাম। তমালও চোখ কচলাতে কচলাতে আমার পিছু নিল।

যতটা চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে ঘটনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। হতে পারত, রহিমচাচুর ইনফর্মেশন যদি ভুল না হত, তা হলে ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হত।

রহিমচাচু আমবাগানের মধ্যে দিয়ে আসছিলেন। গৌরী কুয়োর পাড়ে বাসন মাজছিল। কোনও এক তাড়াহুড়োর মুহূর্তে তার হাতের কিছু বাসন কুয়োর ভেতরে পড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে সে চিৎকার করে ওঠে, 'পড়ে গেল, পড়ে গেল, কুয়োয় পড়ে গেল!' রহিমচাচু তার ভুল স্বভাব অনুযায়ী সামান্য ভুল শোনেন। 'পড়ে গেল'র বদলে তিনি শোনেন, 'পড়ে গেলাম, পড়ে গেলাম, কুয়োয় পড়ে গেলাম।' রহিমচাচু হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েন এবং ঘোষণা করেন, গৌরী কুয়োয় পড়ে গেছে। তাই এত হইচই।

তবে গৌরীকে দেখে মনে হচ্ছে দু'টি থালা, একটা গেলাস এবং একটা হাতার বদলে যদি সে নিজে পড়ে যেত তা হলে অনেক ভাল হত। সে মাঝে মধ্যেই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে। বাসনের জন্য হা-হুতাশ। ভেতর থেকে সেই শব্দ ভেসে আসছে।

আমরা বসে আছি হলিডে হোমের লাল বারান্দা কাম উঠোনে। এখানে সিমেন্ট

BanglaBook.org

দিয়ে বাঁধানো চমৎকার বসার ব্যবস্থা। অনেকটা চেয়ারের মতো। যতীনবাবু, সুরমাদেবী, রহিমচাচু, বুবাই, তমাল এবং আমাকে সেখানে চমৎকার ধরে গেছে। টুবাই বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। কিছুক্ষণ হল সন্ধে হয়েছে, তবে এখনও অন্ধকার হয়নি। দিন তার সামান্য আলো এখনও ভুল করে ফেলে গেছে, একটু পরে এসে নিয়ে যাবে।

আমাদের চা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বাড়ির তৈরি কুচো নিমকি।

জানতে পারলাম, এ-বাড়ির সকলেই একসঙ্গে বিকেলে বেড়াতে বের হয়। আজ কুয়োর ঘটনায় সেই ভ্রমণ বাতিল হয়েছে। সকলে মিলে তাই বারান্দায় এসে বসেছে।

যতীনবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'একটা বড় ফাঁড়া কাটল।'

'এখনও কাটেনি। কাল বাসনগুলো তোলা হলে কাটবে।' সুরমাদেবী উত্তর দিলেন।

'বেড়াতে এসে সামান্য বাসন টাসন নিয়ে ভেব না তো।' যতীনবাবুর গলায় একটা উদার ভাব।

'টুবাই উঠে এসো, অন্ধকার হয়ে গেছে। ভাবতাম না, ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। বাসনগুলো না পেলে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে। গেলাসের বদলে আঁজলা করে জল খাওয়া যায় হয়তো, হাতে করে তো আর ভাত খাওয়া যাবে না।'

'হা হা। ভাল বললে তো, হাতে করে ভাত? হা হা। ও কাল ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। আজ কোনওরকমে চালিয়ে দাও। তুমি বরং গৌরীকে এখানে আসতে বল। ও একটু খোলা হাওয়ায় বসে যাক। বেচারি বাসন হারানোর শোকে খুবই কাতর মনে হচ্ছে।'

সুরমাদেবী ফিস ফিস করে বললেন, 'কাজের লোককে নিয়ে অত আদিখ্যেতা করতে হবে না।'

গৌরীকে ডাকতে হল না। সে এসে গুটিসুটি মেরে সিঁড়ির ওপর বসল।

যতীনবাবু এবার তাকালেন তমালের দিকে, 'কী মাস্টার, কেমন লাগছে বল? বেড়ানোর পক্ষে ভাল কি না জানি না, তবে রেস্টের জন্য শিমুলতলা একেবারে ফাইন, ফাইনার, ফাইনেস্ট। খাও দাও, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাক। শুয়ে থাকতে থাকতে যখন একপাশ ব্যথা হয়ে যাবে তখন ওপাশ ফিরে শোও। হা হা। তোমরা কত দিনের জন্য এসেছ?'

তুমি সম্বোধনে ভদ্রলোক আমাদের অনেকটা আপন করে নিতে চাইলেও তমাল এখনও আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে আমতা আমতা করে বলল, 'না, এখনও ঠিক করিনি। দেখি, আমার এই বন্ধুটির কত দিন ভাল লাগে। ওকে বরং জিগ্যেস করুন। ও আবার কলকাতার বাইরে বেশি দিন থাকতে পারে না।'

BanglaBook.org

ব্যাটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। প্রতিশোধ নিল। দুপুরে খাওয়ার পর ওকে বলে দিয়েছিলাম, 'আজ কিন্তু তোমার কেয়া দিদিমণিকে খুঁজতে পারব না, আজ একেবারে কমপ্লিট রেস্ট। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি একা যেতে পার, আমাকে কিন্তু ডাকবে না।' তমাল মৃদু আপত্তি তুলেও মেনে নিয়েছিল। এখন সেটারই একটা প্রতিশোধ নিল।

যতীনবাবু আমার দিকে ফেরার আগেই বললাম, 'আমার খুব সুন্দর লাগছে। ইচ্ছে করছে এখানেই থেকে যাই।'

'অ্যাঁ বল কী! এখানেই থেকে যাই? অ্যাঁ! শুনলে কথাটা? সুরমা শুনলে? হা হা। দারুণ বলেছো ভায়া। সত্যি বড় অপূর্ব জায়গা। আর তোমাদের বউদি খালি বলছে আমি না কি একটা হতচ্ছাড়া জায়গায় নিয়ে এসেছি। হা হা।'

'হতচ্ছাড়া বলেনি, মা বলেছে হতকুচ্ছিত।' টুবাই বলে উঠল।

সুরমাদেবী বললেন, 'চুপ কর টুবাই, তোমাকে বেশি পাকামো করতে হবে না।'

এতক্ষণ চুপ করেছিল বুবাই। সেই বিকেল থেকে দেখছি একটা বই মুখের সামনে খুলে বসে আছে। এখনও দেখছি বইটা মুখের সামনে খোলা। প্রথমে ভেবেছিলাম গল্পের বইটই হবে। আলো থাকতে থাকতে দেখেছি বইটার নাম, ভুগোল সহায়িকা, ষষ্ঠ শ্রেণি। বইটা এখনও খোলা। এই অন্ধকারে ও পড়ছে কী করে? বোনের কথায় বুবাই মুখ খুলল।

'মা, টুবাই সকালেও একটা পাকামো করেছে। ও ক্যামেরা দিয়ে গৌরীমাসির ঘর ঝাঁট দেওয়ার ছবি তুলেছে।'

'না মা, শুধু ঝাঁট দেওয়ার নয়, আমি ঘর মোছার ছবিও তুলেছি।'

যতীনবাবু এ বার আকাশ ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। আশ্চর্য কিন্তু, মানুষটা সকালে যেমন ছিলেন এখন যেন তার উল্টো রকম হয়ে গেছেন। সকালে ছিলেন রাগী রাগী, এখন অল্পতেই খুব হাসাহাসি করছেন। যত অন্ধকার বাড়ছে ওর হাসির শব্দও তত বাড়ছে।

সুরমাদেবী গম্ভীর গলায় বললেন, 'টুবাই তুমি যেগুলো তুলেছ সেগুলো তোলার মতো কোনও ছবি নয়, ক্যামেরার ফিল্ম নষ্ট করেছ।'

'থাক থাক, ছেলেমানুষ তুলেছে তুলুক। রহিম তুমি বরং কাল বাজার থেকে একটা রোল কিনে এনো।'

'আচ্ছা স্যার।'

যতীনবাবু এ বার আমাদের উদ্দেশে বললেন, 'দেখেছ মাস্টারমশাইরা, অন্ধকারটা এক বার দেখেছ? একে আমাদের রঙের ব্যবসায় বলা হয়, জাপানি ব্ল্যাক। মনে হচ্ছে হাত বাড়ালে হাতে কিছুটা কালি লেগে যাবে।' বলে মানুষটা সত্যি সত্যি শূন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। অদ্ভুত তো! মানুষটাকে আমার ভাল

BanglaBook.org

লাগছে। অল্প ভাল নয়, বেশি ভাল।

এ সব জায়গায় সকালে যেমন বেশি আলো, তেমনি রাতের অন্ধকারও বেশি। অন্ধকারের মধ্যে একটা ভুতুড়ে গা ছমছমে ব্যাপার আছে। এই হলিডে হোমে বিদ্যুৎ নেই। চারপাশে হালকা একটা কুয়াশা পড়েছে। তার মধ্যে বিন্দু বিন্দু আলো। একেবারে অন্য রকম আলো। হলদেটে ঝিম মারা।

রহিমচাচুর গলা শোনা গেল। 'স্যার, আমি কি রঙিন ফিল্ম আনব?'

টুবাই বলল, 'না চাচু, তুমি সাদা-কালো ফিল্ম আনবে। রঙিন ছবিতে মাকে কালো দেখায় বলে মা খুব রাগারাগি করে।'

কথা ঘোরানোর জন্য সুরমাদেবী বললেন, 'গৌরী হ্যাজাকটা জ্বালাও। ওদের জন্য একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দাও। বুবাই-টুবাই ঘরে এসো। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'আর একটু থাকি না মা।'

'না, আর না।'

'আহা বলছে যখন থাকুক না আর একটু। বাইরে এসে একটু আধটু নিয়ম ভাঙলে কিছু হয় না।'

'হয়। তোমরা ঘরে এসো।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমায় দেখে তমালও উঠল। এই পরিবারের সকালটা যদি যতীনবাবুর হয় রাতটা তা হলে সুরমাদেবীর।

সুরমাদেবী বললেন, 'আপনারা বসুন। গৌরী আপনাদের চা দিচ্ছে।'

যতীনবাবু বললেন, 'সেই ভাল। আর এক রাউন্ড চা হোক।'

ঠিক সেই সময় চার দিক কাঁপিয়ে গুম গুম শব্দ। আমি চমকে উঠলাম। কীসের শব্দ? বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি একটা ট্রেন। সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে হঠাৎ আসা সেই ট্রেন মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল আলোর ঝলকানি নিয়ে। তারপর বাড়িটাকে অর্ধবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে মিলিয়ে গেল আমবাগানের মধ্যে। গোটা ঘটনা ঘটল কয়েক মিনিটের মধ্যে। কিন্তু যেন ঘটকের মতো। নির্জন মাঠে একা পড়ে থাকা রেললাইনের নিজস্ব একটা রহস্য আছে। আজ সকালেই সেই রহস্য আমাকে স্পর্শ করেছে। ট্রেন চলে গিয়ে সেই লাইনকে আরও রহস্যময় করে দিয়ে গেল।

ট্রেনের শব্দে চমকে গিয়ে টুবাই আমার হাতটা চেপে ধরেছিল।

এখন ফিসফিস করে বলল, 'এই বাড়ির একটা নাম দিয়েছি জান?'

'না, জানি না। কী নাম?'

'রেল বাড়ি।'

আমি অন্ধকারের মধ্যেই টুবাইয়ের হাতটা চেপে ধরলাম। বললাম, 'বাঃ।'

BanglaBook.org

যা ভেবেছিলাম তা হল না। ভেবেছিলাম, কেয়া নামের মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে আমাদের অনেক কসরত করতে হবে। সে যেন নিজেই এসে ধরা দিল। না, ধরা দিল না। ছোঁয়ার আগেই মিলিয়ে গেল। আর তাতেই ভয়ঙ্কর যে সব গোলমাল হওয়ার কথা সেগুলোই ঘটল।

রেল স্টেশনের কাছেই বাজার। ছোট বাজার। কয়েক পা হাঁটাহাঁটি করলেই ফুরিয়ে যায়। তবু বাজারটার একটা মজা আছে। মনে হয় বারবার দেখি। কাঁচা বাজার বসে সকালবেলা। খান কয়েক আনাজপাতি আর দু'টো মাছের দোকান। রাস্তার ধারে সারি সারি ঘর। স্টেশনারি, মুদি আর ভাড়া দেওয়ার দোকান। ভাড়া দেওয়ার দোকানগুলো সব থেকে মজার। এগুলোতে বেড়াতে আসা বাঙালিবাবুদের জন্য সবকিছু ভাড়া পাওয়া যায়। দেখলে হকচকানি লাগে। বিছানা, কম্বল, বালিশ, মশারি তো আছেই ; তা ছাড়াও মিলবে টর্চ, হ্যারিকেন, হ্যাজাক থেকে শুরু করে বাংলা ক্যালেন্ডার, সেলাইয়ের বাক্স পর্যন্ত। এ সবের পাশে কয়েকটা মিষ্টির দোকান। দোকানের সামনেই উনুনে চাপানো বড় বড় লোহার কড়াই। সেখানে গরম তেলে অবিরত ফুটছে ল্যাংচা, লেডিকেনি, রসগোল্লা। বিহারি ময়রা গোল ঝাঁঝরি হাতায় তুলে নিয়ে সেগুলোকে ফেলছে রস ভর্তি গামলায়। সেখান থেকে বিলি হচ্ছে খদ্দেরদের শালপাতার ঠোঙায়। গরম মিষ্টিতে অনেকে মুখে ছ্যাকা খাচ্ছে। খেতে খেতে 'উঃ', 'আঃ' করছে। তবু খাচ্ছে। মিষ্টি নয়, গরমই এ মিষ্টির আসল স্বাদ।

এ রকম একটা দোকানে বসে আছে কেয়া। একা নয়। সঙ্গে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, এক মহিলা, একটি কিশোর। ওদের হাতেও শালপাতার ঠোঙা। নিশ্চয় গরম ল্যাংচার জন্য অপেক্ষা করছে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করছে।

ওই মেয়েটিই যে কেয়া এক ঝলক তাকিয়ে তা বুঝতে পেরেছি। তমাল মিথ্যে বলেনি। মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। উগ্র নয়, নরম সুন্দরী। কে জানে মেকআপ করে এরাই হয়তো উগ্র হয়ে যায়। এক ধরনের সুন্দরী আছে, যাদের দিকে পুরুষরাও বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। অস্বস্তি হয়। তমালের সহকর্মী সে রকম নয়। ওর দিকে তাকাতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে মেয়েটার পুরো মুখটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। ও মাথায় একটা বেগুনি রঙের স্কার্ফ বেঁধেছে।

তমাল উত্তেজনায় আমার হাত চেপে বলল, 'ওই দেখ কেয়া, দেখতে পাচ্ছিস?'

'না, দেখতে পাচ্ছি না।'

'সে কীরে! এত কাছ থেকেও দেখতে পাচ্ছিস না? অন্ধ না কি?'

BanglaBook.org

'দেখতে হয়তো পাচ্ছি। চিনতে পারছি না। আমি তো আর কেয়ার সঙ্গে এক অফিসে চাকরি করি না।'

'তা ঠিক। তুই চিনবি কী করে। ওই যে হলুদ শাড়ি পরে বসে আছে মেয়েটা। ওই তো রে, যে মিষ্টির দোকানের বেঞ্চে। ওরা ওর বাবা, মা, ভাইটাই হবে।'

গল্পের নায়িকাকে এত সহজে পেয়ে যাবে তমাল ভাবতেও পারেনি। উত্তেজনার পাশাপাশি তাই ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে গেলেও তমাল এগিয়ে গেল। শর্ত অনুযায়ী আমার ওর পাশে থাকার কথা, কিন্তু আমি গেলাম পেছন পেছন। আমার আবিষ্কৃত 'ডিসট্যান্ট আইডেনটিটি সিন্ড্রোম' তত্ত্ব অনুযায়ী কেয়ার উচিত ছিল তমালকে দেখে লাফিয়ে ওঠা। পাশে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ানো, দুপুরে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করা। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। গোটা তত্ত্বটাই ফেল করল। শুধু ফেল করল না, বরং উল্টো হল। তমালকে দেখার পর তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ওর গম্ভীর মুখ দেখে দলের বাকিরাও হাসাহাসি বন্ধ করে দিল। মেয়েটি তমালের কথার উত্তর দিতে লাগল খুবই তাচ্ছিল্য এবং বিরক্তির সঙ্গে।

দূর থেকেই শুনতে পেলাম তমাল বলল, 'আরে! কেয়া! আপনি? কবে এলেন?'

এমনভাবে বলল যেন সে শিমুলতলায় গত এক মাস ধরে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

কেয়া মুখ তুলল। তমালের গলাটা একটু উঁচুর দিকে ছিল। অন্যরাও মুখ ফেরাল।

কেয়া বলল, 'পরশু। ভাল আছেন তমালবাবু?'

'আমরা এসেছি কাল। কাল সকালে। খুব ভোরে।'

'জানি।'

কেয়ার কথায় ভারী ঘাবড়ে গেল তমাল। সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

'জানেন! কী করে জানলেন?' তমালের মুখে শুকনো হাসি।

'আপনারা টাঙা করে যাচ্ছিলেন। আমি বাবাকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম।'

বাবাঃ অত ভোরে মর্নিং ওয়াক?'

'মর্নিং ওয়াক ভোরেই করতে হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো বটেই। ভোরেই তো করতে হয়। ইনিই বোধহয় আপনার বাবা?'

'না, কাকা। বাবার শরীরটা ভাল নেই, উনি বাড়িতে আছেন। আর এই যে আমার মা, খুড়তুত ভাই। মা, উনি তমালবাবু, আমার সহকর্মী।'

'ওহ্, আলাপ করাতে ভুলেই গেছি। এ হল আমার বন্ধু সাগর। ওর জন্যই

BanglaBook.org

হঠাৎ করে চলে আসতে হল। বেচারির শরীরটা ভাল নেই। এত অল্প বয়সেই পেপটিক আলসারে ভুগছিল। ডাক্তার বলল, ক'দিন চেঞ্জে যান। জল বদলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা কোথায় উঠেছেন কেয়া?'

'কাছেই।'

'কোনও হোটেলে টোটেলে না কি?'

'না, ওই দিকে।'

'আমরা উঠেছি হলিডে হোমে। রেল লাইন পেরিয়ে। একেবারে ফ্যানটাস্টিক। সাগরটা অবশ্য কাঁউমাউ করছে। ওর আবার ভূতের ভয়। হা হা।'

তমালের এই গায়ে পড়া বোকামিতে গোটা পরিবার বেশ অবাক হয়ে গেছে। ওদের কোনও দোষ নেই, আমি নিজেও হয়েছি। চাকরির জন্য মানুষকে কত কিছুই না করতে হয়। শুধু অভিনেতা বা বোকাই হতে হয় না, নির্লজ্জও হতে হয় দেখছি। কেয়া নামের মেয়েটি আমাদের এখনও বসতে বলেনি। তমালের প্রতিটি কথার উত্তরই দিচ্ছে এমন ভাবে যার একটাই মানে—এ বার তোমরা কেটে পড়। তমালও নিশ্চয় বুঝতে পারছে। কে জানে হয়তো পারছে না। প্রোমোশন বা চাকরির কনফার্মেশন সামনে থাকলে মানুষের মাথার অনেকটা দিক হয়তো ভোঁতা হয়ে যায়। আমি বেকার মানুষ। চাকরির এই রহস্য আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

কেয়াদের মিষ্টি দিয়ে গেছে। একটা করে ল্যাংচা, দু'টো করে রসগোল্লা। কেয়ার খুড়তুত ভাই বলল, 'আমি একটা সিঙ্গাড়া খাব।'

কেয়ার কাকা এ বার মুখ খুলল। তার গলায় মাফলার। কথাটাও একটু ভারী ভারী। বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

'আঃ ছোটু, এদের তেলটা ভাল নয়।'

'না ভাল হোক, আমি খাব।'

কেয়া বলল, 'আহা খেতে চাইছে খাক না। একটা খেলে কিছু হবে না। মা, বাবার জন্য ক'টা রসগোল্লা নিয়ে নেব?'

বয়স হয়ে গেলেও কেয়ার মা মেয়ের মতোই সুন্দরী। চটক নেই, আলতো করে লেগে থাকা একটা সৌন্দর্য। তিনি বললেন, 'রসগোল্লা নয়, তুই বরং দু'টো ল্যাংচা নিয়ে নে।'

'নিয়ে যেতে যেতেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু।'

'সিঙ্গাড়াটা কিন্তু ভাল। দিদি, তুই একটা খেয়ে দেখতে পারতিস।'

'মা, তুমি একটা খাবে?'

'খেপেছিস না কি? ও একটা খেলে সারাদিন আর কিছু মুখে দিতে হবে না।'

BanglaBook.org

আমি আর তমাল দু'টো বেঞ্চ ছেড়ে বসেছি। যদিও ওদের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কোনও সন্দেহ নেই, ওরা আমাদের পাত্তা না দেওয়ার জন্য এখন সিঙ্গাড়া, রসগোল্লা নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'তমাল, চল উঠে পড়ি।'

তমাল বলল, 'পাগল না কি? এক বার চলে গেলে আর খোঁজ পাব ভেবেছিস?'

'এ ভাবে কিছু হবে না।'

'হতেই হবে।'

'তুই ভুল পথে হাঁটছিস।'

'ভুল ঠিকের কিছু নেই। চুপ করে বোস।' এ বার তমাল গলা চড়াল, 'এই যে ভাই, এখানে দু'টো করে মিষ্টি দাও।'

'এই ছোট জায়গায় হারাবে কোথায়? ঠিক খুঁজে বের করব। আগে মাথা ঠাণ্ডা করে প্ল্যান অব অ্যাকশনটা ভেবে নে।'

হ্যাঁরে সাগর, ওই ব্যাগে ছবিগুলো নেই তো?'

'কোন ব্যাগে?'

'ওই যে কেয়ার কোলে ব্রাউন ভ্যানিটি ব্যাগটায়?'

'থাকতেও পারে। থাকলেই বা কী করবি? তুলে নিয়ে পালাবি?'

'দরকার হলে তাই করতে হবে।'

'তোকে তাই করতে হবে। এমনিতে তো তোকে ধারে কাছে ভিড়তে দেবে বলে মনে হয় না। কী যে তুই বলেছিলি, তোর সঙ্গে না কি দারুণ ভাব? গুল মেরেছিলি?'

'না রে, বিশ্বাস কর। অফিসে এক রকম, এমন দেখছি একেবারে অন্য রকম! আমাকে চিনতেই পারছে না!'

তমালের গলা আটকে আসছে। দুঃখে না মিষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে না।

'তুই বরং কলকাতায় তোর বসকে একটা ফোন কর।'

'ফোন করে কী বলব?'

'বল, কাজ অনেকটা এগিয়েছে। তারপর আটকে গেছে। মিস্ কেয়া ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।'

'সুমিত মিত্র কী করবে?'

'একটা উপায় বাতলাবেন। দরকারটা আসলে তো ওঁরই।'

'যদি রেগে যান?'

'কাজটা না পারলে তো রেগে যাবেই। না কি খুশি হবে ভাবছিস?'

কেয়াদের খাওয়া হয়ে গেছে। ওর কাকা দাম মেটাচ্ছে।

BanglaBook.org

দাম মিটিয়ে কেয়া আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

'চলি তমালবাবু। কলকাতায় দেখা হবে। ভাল করে ঘুরে নিন।'

তমাল যেন ভেঙে পড়ল, 'সে কী! চলে যাচ্ছেন?'

কেয়া একটু হাসল। মেয়েদের সাধারণত হাসলে সুন্দর দেখায়। কেয়ার ক্ষেত্রে উল্টো নিয়ম। হাসি নয়, গাম্ভীর্য ওর রূপ বাড়িয়ে দেয়। জানি না কাঁদলে হয়তো ওকে আরও বেশি সুন্দর দেখাবে। এই মেয়ের কান্না কি কোনও দিন দেখতে পাব? সে তমালের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাব না? সারাদিন মিষ্টির দোকানে বসে থাকলেই হবে? বাজার টাজার করে ফিরব।'

'না না, তা বলছি না। কলকাতায় দেখা হবে বললেন তাই ভাবলাম, কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'না কলকাতায় নয়, কালই আমরা দেওঘর চলে যাব। এখানকার জলটা বাবার ঠিক স্যুট করছে না। তা ছাড়া—।'

কেয়ার মা ডাক দিলেন, 'তোর কি দেরি হবে? আমরা এগোব?'

'দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি। আর তা ছাড়া কী জানেন?'

'কী?'

'তা ছাড়া, এখানে বড্ড চেনা লোক। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে বেড়ানোই মাটি হয়ে যায়। তাই না? চলি।'

তমালের মুখটা সেই যে ঝুলে গেল ঝুলেই রইল। এটা স্বাভাবিক। কেয়া ওকে যা বলে গেল তা শুধু এক গালে চড় নয়, দু'গালে চড়। ভাল করে দেখলে দু'টো গালেই আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে। আমি সেই জন্য ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। যার পয়সায় এখুনি লেডিকিনি খেলাম তার মুখে চড়ের দাগ দেখাটা ঠিক নয়। আমি মুখ নামিয়ে বললাম, 'ছেড়ে দে তমাল, দুঃখ করিস না। অল্পবয়সি মেয়েদের অপমান গায়ে মাখতে নেই। এই তো সে দিন শ্যামবাজার বাড়িতে অনুমিতা না মধুমিতা নামের একটা মেয়ে আমাকে কী অপমানটাই না করল। আমি কি গায়ে মেখেছি? একদম মাখিনি।'

তমাল আমার কথা শুনল বলে মনে হয় না। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, অসভ্য মেয়ে। ওর চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে অসুবিধে হয়? কই অচেনা লোকের সঙ্গে খারাপ ছবি তুলতে তো অসুবিধে হয় না? অসভ্য। অতি অসভ্য।'

'আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগল। দারুণ একটা পার্সোনালিটি আছে মেয়েটার।'

'তুই চুপ কর। তোর তো সবাইকে ভাল লাগে, আমার বসকেও বলছিলি ভাল।'

'ভাল নয়, বলেছি আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। বলব না? ওর জন্যই তো এমন চমৎকার একটা জায়গায় বেড়াতে এলাম। এত ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে আলাপ

BanglaBook.org

হল। এর পরে ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াটা বেশি কিছু নয়। ভাবছি ফেরার সময় তোর ঘোঁট মিত্রর জন্য ছোটখাটো একটা গিফ্‌ট নিয়ে যাব। মাটির অ্যাশট্রে ধরনের কিছু পেলে ভাল হত। তোর কাছ থেকে টাকা ধার করে কিনে নিতাম।'

তমাল কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

আজকাল পথে বের হলে চায়ের দোকান খুঁজতে হয়, টেলিফোনের বুথ খুঁজতে হয় না। মনে হয় সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলেও এখন টেলিফোন বুথ পাওয়া যাবে। কাঁচের দরজায় লাল দিয়ে লেখা থাকবে এস টি ডি। সেখান থেকে অনায়াসে কথা বলা যাবে সিঙ্গাপুর বা সানফ্রান্সিকোয়। তারপর কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে দেখা যাবে বাইরে গম্ভীর মুখে বসে আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

এখানেও টেলিফোন বুথ পেতে অসুবিধে হল না। তমাল ঢুকল তার সুমিত মিত্রকে টেলিফোন করতে। বুঝতে পারছি সুমিত মিত্রকে টেলিফোন করে তমালের কোনও উপকার হবে না। উনি কোনও উপায় বাতলাতে পারবেন না। কেয়া এবং তমালের সম্পর্ক নিয়ে তিনি কিছু খবর পেয়েছিলেন ঠিকই। সেই খবরের ওপর নির্ভর করে তিনি একটা ধারণা তৈরি করেন। সম্ভবত তার মনে হয়েছিল, কেয়ার সঙ্গে কথা বলে তমাল ছবিগুলো হাতাতে পারবে। হাতাতে না পারুক প্রস্তাবটা অন্তত তুলতে পারবে। সেই প্রস্তাবে মেয়েটার কী ভাব-গতিক হয় তা শুনে পরের কোর্স অফ অ্যাকশন ঠিক করবেন। সেই ধারণা থেকেই তিনি কাজটা তমালকে দেন। এখন সবটাই গুবলেট হয়ে গেছে। ছবিগুলো জোগাড় করা তো দূরের কথা, কেয়াকে এ বিষয়ে কোনও কথা বলার সুযোগই পাবে না তমাল। কলকাতায় ফিরে সে আর এক বার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে সুযোগ সুমিত মিত্র দিতে পারবে বলে মনে হয় না। লোকটার তাড়া আছে, সেই কারণেই তাড়াহুড়ো করে পিছু পিছু পাঠিয়েছে। বেচারি তমাল পড়ে গেল সিরিয়াস ধরনের ঝামেলায়। তার এখন এগোনো পিছোনোর দু'টো পথই বন্ধ। আমার মনে হচ্ছে অফিসে তমাল একটা বড় ধরনের বোকামি করে বসে আছে। সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে সে যতটা ঘনিষ্ঠ বলে প্রচার হয়েছে তার দশ ভাগের একভাগ ঘনিষ্ঠও আসলে সে নয়।

অনেকেই বাজার সেরে ফিরে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, শিমুলতলায় বাজার করতে আসাটাও একটা বেড়ানো। সপরিবারে আসতে হয়। বেশি কেনাকাটার কিছু নেই তবু সকলেই অনেকক্ষণ সময় কাটায়। শীত শীত রোদে অকারণে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। যতীনবাবুরাও নিশ্চয় সবাই মিলে বাজার করতে আসবেন। তমাল আর আমি ঠিক করেছি, ওরা বাজারে আসার আগেই আমরা একটা কাজ করে ফেলব। দু'টো মুরগি কিনে নেব। ওদের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বলব,

BanglaBook.org

'আপনারা আনাজপাতি কিনতে পারেন কিন্তু আমরা মুরগি কিনে ফেলেছি।' এতে যতীনবাবু আমাদের ওপর রেগে যাবেন। বলবেন, 'ছি ছি। এ আপনারা খুব অন্যায় করলেন। ছাত্রের বাড়িতে মাস্টারমশাইরা দু'বেলা খাবেন তার জন্য এ সব কী?' আমরা বলব, 'সে আমরা জানি না। কিনে ফেলেছি, এখন তো আর ফেরত নেবে না।'

তমাল যে রকম দেরি করছে তাতে মুরগি কেনার কী হবে বুঝতে পারছি না। অনেক দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় শুনি টেলিফোন বুথের ভেতর থেকে তমালের চড়া গলা ভেসে আসছে। ঝগড়ার গলা।

'কেয়া, বিহার মে টেলিফোন কা আলগ নিয়ম হোতা হ্যায় কেয়া?'

'আপ তিনমে বাত করা হ্যায়, তিন কো চার্জ দেনা হোগা।'

'কিউ? কিউ হাম তিনকো চার্জ দেগা? উসি মে দো রং নাম্বার থা।'

'হাম কেয়া মালুম হায় ও রং থা না কারেক্ট থা?'

'তুমহারা দোকান হ্যায়, তুমহারা ফোন হ্যায়, তুম মালুম করেগা নেহি তো কোন করেগা?'

'ইতনা তং মৎ কর, চার্জ দে দো।'

'নেহি দেগা।'

'জরুর দেগা।'

'কিঁউ? তুম মারেগা?'

এই পর্যায়ে আমি দোকানে ঢুকি এবং ঝগড়ার মধ্যে নাক গলাই। নাক গলানোর কিছু নেই। টেনশনে তমালের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তিনটে ফোনের চার্জ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

তমাল গুম মেরে গেছে। যাবারই কথা, সকাল থেকে বেচারির ওপর যা চলছে। এ বার ওর ওপর আমার একটু একটু মায়া হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত দু'টো জ্যান্ত মুরগি কিনে আমরা রিকশয় উঠে বসলাম। কেনাকাটার সময় তমালকে কথা বলতে দিইনি। আবার যদি ঝগড়াঝাঁটি করে ফেলে। আগে মাথা ঠাণ্ডা হোক। রিকশয় উঠে বললাম—

'বসকে ফোনে পেলি?'

'হ্যাঁ।'

'কথা হল?'

'হ্যাঁ।'

'বলবি?'

'কী বলব?'

BanglaBook.org

'দেখ তমাল, তোর আপসেট হওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আপসেট হয়ে লাভটা কী বল।'

'কী করব? ধেই ধেই করে নাচব? আমার জায়গায় তুই থাকলে তখন বুঝতিস।'

'তুই আমার ওপরও রেগে যাচ্ছিস।'

'বস বলল, আমি কী জানি? তোমার অ্যাসাইনমেন্ট তুমি বুঝবে। আর একটা কথা বলল।'

'কী বলল?'

'বলল, আমার হিসেব ভুলের ফাইলটা ভাইস-প্রেসিডেন্ট না কি চেয়ে পাঠিয়েছে।'

এই পর্যন্ত বলে তমাল আমার হাত চেপে ধরল। তারপর একটা বোকার মতো কাণ্ড করল। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'আমাকে বাঁচা। প্লিজ। আমার চাকরিটা চলে যাবে।'

চাকরি এত সহজে চলে যাবে কি না বলতে পারব না, কিন্তু চাকরিটা পেতে তমালকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ওর দূর সম্পর্কের এক কাকা হলেন কেন্দ্রীয় দুধ ও পুষ্টি দপ্তরের অফিসার। তিনি তিন মাস ঝুলিয়ে রাখার পর কাজটা জোগাড় করে দেন। চাকরি পাওয়ার পক্ষে তিন মাস এমন কোনও সময় নয়। অনেককে তিন বছর হেসে খেলে অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু তমালের এই তিন মাস এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। প্রতিদিন তাকে কাকার কাছ থেকে দুধ আর জলের হিসেব শুনতে হয়েছে।

এত কষ্টে পাওয়া চাকরি চলে যাবে মনে হলে দুঃখ পাওয়ারই কথা। তা বলে এত বড় একটা ছেলে প্রকাশ্যে এ ভাবে কেঁদে উঠবে? তমাল বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে এ তো বড় ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

হলিডে হোমে ফিরে দেখি ঝামেলা শুধু বড় নয়, ঝামেলা মারাত্মক।

মুরগি অনেক বেশি হয়ে গেছে, মোট ছ'টা।

ঘটনা হল, বাড়ির পাশ দিয়ে এক ফেরিওলা ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে খানকতক মুরগি নিয়ে যাচ্ছিল। দাম একটু বেশির দিকে। তবে একটা কিনলে একটা ফ্রি। ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের আধুনিকতম সংযোজন হল বাই ওয়ান গেট ওয়ান। এই লোভ সামলানো বড় কঠিন। সুরমাদেবীও সামলাতে পারেন না। তিনি দু'টো কিনে ফেললেন। দু'টো দামের মুরগির সঙ্গে দু'টো বিনামূল্যের মুরগিও ঢুকে পড়েছে। এরপর আমাদেরগুলো নিয়ে আমরা পৌঁছেছি। ফলে মোট হল ছ'টা।

সকালের দিকে যতীনবাবু রেগে থাকেন। অতগুলো জ্যান্ত মুরগি দেখে রাগ

BanglaBook.org

আরও বেড়ে গেল। বাড়ারই কথা। বললেন, 'ব্যাপারটা কী? অ্যাঁ, ব্যাপারটা কী? বাড়িতে তোমরা কি হাট বসাবে না কি? এত মুরগি খাবে কে? ইস উঠোনটা কীভাবে নোংরা করছে দেখ। ছি ছি।'

গৌরী নামের মহিলাটিকেও দেখলাম খুবই বিরক্ত। সে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এতগুলোকে কাটবে কে? আমি জহ্লাদ না কি? আমি পারব না।'

সুরমাদেবীর মুখটা কিন্তু হাসি হাসি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না তিনি রেগে গেছেন। বরং উল্টোটাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মহিলা বেশ মজা পেয়েছেন। চায়ের সঙ্গে আমাদের তিনটে করে লুচি দিলেন। লুচির পাশে গরম হালুয়া।

দারুণ খুশি হয়েছে টুবাই-বুবাই। তারা এমন করছে যেন এই বাড়িতে চিড়িয়াখানা খোলা হয়েছে।

মুরগিগুলোর ফুর্তিও লক্ষ করার মতো। দল বাঁধতে পারায় তারা বিশেষ আনন্দিত। ক্যাঁচ ম্যাঁচ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পায়ের দড়ি খুলে দেওয়ার ফলে সব ক'জনই স্বাধীন। পাখি জাতীয় প্রাণীরা সব জায়গা থেকেই খাবার খুঁজে পায়। এরাও পেয়েছে। যত্রতত্র নোংরাও করছে। তারা বাড়ির কর্তার রাগারাগিকে একেবারেই আমল দিচ্ছে না। ভাবটা যেন 'দু'দিনের জীবন, হেসে খেলে কাটিয়ে নিই।'

যতীনবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'এই যে রহিম, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এগুলো কাটার একটা ব্যবস্থা করো। ব্যাটারা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ তো বাড়ি ঘর নোংরা করবে?'

রহিমচাচু বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কী ব্যবস্থা করব স্যার? বড় ছুরি টুরিতে হবে?'

'ছুরি এনে কী হবে? আমার গলা কাটবে?'

'ছি ছি। এ কী বলছেন স্যার? আপনার গলা কাটব কেন?'

'তা হলে? ছুরি দিয়ে কী হবে? তুমি কি মুরগি কাটতে জান?'

'না, স্যার, জানি না।'

'তাহলে বোকার মতো কথা বলছ কেন? এমন কোনও লোক ধরে আনো যে কাটতে পারবে। জ্যান্ত মুরগি তো আর খাওয়া যাবে না।'

নিজেদের অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের মুরগিগুলোই যত নষ্টের গোড়া। যুক্তি তাই বলছে। আট জনের জন্য সুরমাদেবী দু'টো কিনেছেন। ঠিকই করেছেন। সঙ্গে দু'টো ফ্রি পেয়েছেন। ফ্রিতে কিছু পাওয়া সব সময়েই আনন্দের। এ ক্ষেত্রেও তাই। বাকি রইল আমাদের দু'টো। ও দু'টোই যত ঝামেলা করেছে।

তবে একটা সমস্যা হয়েছে। আমাদের দু'টোকে এখন আর আলাদা করতে পারছি না। বাকিগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। কোনগুলো বেশি দাম দিয়ে

BanglaBook.org

কেনা, কোনগুলো ফ্রিতে পাওয়া গেছে, কোনগুলো আমরা এনেছি তা আর বোঝার উপায় নেই। আমাদের দু'টো কি লাল রঙের ছিল? না কি বাদামি? একটা সাদা ছিল না? ইস, ভাল করে চিনে রাখলে হত। মানুষ চিনে রাখা যায়, মুরগি চিনে রাখা অত সহজ নয়।

সুরমাদেবী আমাদের আরও দু'টো করে লুচি দিয়ে বললেন, 'রহিম, তুমি বাজার থেকে একটা বড় ডেকচি ভাড়া করে আনো তো। একটা গুঁড়ো লঙ্কার প্যাকেট এনো।'

যতীনবাবু পা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'পারলে জনাদশেক লোকও নেমন্তন্ন করে আসবে। শুধু রাঁধলেই তো হবে না। এত মাংস তো খেতে হবে।'

'স্যার অত লোক কি পাওয়া যাবে?'

'তা হলে তুমি খাবে।'

উত্তেজনার এই পর্বে টুবাই ফিক করে হেসে ওঠে। আশ্চর্য ব্যাপার সুরমাদেবী এবং গৌরীও সেই হাসিতে যোগ দিল যে।

ছাদের ঘরটা শুধু চমৎকার নয়। ঘরের খাটটাও চমৎকার। যে দিকেই মাথা দিয়ে শোয়া যাক না কেন, মাঠ আর ট্রেন লাইনটা দেখা যাবেই। মাঠের শেষে পাহাড়ের একটা হালকা রেখা। মনে হচ্ছে কেউ যেন তুলি দিয়ে আঁকছিল। আঁকতে আঁকতে রং ফুরিয়ে গেছে। সেই কারণেই এখন হালকা। বিকেলে রং এনে পাহাড়টাকে ঠিক গাঢ় করে দেবে। পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকলে মন ভাল হয়ে যায়। আমি তাকিয়ে আছি। তমাল কোনও দিকেই তাকিয়ে নেই। সে চোখ বুজে আছে।

'তমাল, দেখ কী সুন্দর!'

'তুই দেখ, আমার ভাল লাগছে না।'

'তুই অত চিন্তা করিস না। ঠিক একটা কিছু হয়ে যাবে।'

'না, আর কিছু হওয়ার নেই, কাল চলে যাব।'

বেচারিকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। আগে টেনশনে ভুগছিল, এখন হতাশা এসেছে। আমিই বা কী করতে পারব? ওকে সাহায্য করার কোনও উপায় মাথায় আসছে না।

'এই যে মশাই, ও মশাই, শুনতে পাচ্ছ?'

টুবাইয়ের ডাকে ঘরের বাইরে এলাম। শুধু টুবাই নয়, সঙ্গে তার দাদাও আছে।

'তুমি কি কোনও কাজ করছ?'

'আমি করছি না। তবে তোমাদের মাস্টারমশাই করছে।'

'কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে।'

BanglaBook.org

'যাঃ, ঘুমোনোটা কোনও কাজ না কি?'

'খুব বড় কাজ। এ বার বলো, তোমাদের জন্য কী করতে পারি?'

'মা বলল, তোমাদের যদি কোনও কাজ না থাকে তা হলে আমাদের নিয়ে একটু বেড়াতে যাবে?'

বুবাই বলল, 'আজ আমাদের লাট্টু পাহাড় যাওয়ার কথা ছিল। বাবা রেগে গেছে বলে যাওয়া হল না। মা বলল, কাছাকাছি যদি কোথাও ঘুরিয়ে আনো ভাল হয়।'

ঘরের মধ্যে বসে তমালের বেজার মুখ দেখার চেয়ে এদের নিয়ে বেরিয়ে পড়াটাই মনে হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, খুব ঠিক কাজ করেছি। শিমুলতলায় যে ক'টা কাজ আছে, তার মধ্যে অন্যতম সেরা কাজ হল ছোটদের সঙ্গে বেড়ানো। আমি, টুবাই আর বুবাই বেড়াতে বেরিয়ে যে কত মজা করলাম। ফাঁকা মাঠে আমরা পাঁই পাঁই করে ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে আমরা দিক ভুল করে তিনজনে তিন দিকে চলে গেলাম। একটু পরেই আমাদের সঙ্গে একটা সাদা ছাগলছানা যোগ দিল। সেও আমাদের সঙ্গে ছুটতে শুরু করল। এক সময়ে গাছপালার মধ্যে হারিয়েও গেল। তাকে খুঁজতে গিয়ে আমরা ঝোপের মধ্যে এক ধরনের বুনো ফুল আবিষ্কার করলাম। রং বেগুনি। মাঝে মাঝে আবার সাদা ছিট ছিট। টুবাই ফুলটার একটা নামও দিল। নীলশিমুল। শিমুলতলার নীল ফুল। এরপর আমরা ঢিল ছোড়া, ঢিল ছোড়া খেললাম। ফাঁকা মাঠে তিনজনে প্রাণখুলে ঢিল ছুড়লাম। কলকাতায় এমন খেলার কথা ভাবাই যায় না। পেয়ারা গাছে ওঠার সময় খুব মজা হল। টুবাই তড়বড় করে অনেকটা ওপরে উঠে গেল, নামার সময় আর নামতে পারে না। কেঁদেকেটে একসা। একটা ছোট্ট ঢিপি পেয়ে আমরা পাহাড়ে চড়লাম। বুবাই সেখানে এভারেস্ট জয় করল। ঢিপির মাথায় উঠে সে গাছের ডাল পুঁতে দিল। তারপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। এক সময় হাঁপিয়ে পড়ে তিন জনেই ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়েছি। মনে হতে লাগল, এই মাঠ, আকাশ সব আমাদের তিন জনের। শুধু আমাদের তিন জনের। শুয়ে শুয়ে টুবাই একটা খেলা শেখাল, বলল, এই খেলার নাম না কি মেঘ-মানুষ খেলা। মেঘ দেখে মানুষ চিনতে হবে। টুবাই মেঘের মধ্যে অনেক চেনা লোক খুঁজে পেল। ওর বন্ধু শ্রেয়া, নাচের দিদিমণি, রহিমচাচু। নাচের দিদিমণির পায়ে ঘুঙুর এবং রহিমচাচুর চোখের চশমাও মেঘের মধ্যে পরিষ্কার দেখা গেল। বুবাই খুঁজে গেল গৌরীমাসি আর যতীনবাবুকে। এই খেলায় আমি লাস্ট হলাম। আমি কাউকে খুঁজে পাইনি। মেঘের মধ্যে আমি একজন সুন্দরী, রাগী, খারাপ মেয়ের মুখ দেখতে পেলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও চিনতে পারলাম না! মেয়েটা কে? কেয়া? না কি রেবা? আচ্ছা,

BanglaBook.org

মঞ্জুবউদির ঠ্যাটা বোনটা নয়তো?

বাড়ি ফিরে এসে দেখি দারুণ ব্যাপার। রান্না-বান্না শেষ। একগাদা শালপাতা এসেছে। কুয়োর পাড়ে সেগুলো ধোয়া হচ্ছে। সুরমাদেবী ঘোষণা করেছেন আজ পিকনিক। সবাই একসঙ্গে ছাদে বসে শালপাতায় খাবে। শালপাতার সঙ্গে বেশ কিছু খুরিও আনা হয়েছে। এগুলো জলের গেলাস। গেলাসগুলো একটাও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। যে যার গেলাস সামলাচ্ছে।

পিকনিকের নিয়মমতো আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসে গেলাম। মেনু খুবই সামান্য। মাংস, ভাত আর চাটনি। ভাতের ওপর শীতের রোদ এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে সোনার ভাত, এ রকম ভাত আগে কখনও খাইনি। পরে কোনও দিন খেতে পারব কি না জানি না।

আজকের ভোজসভার প্রধান আকর্ষণ ভজুয়ার ছেলে। ভজুয়া এই হলিডে হোমের থ্রি ইন ওয়ান। কেয়ারটেকার কাম মালি কাম দারোয়ান। তাকে দেখলে মনে হয় না তিনটে কাজের একটাও সে ভাল করে পারে। বুবাই-টুবাইয়ের কাছ থেকে জানলাম, আজ এতগুলো মুরগি কাটাকাটির কাজ সে-ই করেছে। সেই সুবাদে এই নেমন্তন্নে ডাক পেয়েছে। ভজুয়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার ছেলেকে। ন'দশ বছর বয়স। ভজুয়া জানাল, ছেলের এখনও নাম দেওয়া হয়নি। নাম নিয়ে অত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। বয়স হওয়ার সঙ্গে সে নিজেই ঠিক একটা নাম জোগাড় করে ফেলবে। এখানে বেশিরভাগ ছেলেপুলের না কি এভাবেই নাম হয়।

ভজুয়ার ছেলেও অবশ্য এমনি এমনি ভোজসভায় ডাক পায়নি। তার বাবার সঙ্গে সুরমাদেবীর কথা হয়েছে, খাওয়ার পর সে কুয়োতে নামবে এবং ডুবে যাওয়া বাসনকোসন উদ্ধার করবে। এই ছেলে না কি কুয়োতে নামার ব্যাপারে দারুণ ওস্তাদ! মুশকিল একটাই, নামহীন এই বালক কোনও কথা বলে না। কেবল হাসে। কোনও প্রশ্ন করলেও হাসে, না করলেও হাসে। টুবাই, বুবাই খুবই মজা পেয়েছে। তাকে প্রশ্ন করে করে অতিষ্ঠ করে তুলছে। আমার মনে হচ্ছে, আসলে ওরা উত্তর চাইছে না। ওর হাসি দেখতে চাইছে। ভজুয়া ওর ছেলেকে সাজিয়ে গুজিয়ে এনেছে। গায়ে জামা নেই বটে তবে মাথায় একটা ঝলমলে গামছার পাগড়ি আছে। আমার খুব শ্যামলদা, মঞ্জুবউদি আর অর্ণবের কথা মনে পড়ছে। এই ঘটনায় ওরা সাক্ষী হতে পারলে আনন্দ পেত।

পিকনিকে খেতে বসলেও যতীনবাবুর মেজাজ মোটেই ভাল নেই। না থাকারই কথা। তিনি একটু আগে জানতে পেরেছেন, কুয়োতে যে বাসনগুলো পড়ে গেছে সেগুলো সবই ভাড়া করা। সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল—ভাড়ার কাগজপত্র কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো রাখার দায়িত্ব ঠিক কার ছিল এ ব্যাপারে এখনও

BanglaBook.org

স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। কাগজপত্র হারালে যতীনবাবুর মাথার ঠিক থাকে না। তিনি প্রথমে ঠিক করেছিলেন পিকনিক বয়কট করবেন। সুরমাদেবী তাঁকে জানান, ভজুয়ার ছেলে কুয়ো থেকে বাসন তুলে আনবে। আর বাসনগুলো পেয়ে গেলে তো কাগজ-টাগজের দরকার নেই। এই আশ্বাসে তিনি খেতে বসেছেন এবং মাঝে মধ্যে আড়চোখে ভজুয়ার ছেলের দিকে তাকাচ্ছেন। তবে খুদে ডুবুরিকে দেখে খুব একটা ভরসা পাচ্ছেন বলে মনে হয় না।

গৌরীমাসিকেও আজ আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে। সে খুবই লজ্জিত। কাজের লোক হয়ে বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে খাওয়া, তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছে মনে হয়। সে লম্বা ঘোমটা টেনে নিয়েছে এবং সবার থেকে বেশি খাচ্ছে।

তমালের মুখ গোমড়া। হাওয়ায় মাঝে মধ্যে তার শালপাতা উড়ছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে হাওয়ার এই বাড়াবাড়িতে সে ভয়ানক রকমের বিরক্ত।

সুরমাদেবী বললেন, 'টুবাই-বুবাই ছবি তুললে কেমন হয়?'

ভাই-বোন দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমি তুলব।'

'ঠিক আছে তোমরা দু'জনে একটা করে তুলবে, আর আমিও একটা তুলে দেব।'

টুবাই ছবি তোলার সময় ভজুয়ার ছেলে এত হাসল যে, ক্যামেরা কিছুতেই ফোকাস করা গেল না। বুবাই ছবি তোলার পর জানা গেল লেন্স ক্যাপ খুলতে সে ভুলে গেছে। ফলে সে ছবি ওঠার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। সুরমাদেবী হাত ধুয়ে ছবি তুললেন। তার ছবি তোলা হয়ে গেলে রহিমচাচু জানালেন, আজ সকালেই তিনি একটা নতুন ফিল্ম কিনে এনেছেন বটে কিন্তু সেটা এখনও ক্যামেরায় লাগানো হয়নি। পুরনো এবং নতুন দু'টো ফিল্মই তার পকেটে রয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্যামেরায় কোনও ফিল্ম নেই। সেই অবস্থাতেই এতক্ষণ ছবি তোলা হল—এই সংবাদ শুনে সুরমাদেবীর খুবই রেগে যাওয়া উচিত ছিল। অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি রাগলেন না। বরং হেসে গড়িয়ে পড়লেন। রাগের ঘটনায় না রাগা কি এখানকার জল হাওয়ার কোনও গুণ! কে জানে।

পিকনিকের শেষ দিকে একটা ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, ভজুয়ার ছেলে মুরগির একটা ঠ্যাং নিয়ে পরম আরামে চুষছে। চোখ বুজে এসেছে। আর সেই বোজা চোখ দু'টো দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে।

বুবাই জিগ্যেস করল, 'কী রে ঝাল লেগেছে না কি?'

ভজুয়ার ছেলে এই কথা শুনে সব ক'টা দাঁত বের করে হাসতে লাগল। আবার তার চোখ দিয়ে জলও পড়তে লাগল। আমরা সবাই খুব অবাক হলাম। এ ছেলেটা যে একসঙ্গে হাসে কাঁদে? ভজুয়া গদগদ মুখে বলল, 'অনেক দিন পর দু'টো ভালমন্দ খাচ্ছে, তাই কাঁদে। বেটা বান্দর আছে।'

BanglaBook.org

পিকনিক-পর্বের পর শুরু হল কুয়ো-পর্ব।

কুয়োতলায় সাজো সাজো ব্যাপার। ভজুয়ার ছেলে তৈরি হচ্ছে। তার জন্য কাঁসার ছোট বাটিতে সর্ষের তেল এসেছে। মাথার পাগড়ি খুলে সেটা মালকোচা মেরে পরে নিয়েছে। তারপর যত্ন করে গায়ে তেল লাগাচ্ছে, লাগাচ্ছে আর হাসছে। কুয়োতলায় বিকেল নামতে আর দেরি নাই। গাছের ছায়ায় ছায়ায় এখনই জায়গাটা কেমন থম্ মেরেছে।

সুরমাদেবী বললেন, 'ভজুয়া তুমি নামলে পারতে না? এইটুকু ছেলে কি পারবে?'

ভজুয়া বলল, 'আপনি কুছ ডর পাবেন না মাইজি।'

ভজুয়ার কথাতে একটুও সাহস পাচ্ছে না টুবাই, বুবাই।

বুবাই আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে বলল, 'কুয়োয় নামলে ও ডুবে যাবে না তো?'

ধমকে উঠল টুবাই, 'যাঃ ডুববে কেন? ভোঁদাই কোথাকার। গরিবরা কখনও ডোবে না।'

বুবাই বোনের কথা বিশ্বাস করল না। টুবাইও নিজের কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হচ্ছে না।

'আচ্ছা আপনি বলুন তো গরিবরা কখনও ডোবে? দাদাটা কিছুই জানে না।'

'ডোবার সঙ্গে গরিব বড়লোকের কোনও ব্যাপার নেই। যে সাঁতার জানে সে ডোবে না।'

'ও কি কুয়োর মধ্যে সাঁতার কাটবে?'

'মনে হয় না। ওইটুকু জায়গায় সাঁতার কাটা যায় না।'

রহিমচাচুকে নিজে থেকে কখনও কথা বলতে দেখিনি। কেউ কথা বললে তিনি উত্তর দেন। এখন বললেন, 'ছেলেটার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে দিলে হত না?'

ভজুয়ার ছেলে একথা শুনে আরও হাসতে লাগল। তেল মাখা শেষ হয়েছে। কুয়োর ওপরে উঠে দাঁড়াল সে। দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। আমারও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, জায়গাটায় না এলেই হত। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কুয়োর ওপর থেকেই নামহীন বোবা বালক মুখ ঘোরালো আমাদের দিকে। আচ্ছা তো, ছেলেটার কি ভয় ডর বলে কিছু নেই?

গৌরীমাসি খেঁকিয়ে উঠল, 'সামনের দিকে তাকা ছ্যামড়া। ওঃ ওস্তাদি করে আবার এ দিকে তাকায়।'

সুরমাদেবী চোখ বুজে ফেলেছেন। তারই সন্তানদের বয়সি এক বালকের কুয়োর অতলে নেমে যাওয়ার দৃশ্য তিনি সম্ভবত দেখতে চাইছেন না।

BanglaBook.org

ছেলেটি ঝুঁকে পড়ে এবং পা বাড়ায়।

আর ঠিক তখনই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যতীনবাবু—

'নেমে আয়, নেমে আয় বলছি। আর এক পা এগোবি না। এগোবি তো চড় দিয়ে তোকে ওই কুয়োর মধ্যেই ফেলে দেব। তোমরা ভেবেছটা কী অ্যাঁ? ভেবেছটা কী? ভাড়ার রসিদ হারিয়েছে বলে কি আমার মাথা কিনে ফেলেছে? অমন একশো থালাবাসন আমি কিনে দিতে পারি। অ্যাই ভজুয়া নামিয়ে আন ছেলেকে। নামিয়ে আন বলছি।'

গাছের ফাঁক দিয়ে গুম গুম শব্দ তুলে একটা ট্রেন চলে গেল শিমুলতলা স্টেশনের দিকে।

চেনা পরিবারের মধ্যে একটা ভাল লোক খুঁজে পেতে আমাদের কত কষ্টই না করতে হয়। অথচ একটা অচেনা পরিবারে হঠাৎ একসঙ্গে কতকগুলো ভাল লোকের দেখা পাওয়া গেল!

এখন মনে হচ্ছে, তমালের সঙ্গে এসে খুব একটা খারাপ করিনি।

সন্ধে থেকে তমালের মাথা ধরল। ঘরে গৌরী হ্যারিকেন দিয়ে গেছে। সেই আলো কমিয়ে তমাল শুয়ে আছে। এমনিতেই হ্যারিকেনের আলোয় সব সময় একটা ভূতুড়ে ভূতুড়ে ভাব থাকে আর, হ্যারিকেনের আলো কমালে মনে হয় ঘরে যে লোকগুলো আছে সেগুলোই ভূত। এখনও তাই মনে হচ্ছে।

'তমাল, চল একটু ঘুরে আসি। তোর মাথাব্যথা কমে যাবে।'

'না, যাব না।'

'চল না, ভূতের মতো বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'তোর ভাল না লাগলে তুই যা।'

'আমার ওপর রেগে যাচ্ছিস কেন? আমি কী করেছি।'

'কেউ কিছু করেনি। দয়া করে একটু চুপ করবি?'

'আমার মনে হয় না কিছু হবে। তুই ফিরে গিয়ে বাবাকে সব কিছু গুছিয়ে বলবি।'

'কী বলব?'

'বলবি, চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।'

'বলব, আর সুমিত মিত্র অমনি আমাকে কফি এনে খাওয়াবে। কোনও দিন চাকরি করিসনি তো, তাই ছেলেমানুষের মতো কথা বলছিস।'

'চাকরি করতে হবে মানে চুরি করতে হবে?'

'পারলে তাই করতাম। এখন আমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে দে।'

'ঠিক আছে শুয়ে থাক, আমি বরং ছাতে গিয়ে একটু বসি।'

'একটা কাজ কর না সাগর।'

BanglaBook.org

'কী কাজ?'

'স্টেশন থেকে এক বার ঘুরে আয় না। কাল সকালে কখন গাড়ি আছে জেনে আয়।'

'কালই চলে যাবি?'

'আর কী করার আছে? দেওঘর পর্যন্ত কেয়ার পেছনে ধাওয়া করব না কি?'

'সেটা সম্ভব নয়। সকালে মেয়েটার যা মেজাজ দেখলাম তাতে মনে হয় না সেটা ঠিক হবে।'

'তা হলে এখানে থেকে কী হবে? তুই বরং স্টেশন থেকে ঘুরে আয়।'

'তমাল, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী মনে হচ্ছে?'

'না, থাক।'

আকাশে চাঁদ নেই। অনেক তারা আছে। দূরে দূরে দু'-চারটে আলোর বিন্দু। তাতে অন্ধকার আরও বেড়েছে। ভজুয়া বলেছে, ঘরের বাইরে বেশি রাত পর্যন্ত আলো যেন না থাকে। আলো দেখে ডাকাতরা বুঝতে পারে কোন্ বাড়িতে লোক এসেছে। বাড়ি চিনে রাখে। তারপর রাতে আসে।

কেয়া কোন্ বাড়িতে আছে? জানতে পারলে আমি একবার যেতাম। একাই যেতাম। গিয়ে সব বলতাম। যদিও কাজটা আমার নয়। কলকাতা ছাড়ার আগে আমি তমালকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, কিছু করব না। শুধু পাশে থাকব। আসলে তমালকে দেখে খারাপ লাগছে। ওর জন্য কিছু করতে পারলে ভাল হত।

যথারীতি সন্ধের পর যতীনবাবুর মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে। একটা খুশি খুশি ভাব। ভদ্রলোক আমাকে কিছুতেই একা স্টেশনে যেতে দেবেন না। বার বার বলতে লাগলেন, 'খেপেছ না কি? এই অন্ধকারে তুমি একা কোথায় যাবে?'

'স্টেশনে যাব।'

'স্টেশনে! স্টেশনে কেন?'

'কাল চলে যাব। গাড়ির খবরটা নিয়ে আসব।'

'কাল চলে যাবে? অ্যাঁ, কাল চলে যাবে?

বলেই মানুষটা গলা খুলে হাসতে লাগলেন। যেন আমাদের কাল চলে যাওয়ার কথাটা ভারী রসিকতার কিছু।

'আরে খেপেছ না কি? কাল যাবে কী? আজ হল গিয়ে মঙ্গলবার। আমরা যাব শনিবার। সবাই একসঙ্গে দল বেঁধে যাব।'

'তমালের কলকাতায় একটু কাজ আছে। আমাদের যেতেই হবে।

'কী কাজ? স্কুল খুলবে তো? রাখো তোমাদের স্কুল। ছাত্ররাই এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমরা কি ফাঁকা বেঞ্চকে পড়াবে হে?'

BanglaBook.org

আমরা অনেক বার 'না' বলেছি তবু ওঁর এখনও বিশ্বাস, তমাল এবং আমি স্কুলে পড়াই। থাক, সকলের সব ভুল বিশ্বাস কাটানো যায় না।

যতীনবাবুর কথা শুনলাম না। আমি একাই বের হলাম। বাড়ি ছাড়াতেই ঝপ করে সব অন্ধকার। মনে হল আর কিছু দেখা যাবে না। একটু পরেই ভুল ভাঙল। অন্ধকারের নিজের একটা আলো আছে। একটু অভ্যেস হয়ে গেলে সেই আলোতেই সব কিছু দেখা যায়। না, কালই ফিরতে হবে। যতীনবাবুকে সবটা মিথ্যে বলিনি। তমালের নয়, আসলে কাজ রয়েছে আমার। একটা খুব জরুরি কাজ।

রেললাইন পার হলেই পিচের রাস্তা। রাস্তার পাশে কোথাও মাঠ, কোথাও পুরনো বাড়ি। এগুলোকেই কি ভূতের বাড়ি বলা হয়? বাগান থেকে ভেসে আসছে তক্ষকের ডাক। কোথাও দু'-একটা টিমটিমে আলো। সেই সব বাড়ির ভেতর ছেঁড়া ছেঁড়া গলার আওয়াজ। কয়েকটা বড় বাগানের মতো। সেখান থেকে ভেসে আসছে বুনো গন্ধ। ফুলের নয়, গাছের গন্ধ। বহু দিনের অবহেলায় বাগানগুলো যেন এক একটা ছোটখাটো জঙ্গল। গোটা পথটায় এখনও মানুষজন পাইনি। এমনই হওয়ার কথা। এখানে সন্ধের মধ্যেই সকলে ঘরে ঢোকে। ঘড়িতে সাতটা বাজলেও এখন যেন গভীর রাত। টুং টাং শব্দে চলে গেল একটা সাইকেল। চালকের গলায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দেশোয়ালি গান। সম্ভবত নিজেরই ভয় কাটানোর জন্য। ভয় কাটানোর গানে চিৎকারের ওপর নজর দিতে হয়, সুরের ওপরে নয়। আমি কি ভিড় বাসের ঢঙে একটা গণসঙ্গীত ধরব? থাক, ঠিক হবে না। গণসঙ্গীতে যদি ভয় বেড়ে যায়?

বাঙালি একটা দল হইচই করতে করতে কোথাও থেকে ফিরছে। ওরা কাছে এল। সামনের লোকটার হাতে একটা টর্চ। দলের মধ্যে থেকে একটা তরুণীর গলা। চেঁচিয়ে বলল, 'শ্যামকাকা, তুমি টর্চটা নেভাও। ওটা জ্বালালে কেমন অন্ধকার লাগছে।' তরুণীর কথার উত্তরে একটা পুরুষের ভারী কণ্ঠস্বর, 'কেন তপতী, তুই কি পেত্নি না কি?' গোটা দলটাই হেসে উঠল। ওদের হাসির শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শুনতে পেলাম। ছোটখাটো রসিকতায় এরা আরও অনেক বেশি হাসবে। দল বেঁধে থাকার এটাই মজা।

ট্রেনের খবর নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আজও সেই টাঙাটা। আশ্চর্য, আজও সহিস ঘুমোচ্ছে! ঘোড়াটা ঘুমোচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা গেলে ভাল হত। লোকটাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিগ্যেস করলে কেমন হয়?

রাতের শিমুলতলা বাজার একদম অন্য রকম। বেশিরভাগ দোকানেই ঝাঁপ। মিষ্টির দোকানগুলোতে উনুন নিভুনিভু। সেই অল্প আঁচে মিষ্টির বদলে এখন

BanglaBook.org

সেঁকা হচ্ছে মোটা মোটা রুটি। একটা ওষুধের দোকানে সবুজ আলো। সেখানে সামান্য ভিড়। এটাই বোধহয় এখানকার একমাত্র ওষুধের দোকান। তমালের জন্য মাথাব্যথার একটা ওষুধ নিয়ে গেলে হত। ব্যথা যদি আরও বেড়ে থাকে।

দু'টো ট্যাবলেট নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়েই দেখি, কেয়া! রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেল! বলল—

'নমস্কার, আপনি তমালবাবুর বন্ধু না?'

গোটা ঘটনাটার আকস্মিকতায় আমি এত অবাক হয়ে গেছি যে, উত্তর দিতে ভুলে গেলাম।

কেয়া আবার বলল, 'আপনি তমালবাবুর বন্ধু না? আমাকে চিনতে পারছেন না বোধহয়। আমি কেয়া। তমালবাবুর অফিসে চাকরি করি। আজ সকালেই তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হল? চিনতে পারছেন না? এখনও চিনতে পারছেন না?'

দিনের বেলায় মাথায় স্কার্ফ দিলেও এখন সেই স্কার্ফ আর নেই। তার বদলে গায়ে একটা সোয়েটার। দোকান থেকে ছিটকে আসা সবুজ আলোয় কেয়াকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। এক একটা আলোয় মানুষকে এক এক রকম লাগে। তাদের স্বভাবও কি বদলে যায়? যায় নিশ্চয়। নইলে যে মেয়ে সকালে আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে, সে কেন রাতে আমাকে দেখে এমন 'গায়ে পড়া' ভাব করছে?

কেন, তা একটু পরেই বোঝা গেল।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আপনি এখানে?'

'দেখুন না, কাকার ছেলেটার খুব জ্বর। ওষুধ কিনতে এসেছিলাম। সঙ্গে একটা রিকশ ছিল। বাড়ির সামনে থেকেই উঠলাম। ভেবেছিলাম ওটাতেই ফিরে যাব। এখানে এসে টায়ারে কী একটা গোলমাল হল, বোধহয়। রিকশওলা বলল, একটু দেখিয়ে আনি। সেই গেল তো গেলই। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ হয়ে গেল। ভীষণ ভয় করছে। একা একা অতটা পথ যেতে হবে। জায়গা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটুও আলো নেই।'

'টায়ার লিক হলে সারাতে সময় লাগবে। আপনি বরং অন্য একটা রিকশ ধরে নিন।'

'সেই চেষ্টা করছি, কিন্তু কিচ্ছু দেখছি না। এখন মনে হচ্ছে পথটাও ভুলে গেছি। ঠিকমতো চিনে যেতে পারব কি?'

'সে কী পথ ভুলে যাবেন কেন? অবশ্য এখানে অন্ধকারে পথঘাট চেনা মুশকিল।'

'কাকা আমাকে পইপই করে বারণ করল। ভাবলাম রিকশ যখন পেয়ে গেছি অসুবিধে হবে না।'

'চিন্তা করবেন না। দাঁড়ান, একটা কিছু ঠিক পেয়ে যাব।'

BanglaBook.org

'আপনি আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন? প্লিজ যদি কিছু মনে না করেন?'

কেয়ার কথায় বুঝতে পারলাম, ওরা যে বাড়িতে উঠেছে সেটা আমার পথের একেবারে উল্টো দিকে। আমাদের হলিডে হোম যদি স্টেশনের ডানদিকে হয়, ওদের বাড়িটা বাঁদিকে। আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'চলুন।'

সত্যি পথটায় আলো বলে কিছু নেই। খানিক পরে পিচের রাস্তাও শেষ। বাকিটা মেঠো পথ। বড় একটা দিঘির পাশ দিয়ে যেতে হল অনেকটা। একা কেন, এ পথে দলবেঁধে হেঁটে গেলেও গা ছমছম করবে। কেয়ার কাছে টর্চ আছে। সেটা জ্বলল না। কেয়া দু'বার ঝাঁকানি দিল, কাজ হল না। আমি বললাম, 'রেখে দিন, ওটা জ্বলবে না।'

'কেন? আজ বিকেলেই তো ব্যাটারি ভরেছি?'

'সে জন্য নয়। টর্চ কখনও কাজের সময় জ্বলে না। এটাই টর্চদের নিয়ম। দেখবেন কাল সকালে ওটা কেমন আলো দেবে।'

উৎকণ্ঠার মধ্যেও মেয়েটা একটু হাসল। আমি মনে মনে তৈরি হচ্ছি। সুযোগ যখন এসেছে, আমার বন্ধুর জন্য একবার চেষ্টা করতে হবে। প্রথম সুযোগই কেয়াকে ঘাবড়ে দেব। আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কেয়া বলল, 'একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না তো?'

আমি ক্যাচ ধরবার মতো বল লুফে নিলাম। বললাম, 'আমিও একটা কথা বলব, আপনিও কিছু মনে করবেন না তো?'

বুঝতে পারছি, সামান্য হলেও মেয়েটা চমকেছে। একটু চুপ করে তাকার পর বলল, 'ঠিক আছে করবেন। আপনার নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না। সকালে তমালবাবু বলেছিলেন বটে। আমারই অন্যায়।'

'অন্যায় কিছু নয়। বেড়াতে এসে পরিচিত লোক দেখলে যেমন খারাপ লাগে তেমন নাম মনে রাখলেও খারাপ লাগে। আমার নাম সাগর। মনে রাখার মতো নাম নয়। আপনি অনায়াসে ভুলে যেতে পারেন। অনেকেই ভুলে যায়। আমি কিছু মনে করিনি।'

কেয়া খোঁচাটা বুঝতে পারল। বলল, 'আপনারা এখনও রেগে আছেন।'

'কেন, রেগে থাকব কেন?'

'সকালে আমি যে ব্যবহার করেছি তাতে সেটাই স্বাভাবিক।'

'কেয়াদেবী আপনি নিশ্চয় এ বার দুঃখপ্রকাশ করবেন। দয়া করে সেটা করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার এখন দেখা হওয়াটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। রিকশর টায়ার লিক না হলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হত না। আমি আপনার অফিসে চাকরি করি না। ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। সুতরাং কোনও রকম অ্যাক্সিডেন্টের সুযোগ আমি নিতে

BanglaBook.org

চাইছি না।'

'আপনি অহেতুক আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। আমি তো কোনও রকম দুঃখ-প্রকাশ করতে চাইছি না।'

'তা হলে খুবই ভাল কথা। ছাড়ুন ও সব। আপনার ভাইয়ের কত জ্বর?'

জ্বরের কথায় না গিয়ে কেয়া বলল, 'আমি ঠিকই করেছি। আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন একই কাজ করতেন। করতেন না?'

'আপনাদের এই বাড়িতে কুয়ো আছে না কি? কুয়োর জলে ঝট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।' আমি প্রসঙ্গ ঘোরাতে চেষ্টা করছি।

'কেউ না কেউ সব সময় আমায় ধাওয়া করে। আপনাকে যদি করত আপনার কী মনে হত? আপনার ভাল লাগত? লাগত না। আপনিও তখন আমার মতো ব্যবহার করতেন।'

'দেখুন কেয়াদেবী আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাইছিও না। এ সব কথা আমাকে বলছেন কেন? আপনার বাড়ি আর কত দূর?'

'ঠিকই বুঝতে পারছেন। নইলে আমার পিছু নিতেন না।'

এ বার আমার ঘাবড়ানোর পালা। মেয়েটা বলে কী? আমাকে নিজে ডেকে এনে এখন বলছে, পিছু নিয়েছেন! এর দেখছি মানুষকে অপমান করার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। ইন্টারেস্টিং তো! এই প্রায় অচেনা মেয়েটা নিজের অজান্তেই অন্ধকারে একটা খেলা শুরু করেছে।

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'আমি আপনার পিছু নিইনি। আপনি যদি চান আমি এখনই চলে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, পিছু নিয়েছেন। মিথ্যে কথা বলছেন। এর আগেও কাউকে না কাউকে আমার পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব সময়ই দেওয়া হয়।'

এ বার খেলা আমার হাতে নিতে হবে। কেটে কেটে বললাম, 'ছবিগুলো ব্যাগে না রেখে দিয়ে দিলেই পারেন। তা হলেই আপনার কেউ পিছু নেবে না।'

অন্ধকারেই কেয়ার ঝরঝর হাসি শুনতে পেলাম। নির্জন রাস্তায় হাসিটা একটু জোরেই কানে লাগল।

'যাক তা হলে স্বীকার করলেন তো আপনারা আমার পিছু নিয়েছেন? আমার জন্যই কলকাতা থেকে শিমুলতলা পর্যন্ত ছুটে এসেছেন।'

'আমি আসিনি।'

'ওই একই হল। আপনাকে তমালবাবু নিয়ে এসেছেন। তা হলে আপনিই বলুন তো, সকালে আপনাদের অ্যাভয়েড করে কি আমি ভুল করেছি?'

খেলা জমে উঠেছে। না, মেয়েটার মধ্যে শুধু বুদ্ধি নেই, যুক্তিও আছে।

কেয়া বলল, 'কী, আমার কথার তো উত্তর দিলেন না সাগরবাবু? ভাবছেন

BanglaBook.org

তো কীভাবে জানতে পারলাম? এর আগেও যে বহু বার ঘটেছে। সুমিত মিত্রর মতো লোকেরা সব সময়ই চেষ্টা করে। আবার চেষ্টা করবে। জেনে রাখুন কোনও দিনই আমি ছবি দেব না।'

'কেন দেবেন না?'

'এগুলো আমার অস্ত্র।'

'ব্ল্যাকমেল করার অস্ত্র?'

ভেবেছিলাম মেয়েটা এ বার সত্যি সত্যি রেগে যাবে। তা হল না। কেয়া আবার হাসল। বলল, 'নিজেকে বাঁচানোর অস্ত্র। আপনি হয়তো শুনে হাসবেন। ভাববেন, দুঃখের কথা বলছি। তবু আপনাকে বলছি।'

'ছেড়ে দিন কেয়া। আমার এ সব ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। তমালের সঙ্গে আমি সত্যি সত্যি এসেছি বেড়ানোর লোভে। বিনা পয়সায় বেড়ানোর লোভে। ছবিগুলো না পেয়ে ও খুব আপসেট। ও ভাবছে, ওর চাকরিটা চলে যাবে। চাকরিটা ওর খুব প্রয়োজন। আমি নিজে চাকরি বাকরি করি না। আপনাদের সমস্যা বোঝাও আমার পক্ষে খুব শক্ত। সত্যি কথা বলতে কী, তেমন করে বুঝতেও চাই না।'

কেয়া থামল না। সে একটা আবেগের মধ্যে বলে যেতে লাগল। এই অচেনা পথ, এই নিবিড় অন্ধকার বোধহয় সবার মধ্যে একটা আবেগ নিয়ে আসে।

'আমাদের মতো মেয়েদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। অনেক ভয়। কেউ এগোতে দেয় না, সবাই নখ দাঁত বের করে আছে।'

'ছবিগুলো রেখে সেগুলো বন্ধ করতে পারবেন? এটাও এক রকমের ব্ল্যাকমেল হল।'

'চাকরির কনফার্মেশনের ভয় দেখিয়ে তমালবাবুকে আমার পেছনে লাগানোটা ব্ল্যাকমেল নয়?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'কোম্পানির ভাইস-প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মহিলা-কর্মীর ইন্টিমেট ছবি তোলাটা যে খারাপ সেটা জানেন তো?'

'আমি ঠিক জানি না।' খেলাটা কি আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে? মনে হয় যাচ্ছে। খারাপ লাগছে না। কোনও কোনও সময় হারতে খারাপ লাগে না।

কেয়া বলে চলল, 'আর সেই ছবি হাতানোর পয়সায় আপনি যে এমন একটা চমৎকার জায়গায় বেড়াতে এসেছেন সেটা খারাপ নয়?'

'মনে হয়, খারাপ। আমি অত ভেবে আসিনি। তবে আজ আপনার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে, না এলেও হয়তো হত।'

'আপনার বন্ধুর যেমন চাকরিটা ঠেকানোর দরকার, আমারও দরকার। আমার

BanglaBook.org

রোজগারে গোটা পরিবারটা চলে। বাবার চিকিৎসা হয়।'

'সকলের হয়।'

'সকলেরই হয়, তাদেরটা আপনারা স্বীকার করেন। আমাদেরটা স্বীকার করেন না। কী ভাবেন? টাকাটা, —আমার মাইনেটা শুধু লিপস্টিক আর অ্যাবরশনের পেছনে খরচ হয়ে যায়? আপনার বন্ধুকে বলে দেবেন সাগরবাবু, তার চাকরি যাবে না। আমি ঠিক জায়গায় বলে দেব। আমার নিজের না থাকুক, এই ছবিগুলোর অনেক জোর আছে। আর সেই কারণেই আমি ছবিগুলো ছাড়ব না। যাক অনেক ধন্যবাদ, ওই যে আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন? ভালই হল আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে অন্ধকার পথটা কখন যে পার হয়ে এলাম বুঝতে পারলাম না।'

সত্যি আলো দেখা যাচ্ছে। শুধু আলো নয়, কেয়াদের বাড়ির সামনে একজন দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে।

কেয়া এত দূর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কাকা, আমি এসে গেছি।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, 'আমি তা হলে যাই?'

'সে কী! এক কাপ চা খেয়ে যান। আপনাকে এত দূর টেনে আনলাম। আমার জন্য আপনি অনেক করলেন। একটু না বসলে দুঃখ পাব।'

'তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে বাইরে এসে চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়াটা মাঝে মধ্যে কাজে লেগে যায়?' আমি হেসে বললাম।

কেয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তার পর গাঢ় গলায় বলল, 'না, স্বীকার করছি না। আপনি চেনা লোক নন।'

'একটা কথা বলব?'

'বলুন।'

'বেঁচে থাকার এটা কোনও পথ নয়। আপনার মতো ছবি না তুলেও তো কত হাজার হাজার মহিলা বেঁচে আছে। আছে না? কতজন বড় বড় কাজও করছে। আপনিও পারবেন। এক জায়গায় না পারলে, আর এক জায়গায় পারবেন। সবাই যেমন এক রকম নয়, তেমনি সবাই খারাপও নয়।'

আমাদের পেছনে নিঃশব্দে একটা রিকশ এসে দাঁড়াল। কেয়ার সেই খারাপ হয়ে যাওয়া রিকশ। 'দিদিমণি'র খোঁজে সে সেই বাজার থেকে আবার ফিরে এসেছে। আমি কেয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। অন্ধকারে মেয়েটা সেই হাসি দেখতে পেল না মনে হয়। তবে আমি দেখলাম, কেয়ার চোখে জল। যাক হেরে গেলেও একটা ইচ্ছে মিটল। আমি এই সুন্দরীর কান্না দেখতে চেয়েছিলাম। আমি বললাম, 'কাঁদবেন না কেয়া। সব মানুষই কিন্তু খারাপ নয়। অথবা মানুষের সবটা খারাপ নয়। খারাপ হলে এই অচেনা রিকশওলা অন্ধকারে ছুটে আসত কি?'

BanglaBook.org

বুড়ো রিকশওলা এই সহজ তত্ত্বের কী বুঝল কে জানে, মনে হয় কিছুই বুঝল না। তবু সে একগাল হেসে বলল, 'হাম কো বহুত ডর লাগ গিয়া।'

ভালই হল এই রিকশতেই ফিরে যাব। যতীনবাবুরা নিশ্চয় খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। আমি রিকশতে উঠে বসলাম।

কেয়া বলল, 'এক মিনিট দাঁড়ান।' ব্যাগ খুলে সে একটা খাম বের করল। 'এটা নিয়ে যান। তমালবাবুকে বলবেন ছবিগুলোর সঙ্গে নেগেটিভও আছে।'

আমি হাসলাম। হাত বাড়িয়ে খামটা নিলাম। রিকশ ছাড়ার আগে কেয়া বলল, 'কবে দেখা হবে?'

'মনে হয় না কখনও হবে।'

কেয়াদের বাড়ি থেকে আলো হাতে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। ওই আলো এদিকে আসার আগেই আমাকে সরে পড়তে হবে। কেয়ার রূপ আমি অন্ধকারেই ধরে রাখতে চাই। এই রূপের জন্য আলোর প্রয়োজন নেই। রিকশওয়ালাকে তাড়াতাড়ি বললাম, 'চলিয়ে।'

মেঠো পথে রিকশ চলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। হাতলে একটা কুপি জ্বলছে বটে কিন্তু এই অমাবস্যার অন্ধকার ভেদ করা তার কম্ম নয়। তাকিয়ে দেখি, দিঘির পাড়ে অসংখ্য জোনাকি। জ্বলছে, নিভছে। আকাশের তারাদের সঙ্গে তাদের বোধহয় আজ আলোর কম্পিটিশন। একটু দেখে গেলে কেমন হত?

রিকশ থেকে নামলাম। কেয়ার খামটা ছুড়ে ফেললাম দিঘির জলে। ছপ্। সামান্য শব্দ। কাগজের খামের আর কত শব্দ হবে? আবার সব চুপ। জলে কি ঢেউ উঠল? বোধহয় না। কেয়া যখন পারল, তমালও পারবে। এই খাম ছাড়াই পারবে। তাকে পারতে হবে।

রিকশয় উঠে হিন্দিভাষী চালককে ঝরঝরে বাংলায় বললাম, চল ভাই, তাড়াতাড়ি চল। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে আজ আলোর লড়াইতে জোনাকিরাই জিতবে। তোমার কী মনে হয়?'

BanglaBook.org

শ্যামলদা আমাকে পইপই করে বলে দিয়েছিল, 'বিকেল চারটের আগে যাবি না। মামা, ভীষণ ব্যস্ত থাকে।'

চাকরি চাইবার সময় যে চাকরি দিচ্ছে, তার কথা শুনতে হয় সবার আগে। সে যদি মাঝরাতে যেতে বলে তাই যেতে হয়। আগে বা পরে যেতে নেই।

আমি কিন্তু দু'ঘণ্টা আগে চলে এসেছি। আমি আজ মামার থেকেও বেশি ব্যস্ত। চাকরি চাওয়ার কাজ দ্রুত সেরে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আরও অনেক কাজ আছে। হাওড়া স্টেশনে পা দিয়েই মনে মনে জরুরি কাজের তালিকা তৈরি করে নিয়েছি।

মামার অফিস একটা চোখ কপালে তোলা ব্যাপার। লিফটে উঠতে হয় এগারো তলা। ঘরের বাইরে ভিজিটরস রুম। সেখানে নরম সোফা। এসি চলছে। এসি-ঠাণ্ডার একটা মজা হল, ঘুম ঘুম পাবে কিন্তু ঘুম হবে না।

পৃথিবীর সমস্ত বেয়ারা এবং দারোয়ানের ধারণা, জগৎ সংসারের মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দিক খুবই হালকা। সে দিকে আছে শুধু তার মালিক। অন্যদিকে বাকিরা সকলে। তারা হল কৃপাপ্রার্থী। মালিকের কাছে কিছু না কিছু চাইতে এসেছে। মালিকের কাছ অবধি পৌঁছে দেওয়ার আগে সেই জন্য তারা একটি প্রাথমিক পরীক্ষা নেয়। ফাইনালের আগে সেমিফাইনালের মতো। এই পরীক্ষা হল অপমান সহ্যের পরীক্ষা। দর্শনার্থীকে তারা নানা ভাবে অপমান করে। অপমান করে দেখে নেয়, বেটা মালিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর যোগ্য কি না। সেই পরীক্ষাতে কেউ যদি ধেড়িয়ে দেয় তা হলে তাকে আর ভেতরে পাঠানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অনেকেই সেটা বুঝতে পারে না। বেচারিদের ওপর চটে যায়।

আমি কখনও এদের ওপর বিরক্ত হই না। কোনও রকম তাড়াহুড়ো দেখাতে নেই। চেনাজানা কোথাও থেকে এসেছি বললে তো চরম বিপদ। রাত পর্যন্ত বসিয়ে রাখবে। অপমান করলে হাসিমুখে উত্তর দিতে হবে। এ সব পরিস্থিতিতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করি যাতে প্রমাণ হয়, তার এই ছোটখাটো অপমান কিছুই নয়, আর অনেক বড় ধরনের লাঞ্ছনার জন্য আমি তৈরি। সে তখন নিশ্চিন্তে তার মালিকের টেবিলের সামনে আমাকে পৌঁছে দিতে পারে। এমন অপমানযোগ্য দর্শনার্থী সে খুব একটা পাবে না।

এখানেও তাই করলাম। জলপাই রঙের ইউনিফর্ম পরা বেয়ারার হাতে স্লিপ দিলাম। তবে শুধু স্লিপ দিলে হবে না, একে ঘাবড়ে দিতে হবে।

'বসুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

BanglaBook.org

আমি হেসে বললাম, 'না, ভাই। হুট করে চলে এসেছি।'

বেয়ারা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'হুট করে চলে এসেছেন মানে?'

'সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল, যাই এক বার ঘুরে। ভাই, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওই স্লিপ আপনি পরে দিলেও হবে। আমার হাতে অনেক সময়। অপেক্ষা করতে কোনও অসুবিধে নেই। এক গেলাস জল দেবেন। ঠাণ্ডা দেবেন। এসি ঘর তো, ঠাণ্ডা জল ছাড়া আরাম নেই। কথায় বলে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা, গরমে গরম।'

বেয়ারা জল আনার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিল না। নেবে না জানতাম। সে কঠোর মুখ করে বলল, 'সাহেব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'খুব ভাল করেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করে ফালতু ধরনের মানুষ। আপনার সাহেব তো ভাই আর ফালতু ধরনের মানুষ নন। তিনি হলেন গুরুত্বপূর্ণ একজন। তিনি কেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করবেন? কখনই করবেন না। কিন্তু মুশকিল কী হল জানেন, আমি হলাম ফালতু ধরনের মানুষ। খুবই ফালতু ধরনের। তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই দেখা করি। আজ যেমন আপনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। ভাই এসিটা একটু কম করে দিন তো। টনসিলের ধাত, ফট করে লেগে গেলে ঝামেলা। প্রথমে কলমি শাক খানিকটা বেটে ভাল করে রস করে নিতে হবে। তারপর যদি সকাল সন্ধে গরম জলে ফেলে ঝাঁঝ নিতে পারেন তা হলে টনসিল বাপ বাপ করে পালাবে। কিন্তু পারবেন না। চারটে কলমি শাক চাইলে বলবে এক টাকা। শুধুমাত্র ঝাঁঝের জন্য এক টাকা একটু বেশি না?'

'আপনি চলে যান। সাহেবের সঙ্গে কথা বলে তবে আসবেন।' কড়া গলায় বেয়ারা হুকুম দিল।

আমি হাই তুললাম। বললাম, 'ঠিক বলেছেন ভাই। খুবই ভাল পরামর্শ। আমি কথা বলেই আসব। তা হলে বরং এখনই একটু কথা বলে যাই? কী বলেন?'

'আমার কথা শুনতে পাননি? লোক ডাকতে হবে না কি?'

আমি সোফায় হেলান দিতে দিতে খুব শান্ত গলায় বললাম, 'ডাকলে ভালই হয়। দারোয়ান ভাই এলে সকলে মিলে বেশ গল্প করা যাবে। সময়টা চট করে কেটে যাবে। তবে দারোয়ান চট করে এগারো তলায় উঠে আসবে বলে তো মনে হয় না। দেখলাম, নীচে জোর আড্ডা হচ্ছে। বাহাদুর বলে কেউ একজন এই অফিস বাড়িতে আছে কি? তার মনে হয় বিয়েটিয়ের ব্যাপার?'

বেয়ারা এ বার তার কঠোরতম মুখে বলল, 'বাহাদুরের বিয়ে নয়। বাহাদুরের মেয়ের বিয়ে।'

BanglaBook.org

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমার কথায় গুরুত্ব যখন দিয়ে ফেলেছে তখন লোকটা কন্ট্রোলে চলে এসেছে। মঞ্জুবউদির মামার ঘরে ঢুকতে আর দেরি হবে না। জানি না সেখানে আবার কী ম্যানেজ করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত বেয়ারা স্লিপ নিয়ে পর্দা ঘেরা ঘরে ঢুকে গেল।

আজ স্টেশন থেকে বাড়ি ঢুকেই দেখি, পরি দরজার সামনে পায়চারি করছে। মুখ থমথমে। আমি তালা খুলে ওকে বসালাম। সে হাতঘড়ি ফেরত দিতে এসেছে।

'কী রে স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা হল?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন হল?'

'ভাল না।'

'তা হলে কোনও চিন্তা নেই। চাকরির পরীক্ষার নিয়ম হল, যত খারাপ হবে তত চাকরি পাওয়ার চান্স বেড়ে যায়। এটা হল ইনভার্সলি প্রোপরশনেট। ধর কোনও ইন্টারভিউতে সব উত্তর দিলি। তা হলে জেনে রাখবি, তুই গেলি। আর কিছু পারলি না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলি, তা হলে তোর হয়ে যাবে।'

'ঠাট্টা করছ সাগরদা?'

'হ্যাঁ, ঠাট্টা করছি। এত বড় বড় লোক এত বছর ধরে তোকে নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে আর আমি করতে পারি না? বোস চা খা।'

'সাগরদা, বাবা তোমাকে জিগ্যেস করতে বলল, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের কোনও খবর জানো?'

'কেন?'

'না এমনি। ওখানে শুনেছিলাম অনেক কাজ হবে। এক লক্ষ না, দু'লক্ষ। বাবা বলল, স্কুল সার্ভিস টার্ভিসের মতো জায়গায় আর ক'টা ফাঁকা পোস্ট আছে? ওরা বেচারি কী করবে? জায়গা কোথায় বল পরি? এক লক্ষর মতো তো আর নয়। ওখানে বসবি, দেখবি ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হল, বাবা ঠিকই বলেছে। ভাবছি ওটার জন্য প্রিপারেশন শুরু করব। কেমন হবে? তুমিও তো বসতে পার।'

বুঝতে পারছি, সমস্যা বিচ্ছিরি জায়গায় চলে যাচ্ছে। নদীতে খুব শিগগিরই বাঁধ ভাঙবে। পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে বিপদ চরম।

এই বিপদ ঠেকানোর মতো ক্ষমতা আমার মতো ফ্যা ফ্যা রামের নেই। ফ্যা ফ্যা রামদের কোনও ক্ষমতা থাকে না, তাদের শুধু ইচ্ছে থাকে। সেই ইচ্ছে দিয়ে এই বিপদ কি আমি ঠেকাতে পারব? ইচ্ছের কি কোনও ক্ষমতা থাকে?

আমি কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, 'পারি। আমিও তোর সঙ্গে পরীক্ষায় বসে যেতে পারি।'

পরি উৎসাহ নিয়ে বলল, 'দারুণ হবে। দু'জনে মিলে পড়ব।'

BanglaBook.org

'ঠিকই বলেছিস। দু'জনে মিলে পড়ার একটা অন্য ধরনের সুবিধে। একটা মাথায় আর কতটা নেওয়া যায়? দু'জনে ভাগ করলে লোড হয়ে গেল ডিভাইডেড বাই টু। নে চা খা।'

গম্ভীর পরি কাপ হাতে নিয়ে বলল, 'তা হলে আজ থেকেই শুরু করি?'

'তা করা যেতে পারে, অসুবিধের তেমন কিছু নেই। তবে তার আগে একটা ছোট কাজ সেরে নিতে হবে। তোকে পনেরো মিনিট সময় দেব। তুই ঘরে গিয়ে স্নান টান করবি। দাড়িটা পুরো কেটে ফেলবি। পারলে চুলে শ্যাম্পু দিবি। শ্যাম্পুতে একটা ফুরফুরে ভাব আসে। ইস্তিরি করা জামা আছে? থাকলে ভাল। না থাকলে মোড়ের ধোপার কাছ থেকে ইস্তিরি করিয়ে আনবি। জামার পকেটে একটা পেন নিবি। মনে রাখবি দু'টো নয়, একটা। পরি তোর জুতোর কী কন্ডিশন? পালিশ থাকে যেন। পালিশহীন জুতোওলা মানুষদের সঙ্গে আমি রাস্তায় হাঁটি না। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখি কার জুতো চকচকে, তার পাশে হাঁটতে শুরু করি। সব করে ফেলে ঠিক চোদ্দো মিনিটের মাথায় আমায় ডাকবি। যা কেটে পড়। এই চোদ্দো মিনিট আমি একটা শিবাজি-ঘুম দেব। শিবাজি-ঘুম কী জানিস তো? ঘোড়ার ওপর চট করে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। যাও এ বার কেটে পড় বাবা।'

চোদ্দো মিনিটে হয়নি। পরির লেগেছে বাইশ মিনিট।

বাইশ মিনিটে আমি ঘুমোলাম, একটা স্বপ্নও দেখলাম।

স্বপ্নটা এ রকম— পরির পঁয়ষট্টি বছরের বাবাও কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। পাট ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি। চুলে ভাল করে তেল দেওয়া। পাঞ্জাবির পকেটে দু'টো পেন। যাওয়ার আগে ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমি বললাম, 'বসুন মেসোমশাই। এ মাসের ভাড়াটা দিতে ক'দিন দেরি হবে।' ভদ্রলোক অল্প কেশে বললেন, 'বাবা সাগর, তোমার কাছে আমরা ভাড়া নিতে আসিনি।'

'তবে?'

'তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি বাবা। আজ আমাদের পরীক্ষা। ফার্স্ট হাফে ইংলিশ কমপোজিশন। সেকেন্ড হাফে জেনারেল এবিলিটি।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি।

ভদ্রলোক আবার কাশলেন। বললেন, 'চিন্তা কোরো না। একটা কিছু আমাদের ঠিক হয়ে যাবে। এখন কত স্কোপ। দেশ কি আর আমাদের সময়ের মতো আছে? কত এগিয়ে গেছে। ই-কমার্স, ফাইবার অপটিক্স, ওয়েব পেজ ডিজাইন। শুধু পরীক্ষাটা ঠিক মতো দিতে হবে। চলি বাবা, আর দেরি করব না।'

কথা শেষ করে বৃদ্ধ নিচু হয়ে আমাকে প্রণাম করতে গেলেন। তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে পেন দু'টো পড়ে গেল। আমি ধড়ফড় করে বিছানার ওপর উঠে

BanglaBook.org

বসলাম। মনে হচ্ছে, চোখের কাছটা কেমন ভেজা ভেজা। নিশ্চয় ভুল মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে মানুষ কখনও কাঁদে না। ঘুমের মধ্যে মানুষ শুধু হাসতেই পারে। কিন্তু তা হলে আমার চোখে জল কেন? সম্ভবত পরির বাবাকে নিয়ে দেখা স্বপ্নটা খুবই হাসির। দেখতে দেখতে এত হেসেছি যে, হাসতে হাসতে চোখে জল এসে গেছে। এ রকম হতে পারে। হাসতে হাসতে চোখে জল আসা মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। আমি বাথরুমে গিয়ে কলের জল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললাম।

পরিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এই মুহূর্তে সে আমার পাশে বসে আছে। বসে অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে।

বিপদের মতো আশ্চর্য ঘটনাও যখন ঘটে, তখন পর পরই ঘটতে থাকে।

বেয়ারার হাত থেকে স্লিপ পেয়ে মঞ্জুবউদির মামা নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শুধু বেরিয়ে এলেন না, আমাকে এবং পরিকে জামাই আদর করে ঘরে নিয়ে বসালেন। ভাবটা এমন যেন আমরা এসে কৃতার্থ করেছি। সব থেকে বড় কথা হল, আমাকে উনি তুমি তুমি করছেন।

মামার অফিস ঘর দেখি এলাহি কাণ্ড। গোটা ঘরটাই নীল। চেয়ার, টেবিল, সোফা, কার্পেট, পর্দা সব নীল। তিনকোনা টেবিলটা আমার খাটের থেকেও বড়। টেবিলের তলায় কোথাও কনসিল করা আছে নীল আলো। টেবিল থেকে একটা হালকা নীল জ্যোতি বের হচ্ছে। অনেকটা মহাকাশযানের মতো। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। বসেদের ঘরে কম্পিউটার রাখা আজকাল ব্যাকডেটেড মনে হয়। কম্পিউটার চালাবে কেরানিরা। এ ঘরে কোনও কম্পিউটার নেই। মামার চেয়ারে পেছনে ছোট নীল রঙের গ্রাফ। কোম্পানির প্রোগ্রেশন চার্ট। উন্নতির ফিরিস্তি। চার্টের পাশে একটা ছবি। এখান থেকে মনে হচ্ছে, দ্য ভিঞ্চির লাস্ট সাপারের রেপ্লিকা। নকল সংস্করণ। গোটা ঘরে শুধু ওইটুকু নীল নয়। বড় মনীষীদের ঘরের দেয়ালে আমি মনীষীদের ছবি দেখেছি। সোনালি ফ্রেমে সে সব ছবি বাঁধানো থাকে। মনীষীদের ডাইরেক্ট আশীর্বাদ থেকে যারা বঞ্চিত, তারা ছবি থেকে আশীর্বাদ নেয়। নিয়ে বড় হয়। কোনও অফিস ঘরে এই প্রথম লাস্ট সাপারের ছবি দেখলাম।

'বলো সাগর কী খাবে? কোল্ড না হট?'

'দু'টোই। প্রথমে কোল্ড। তার পর হট। জল এবং চা।'

বেল টিপে মামা অর্ডার দিলেন। উর্দি-বেয়ারার মুখটা দেখার মতো হয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, মানুষটা এতই ঘাবড়ে গেছে যে, এই মুহূর্তের জন্য সে তার স্ত্রীর অসুখ অথবা মেয়ের স্কুলের বকেয়া বেতনের কথা ভুলে গেছে। সে এখন একজন চিন্তা-মুক্ত অবাক মানুষ। আমি তার দিকে চেয়ে

BanglaBook.org

একটু হাসলাম।

মামা একগাল হেসে বললেন, 'তোমাকে খুঁজছিলাম সাগর। কী আশ্চর্য তুমি নিজেই চলে এলে!'

আমি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললাম, 'তা হলে মামা, আমি হলাম অনেকটা অরণ্যদেবের মতো। ডেনকালির অরণ্যে আমাকে যে খোঁজে আমিই তার কাছে চলে আসি।'

'হা হা। দারুণ বলেছ। তুমি সে দিন আমার যে উপকার করেছ তা আমি ভুলব না। ইউ সেভড মাই প্রেস্টিজ।' মামা চাকা লাগানো চেয়ারটাকে ঠেলে কাছে নিয়ে এলেন। নিচু গলায় বললেন, 'সে দিন রাতেই দিল্লি থেকে সিজিডি চ্যানেল দেখিয়ে দিয়েছে।'

'তাই না কি?' আমিও ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম।

'ইয়েস। আমি দেখিনি। আমাদের ফিনান্স ম্যানেজার দেখেছে। কাল তাজে লাঞ্চ ছিল, তখন বলল।'

'কী বলল?'

'বলল, মিস্টার সেন কী কাণ্ড দেখেছেন? হোয়াট ইজ গোয়িং অন? আমি বললাম, কী হয়েছে? সে বলল, কাল রাতে সিজিডি চ্যানেল হঠাৎ দেখি, একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, কী সাবজেক্ট? না, বার্থডে সেলিব্রেশন অব আ সার্ভেন্ট। কলকাতায় এ সব কী শুরু হল বলুন তো? ছি ছি। সেই বাড়ির কর্তা, গিন্নি, গেস্ট সবাই একসঙ্গে মাটিতে বসে লাঞ্চ করছে। ক্যান ইউ ইমাজিন? এর পরে কোনও এন আর আই এখানে ইনভেস্ট করতে আসবে?'

'ঠিকই তো, কখনই আসবে না। ঝি-চাকরদের দেশে কে টাকা ঢালবে? তা আপনি কী বললেন মামা?'

'আমি আর কী বলব? দেন আই রিমেম্বার ওনলি ইওর হেল্প। তোমার সাহায্যের কথা মনে করলাম। জাস্ট ইমাজিন, আমি যদি সে দিন তোমার কথা না শুনে ওখানে থেকে যেতাম? উফ্‌ ভাবতেও পারছি না। আমাকেও তো টিভিতে দেখাত। বলো দেখাত না?'

আমি চেয়ারে হেলান দিলাম। চেয়ারগুলো ভারী চমৎকার। হেলান দিলে মেরুদণ্ডের এমন অংশ রেস্ট পায় যাতে শরীরটার আর কোনও কাজ করতে হয় না। মাথাটা নিশ্চিন্তে কাজ করে।

'আজ আমি আপনার আর একটা উপকার করতে এসেছি। এটা আগেরটার মতোই বড় মাপের।'

মামা বলল, 'উঁহু নাউ দিস ইজ মাই টার্ন। আমার পালা। আমি তোমার জন্য একটা গিফট ভেবেছি। ইনফ্যাক্ট সেটার জন্যই তোমাকে খুঁজছি। শ্যামল আর

BanglaBook.org

মঞ্জু তোমার চাকরির জন্য আমায় বলেছিল। একটা দারুণ চান্স এসেছে। ফাঁসিদেওয়ার কাছে আমরা কসমেটিক্সের একটা নতুন ডিভিশন খুলেছি। একেবারে নতুন থিম। মেল কসমেটিক্স। পুরুষদের প্রসাধন সামগ্রী। গোটাটাই এক্সপোর্ট হবে। উই আর ম্যাডলি ইন সার্চ অফ আ গুড কেমিস্ট। একদম ফ্রেশ চাইছি। নো এক্সপিরিয়েন্স। পুরনো হ্যাংওভার থাকবে না। নতুন ভাবে সবটা জানবে। লন্ডনের একটা কারখানার সঙ্গে আমরা জয়েন্ট কোলাবরেশনে যাচ্ছি। সেখানে তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে আসতে হবে। তুমি বায়োডাটা এনেছ?'

'এনেছি। পরি দে তোর ফাইলটা দে। মামা, এই ছেলেটি পরিতোষ। আপনি যে কাজের জন্য লোক খুঁজছেন তার জন্য পরিই হল শ্রেষ্ঠ ক্যান্ডিডেট। মামা, ভাল ছেলে আপনি অনেক পাবেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ছেলে পাওয়া সহজ নয়। মামা, আমি ভাল কিন্তু শ্রেষ্ঠ নই। এই চাকরিটা না পেলে আমি আপনার ওপর রেগে যাব। পরি শ্রেষ্ঠ। কারণ কাজটা না পেলেও ও আপনার ওপর বিরক্ত হবে না। একে নিলে আপনার কোম্পানির উপকার হবে।'

একটানা কথা বলে আমি থামলাম। মামার দিকে চেয়ে হাসলাম। এত সুন্দর ঘরটার মনে হচ্ছে একটা বদগুণ আছে। কেমন যেন দমচাপা ভাব। সম্ভবত নীল রঙের জন্য হচ্ছে। নীল বাইরে থেকে দেখতে ভাল। নীলের ভেতর বেশিক্ষণ থাকা যায় না।

'মামা, আমি কি উঠে গিয়ে 'লাস্ট সাপার' ছবিটা একটু কাছ থেকে দেখতে পারি?'

মামা ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মানুষটাকে ঘাবড়ানো গেছে। পরির ফাইল হাতে তিনি বেল টিপলেন।

আমি চেয়ার ছেড়ে ছবির কাছে এলাম। এটা দ্য ভিঞ্চির 'লাস্ট সাপার' তো? ছবিটা কি এত কালো ছিল? কোথায় যেন খটকা লাগছে। এই খটকা দূর না হলে মনে একটা খচখচ থেকে যাবে। আমি জানি কারা আমার এ খটকা দূর করতে পারবে। বরুণ আর অর্পণা। দু'জনেই ছবির দারুণ ভক্ত। লোক দেখানো ভক্ত নয়, সত্যিকারের ভক্ত। যারা লোক দেখানো ভক্ত হয় ছবির বই, আর্টপ্লেট রাখে বসবার ঘরে। যারা সত্যিকারের ভক্ত হয় তারা রাখে বেডরুমে। বরুণদের বইগুলো সব লুকোনো থাকে ওদের খাটের তলায়। সহজে তারা কাউকে দেখায় না। মুশকিল হল, দু'জনের কেউই আমাকে খুব একটা পছন্দ করে না। তা না করুক আমাকে একবার যেতে হবে।

আমরা মামার ভিজিটরস রুমে বসে। ইন্টারভিউ হয়ে গেছে, এখন পরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তৈরি হচ্ছে। এরা আর একটুও দেরি করতে চায় না।

BanglaBook.org

ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া যায়নি। পরিকে যেতে হবে এয়ারোফ্লোতে মস্কো হয়ে। খুব খিদে পেয়েছে। কাল রাতে শিমুলতলার পর ভারী কিছু পেটে পড়েনি। মামা বলেছেন, লাঞ্চ না করিয়ে আমাকে ছাড়বেন না।

পরির মুখ চোখের অবস্থা দেখবার মতো। ঘাবড়ে একেবারে এইটুকু। ভাগ্যিস ছেলেটা দাড়ি কেটেছে। সেই জন্য এই হাসিমুখে তাকে সুন্দর লাগছে। নইলে হাসি মুখ মানাত না। দাড়ি থাকলে দরকার হয় বিষণ্ণ মুখের।

আমি উঠে পড়লাম। যতই খিদে পাক, মামার লাঞ্চ আমি খাব না। সে দিন শ্যামলদার বাড়িতে মানুষটাকে না খেতে দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলাম। ঠিকই করেছিলাম। দরকার হলে আবার করব। কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষকে না খেতে দেওয়ার জন্য আমারও তো একটা শাস্তি পাওনা হয়েছে। সেই শাস্তি আমি নিজেই নিজেকে দেব। যতই খিদে পাক, আজ আমি এখানে খাব না।

'পরি, তুই বোস। তোর অনেক কাজ। পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা আছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ভাল করে পড়ে নিবি। নামের বানানে যেন ভুল না থাকে।'

পরি আমার হাত চেপে ধরল। আমি হাসলাম, হেসে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমি হলাম সামান্য খড়কুটো। খুবই সামান্য। খড়কুটোর দাম জলে, ডাঙায় নয়। ডুবন্ত মানুষের হাতের কাছে ভেসে আসা খড়কুটোর মূল্য কোটি টাকার কাছাকাছি। ডাঙার খড়কুটোর মূল্য খুব বেশি হলে দু'পয়সা। তাই জলের খড়কুটো ডাঙায় দাম পেতে চাইলে ভুল করা হয়। দাম এক ঝটকায় কোটি টাকা থেকে দু'পয়সায় পড়ে যায়।

তা ছাড়া পরির সঙ্গে এখন বেশি আদিখ্যেতা দেখানোটা ঠিক হবে না। আস্কারা পেয়ে গেলে লন্ডন থেকে ফেরার সময় সে আমার জন্য মার্লবোরো ধরনের জঘন্য সিগারেট আর 'মেড ইন ইংল্যান্ড' লেখা কুৎসিত সেভিং ক্রিম নিয়ে আসবে। সেই সিগারেট খেলে অনভ্যাসের দরুণ খুকখুকে কাশি হবে। দেশি গালে বিদেশি সেভিং ক্রিম মানে অ্যালার্জি মাস্ট।

এখানে ছোট্ট একটা কাজ বাকি আছে। মামার বেয়ারা ভদ্রলোকটিকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। মানুষকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা। এমন শিক্ষা দেব, যাতে একটা রাত তাকে জেগে কাটাতে হয়। বেরবার সময় আমাকে দেখে লোকটা হন্তদন্ত হয়ে টুল থেকে উঠে দাঁড়াল। আমি হাসলাম। হেসে একটা স্যালুট দিলাম। বড় করে স্যালুট। তার পর লিফটে উঠে পড়লাম।

সুপার বসের ভাগ্নের স্যালুট নেওয়ার মতো ভয়ঙ্কর শাস্তি তার আগে কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। এই স্যালুট আজ তার রাতের ঘুম ছুটিয়ে দেবে। ভবিষ্যতে দর্শনার্থীদের অবজ্ঞা করার আগে সে নিশ্চয় দু'বার ভাববে।

BanglaBook.org

বরুণদের ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে মাথা তুলে তাকালাম। হ্যাঁ, চাঁদ উঠেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, বরুণদের বাড়ি আমি যখনই আসি তখনই আকাশে চাঁদ থাকে। সম্ভবত ওরা বাড়ির ওপরে চাঁদ ধরে রাখার কোনও টেকনিক রপ্ত করেছে। বরুণকে আমি এ ব্যাপারে জিগ্যেস করেছি। সে এমন অবাক হওয়ার ভান করে যেন কথাটা সে এই প্রথম শুনল। সেটাই স্বাভাবিক। ওরা ওদের গোপন টেকনিকের কথা আমাকে বলবেই বা কেন? এক বার অমাবস্যার সময় এসে দেখতে হবে। মনে হয় না কোনও লাভ হবে। আমার স্থির ধারণা অমাবস্যার দিনও এই বাড়ির ওপর চাঁদ দাঁড়িয়ে থাকবে।

আজ আমি অবশ্য চাঁদ দেখতে এই বাড়িতে আসিনি। এসেছি একটা খটকা দূর করতে।

বরুণ কাজ থেকে ফেরেনি। দরজা খুলল অপর্ণা। তার মুখে হাসি। হাসি দেখে আমি সর্তক হলাম। অপর্ণার হাসি বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার হলেও ভেতরে ভেতরে চরম গোলমালের। মানুষ যখন রাগ করে তার মুখ হয়ে যায় কঠিন। এটা একটা স্বাভাবিক শরীরী প্রক্রিয়া। রক্তচাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পেশিগুলোতে এক ধরনের স্ট্রেন তৈরি হয়। সহজ বাংলায় যাকে বলে টান। টান হয়ে থাকা পেশি নিয়ে হাসি অসম্ভব। কারণ হাসির জন্য প্রয়োজন হল পেশির শৈথিল্য। অর্পণা এই অসম্ভব কাজটি পারে। সে যখন বিপজ্জনক ভাবে রেগে থাকে তখন সে আরও সুন্দর করে হাসে। রক্তচাপের বিরুদ্ধে এই শক্ত লড়াইতে সে জিতেছে। ফলে যে তার হাসি দেখছে তার মারাত্মক ভুল হওয়ার চান্স। সে ভাববে এত হাসিখুশি মেয়েটির মেজাজও নিশ্চয় হাসিখুশি। আর তখনই নির্ঘাত বিপদে পড়বে।

আমি সতর্ক হয়েও বিপদে পড়লুম।

সেই বিপজ্জনক সুন্দর হাসি নিয়ে অর্পণা বলল, 'আসুন আসুন। সাগরবাবু, আপনার জন্য আমি কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করছি। কাল পরশু বরুণকে আপনার বাড়িতে পাঠাতাম।'

আমি সোফায় বসলুম। এদের সোফা হল ডবল গদির সোফা। সোফার নিজের গদি আছে, আবার আলাদা করে বালিশের মতো ছোট গদিও আছে। বসলে এত আরাম হয় যে, উঠতে ইচ্ছে করে না। এ বার অপর্ণা আমার জন্য চা আনবে। রেগে থাকলেও আনবে। শুধু চা নয়, সঙ্গে সব সময়ই আরও কিছু। বাড়িতে খাবার তৈরি অপর্ণার নেশা। বাঙালির পিঠেপুলি থেকে শুরু করে সাহেবদের চিজ, স্যান্ডুইচ, পনির, কাবাব। সব কিছুই সে খুব যত্ন করে বানায়। আরও যত্ন

BanglaBook.org

করে পরিবেশন করে। এত যত্ন করে খাওয়াতে আমি আর কাউকে দেখিনি। সেই যত্নেই আদ্দেকটা পেট ভর্তি হয়ে যায়। ওর হাবভাব দেখলে মনে হয় পৃথিবীর সেরা রান্না আজ এই মহিলা আমার জন্যই করে রেখেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, খাবারগুলো খেতে খুব খারাপ হয়। হয় অতিরিক্ত মিষ্টি, নয় বাড়াবাড়ি রকমের ঝাল।

সেই খাবার একমাত্র বরুণ গদগদ মুখ করে খেতে থাকে আর ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে। বলে, 'আর একটা চিজ স্যান্ডুইচ দেবে অর্পণা? ইস্, মাত্র এই ক'টা বানালে? কাল দু'টো টিফিনে দিয়ে দিও তো।'

আমি এক দিন বরুণকে আড়ালে বললাম, 'ভাই বরুণ, তোর গিন্নি এই অপূর্ব রন্ধন পদ্ধতি কোথা থেকে শিখল রে?'

বরুণ সামান্য হাসল। বলল, 'সেটা একবার বল। সেটা তো কখনও বলিস না, বাড়িতে এসে খালি গাণ্ডেপিণ্ডে গিলিস। ছোটবেলা থেকেই অর্পণার এই গুণটা ডেভেলপ করেছে। তবে বিয়ের আগে এত ভাল লাগত না। এখন মনে হচ্ছে, হাত আরও খুলেছে। আজকাল কী হয়েছে জানিস? একবেলা ওর হাতের রান্না না খেলে মনে হয় কী একটা মিস করেছি, কী একটা মিস করেছি। একটা কথা বলব কাউকে বলবি না বল?'

'তোর কথা বলতে গেলেও কেউ শুনবে না। তুই নিশ্চিন্তে আমাকে বলতে পারিস।'

বরুণ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'মাঝে মধ্যে অফিস কেটে চলে আসি। বাড়ি এসে অপর্ণার হাতের রান্না খাই।'

'খুবই চিন্তার বিষয় বরুণ। খুবই চিন্তার।'

বরুণ ঘাবড়ে যায়। এ দিক ও দিক তাকিয়ে বলে, 'কেন? চিন্তার বিষয় কেন?'

'বিয়ের পরের প্রেম হল, একটা সেন্ট পার্সেন্ট মাথার অসুখ। পাগলামি। প্রথমে মাথায় অ্যাটাক করে। বেশিরভাগ স্বামীই এই অ্যাটাক সামলে নেয় এবং অল্প দিনের মধ্যে তাদের রোগমুক্তি ঘটে। কিন্তু বউয়ের প্রতি সেই প্রেম যদি লাস্ট করে যায়, তা হলে বুঝতে হবে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। সে পর্যায়ক্রমে শরীরের অন্যান্য পার্টকে ধরতে থাকে। তাদের নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসে। যেমন তোর হয়েছে। তোর এখন জিভের টেস্ট বাডগুলোকে অ্যাটাক করেছে। তোর স্বাদবোধ এলোমেলো হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, খুব শিগগিরই তুই অপর্ণার হাতে উচ্ছে সেদ্ধ খেয়ে বলবি, আঃ অর্পণা, কত দিন না তোমায় বলেছি রসগোল্লা দেওয়ার সময় রসটাকে চিপে বের করে দেবে? রসগোল্লার রস ডেঞ্জারাস জিনিস, শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়।'

'রসিকতা করছিস?'

BanglaBook.org

'না, রসিকতা করিনি। দেখবি তোর বউয়ের বানানো খাবার খুব শিগগিরই রান্নায় ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে এবং দূরদর্শনের ন্যাশনাল চ্যানেলে সেই অনুষ্ঠান ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট করা হবে।'

বরুণ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তুই তা হলে খাস কেন? আমরা কি তোকে বেঁধে খাওয়াই?'

'আমি খাই কারণ আমাকে যত্ন করে দেয় বলে। যত্ন করে দিলে আমি ঘাসও খেয়ে ফেলব।'

সেই অর্পণা আমাকে এখন চা দেবে এবং সঙ্গে অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুতে অবশ্য করে ঝাল এবং মিষ্টির গোলমাল থাকবে।

অর্পণা হাসিমুখে সামনের সোফায় বসল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। বলল, 'দেখুন সাগরবাবু, আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে কলেজে পড়তেন। এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কলেজে আপনি একা পড়তেন না। আরও অনেকেই পড়ত। আপনি যদি মনে করেন, বরুণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কোনও সহপাঠীর সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন, তা হলে সে অন্য কাউকে জোগাড় করে নিতে পারবে। তা ছাড়া, আমি যত দূর জানি, তার স্কুল এবং কলেজ জীবনের বহু পরিচিতই বর্তমানে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কেউ ডায়মন্ডহারবার কলেজে অধ্যাপনা করছে। কেউ জর্জিয়া ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশুনো করছে। ওর এক স্কুলফ্রেন্ড পিরামিডের ওপর গবেষণা করার জন্য এখন মিশরে। সে হবে প্রথম বাঙালি যে পিরামিডের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে চলেছে। এই সব বন্ধুর কথা মানুষকে বলা যায়। আপনার কথা মানুষকে বলা যায় না।'

অপর্ণা থামল। আবার হাসল। নিশ্চয় ভয়ঙ্কর কোনও গোলমাল করেছি। নইলে এত রাগবে কেন?

আমি হাসলাম। বললাম, 'শুধু মানুষকে নয়, আমার কথা কুকুর বেড়ালকেও বলা যাবে না অর্পণা। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, ফিরতে রাত হয়ে গেলে গলির পরিচিত কুকুরগুলো যে কী ডাকাডাকি করে। এক বার সকালে ওদের বিস্কুট দিয়ে ভাব করতে গেলাম। দে রিফিউজড্। মুখ ফিরিয়ে নিল। ভাবতে পার? অপমানের অপমান।'

'আপনার অপমান জ্ঞান আছে তা হলে? বসুন সাগরবাবু। আপনার জন্য চা করে আনি।'

'থাক না, আর একটু পরে বরুণ ফিরুক একসঙ্গে জমিয়ে চা খাওয়া যাবে'খন।' আমি পরিস্থিতি হালকা করার চেষ্টা করলাম।

অপর্ণা শুনল না। সে উঠে গেল। চা এবং কেক নিয়ে এল। ঘরে তৈরি কেক।

BanglaBook.org

কেকের মাথায় লাল টুকটুকে চেরি ফল বসানো।

আমি একটা কামড় দিলাম। কেক ঝাল। বললাম, 'দারুণ হয়েছে অপর্ণা। মনে হচ্ছে জীবনের দ্বিতীয় সেরা কেকটা খাচ্ছি। প্রথম সেরা কেকটাও তুমিই বানিয়েছিল। বাপির জন্মদিনে।'

'ভাল-মন্দ আপনিই তো বুঝতে পারবেন। আপনি তো আর আপনার বন্ধুর মতো পাগল নন। ব্রেন বা জিভের টেস্ট বাড সবই ঠিকই আছে।'

আমি এ বার হো হো করে হেসে উঠলাম। ওর রাগ এই জন্য? বরুণ ব্যাটা বউকে বলে দিয়েছে। শুধু টেস্ট বাড নয়, প্রেম ওর ভোকাল কর্ডগুলো পর্যন্ত আক্রান্ত করেছে। তাদের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সব বলে ফেলছে।

'হাসছেন কেন? কেকে কি হাসি বেশি হয়ে গেছে?'

'অপর্ণা, তুমি ভুল বুঝছ। বরুণ ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারেনি। তোমার হাতের রান্না খুবই ভাল। শুধু ঝাল-মিষ্টিতে একটু গোলমাল আছে। তা থাক। খাবারের ঝাল-মিষ্টিটাই তো আসল হল না। যদি হত তা হলে বাজারে লঙ্কা আর চিনিই শুধু বিক্রি হত, অন্য কিছু আর পেতে হত না। তা ছাড়া বরুণ তোমাকে শুধু নিন্দেটাই বলছে। প্রশংসার কথাটা বলেনি। তোমার যত্ন? এত যত্ন পেলে নিজেকে বরযাত্রী বরযাত্রী মনে হয়।'

অপর্ণা হাসল। হেসে ধমক দিল, 'চুপ করুন সাগরবাবু। আমার স্বামীর নিন্দে বা আমার প্রশংসা কোনওটাই আপনাকে করতে হবে না। আমাকে কোনও ভাবে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আর আপনি যদি মনে করেন, আপনাকে খাতির করে খাওয়ানোর পেছনে আমার আলাদা কোনও দরদ আছে তা হলে ভুল করবেন। কেন দরদ থাকবে বলুন তো? আপনি কি আপনার বন্ধুকে তার ব্যবসায় বড় কোনও অর্ডার ধরিয়ে দিতে পারবেন? পারবেন না। কিছুই পারবেন না। বসুন আর একটু কেক দিই আপনাকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন পেটে খুব একটা কিছু পড়েনি। পড়বেই বা কী করে? পেটে কিছু ফেলবার জন্য যে যোগ্যতা লাগে তা আপনার নেই। লোককে ঘাবড়ে দিয়ে পেট ভরানো যায় না। ঘাস খাওয়ার কথা বলে সরল সাদাসিধে একটা বন্ধুকে আপনি ঘাবড়ে দিতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠে গিয়ে দু'মুঠো ঘাস তো খেয়ে আসতে পারবেন না।'

অর্পণা আরও কেক আনল। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। একে এখন থামাই কী করে? বরুণ এসে গেলে রক্ষে। সে নিশ্চয় আমাকে সেভ করবে। দারুণ দারুণ বলে সব কেক খেয়ে নেবে।

'অর্পণা, সামান্য রান্না নিয়ে তুমি এত রেগে আছ কেন? ধরো, তোমার রান্না খুব খারাপই, ঝালের জায়গায় মিষ্টি, মিষ্টির জায়গায় ঝাল। তাতে কী হল? তুমি তো আর রেস্টুরেন্ট খুলছ না। তোমার বর তৃপ্তি করে খাচ্ছে, ব্যস এটাই যথেষ্ট।

BanglaBook.org

আর আমার কথায় যদি দুঃখ পেয়ে থাকো তা হলে না হয় ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

অপর্ণা চুপ করে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বোধহয় মনে খানিকটা মায়া আনল। বলল, 'ঠিক আছে এ ব্যাপারে আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আর যে কাজগুলো আপনি করেছেন তার কী হবে?'

আমি আঁতকে উঠলাম।

'আরও? কই আর তো আমি কিছু বলিনি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। সাগরবাবু, আপনি ওপাশটায় সরে বসুন। পাখার হাওয়াটা বেশি পাবেন। আপনি বরুণকে বলেছেন, আমাদের এই ফ্ল্যাটের ওপর সব সময় চাঁদ দাঁড়িয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ বলেছি। আজও আছে। ইচ্ছে করলে তুমি জানলা দিয়ে দেখ। দেখবে?'

'থাক। চাঁদ উঠলে তা আকাশে থাকবে এটাই নিয়ম। আপনি নিশ্চয় আশা করেন না যে, ওঠার পর সে আপনার ওই শার্টের পকেটে এসে ঢুকবে? আমাদের ফ্ল্যাট চারতলায়। সুতরাং সেই চাঁদ অনেকটা সময় ধরে দেখা যায়। এটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু আপনি এমন ভাবে বলেছেন, যেন বড় ধরনের কোনও রহস্যময় ব্যাপার ঘটে গেছে। কোনও কারণে চাঁদ আমাদের ভয়ঙ্কর ভালবেসে ফেলেছে। সে যেতে চাইছে না।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তুমি বিশ্বাস না করতে পার, কিন্তু আমার তাই মনে হয় অর্পণা।'

'সেই মনে করাটা নিজের মধ্যে রাখলেই ভাল করতেন। আমাদের মতো সহজ স্বাভাবিক মানুষকে না বললে কোনও অসুবিধে হত কি আপনার? আমরা ঘাবড়ে যাই। সে দিন রাতে অন্তত সাত বার আপনার বন্ধু বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে চাঁদ দেখেছে। আশ্চর্য ঘটনা হল, তার মধ্যে পাঁচ বার আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। চরম ব্যাপার হল, এক বার আমি একাও উঠে পড়েছিলাম!'

আমি চুপ করে রইলাম। এই অপরাধের কোনও সাফাই আমার জানা নেই।

'আরও আছে। সেগুলো আরও ভয়ঙ্কর। সাগরবাবু, আপনি কি মুখটুখ একটু ধুয়ে আসবেন? স্নানও করতে পারেন। আপনাকে শুকনো দেখাচ্ছে। নিশ্চয় সারাদিন রোদে ঘোরাঘুরি করেছেন। করতে তো হবেই। ঘোরাঘুরি করা ছাড়া আপনার আর কাজটাই বা কী?'

টেলিফোন বেজে উঠল। অপর্ণা উঠে টেলিফোন ধরল। কর্ডলেস। কানে নিয়ে সে পাশের ঘরে ঢুকে যায়। সামান্য পরেই কথা সেরে ফিরে আসে।

'সাগরবাবু, আমি কি আপনাকে সাবান আর তোয়ালে দেব?'

'না থাক, তুমি বরং আমাকে বাকি অপরাধগুলোর কথা বলো। না কি বরুণ এলে বলবে?'

BanglaBook.org

'বরুণের আসতে দেরি হবে। এই ফোনটা তারই ছিল। ওকে বললাম, তুমি একটু দেরি করে এসো। আমি সাগরবাবুর সঙ্গে কথা সেরে নিই।'

'সে কী! বরুণও তো শুনতে পারত।'

'পারত। কিন্তু কথা শেষের পর আমি যে সিদ্ধান্তের কথা জানাব সেটা সে নাও সহ্য করতে পারে। এই ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

'না, পার না। বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পুরুষমানুষকে সঙ্গে না রাখাই ভাল। সিদ্ধান্তের প্রশ্নে মেয়েরা চিরকালই অনেক শক্ত মনের হয়।'

'শক্ত না নরম একটু পরেই বুঝতে পারবেন।'

'তা হলে শুরু করো অপর্ণা।' আমি হেলান দিয়ে বসলাম। ফাঁসির দণ্ডাদেশ শোনার আগে খুনিকে খুব রিল্যাক্সড ভাবেই নিজের অপরাধের কথা শুনতে হয়। ছটফট করতে নেই।

'গত সপ্তাহে আপনি যখন এ বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আপনাকে বরুণ বলেছিল, ইদানীং তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ভোরে ঘুম ভাঙলেই ব্যবসার টেনশন, আমার সুগারের প্রবলেম, নিজের লো প্রেশার, বাপির ইতিহাস পরীক্ষা, ফ্ল্যাটের পাম্প সমস্যা, বাজারের তাড়া তার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসছে। পাগল পাগল লাগছে। বলেছিল কি?'

'হ্যাঁ, বলেছিল। সেই সঙ্গে তোমাদের ওয়াশিং মেশিনের কী একটা প্রবলেমের কথাও বলছিল যেন। যে পাইপটা দিয়ে ফ্রেশ ওয়াটার ঢোকার কথা সেটা না কি ঠিক মতো ফাংশন করছে না। এখন কি ঠিক হয়েছে অপর্ণা?'

অর্পণা, আমার পাইপ প্রশ্নের উত্তর দিল না। শুনল বলেই মনে হল না। সে বলতে লাগল, 'বন্ধুর এই সমস্যাগুলোর কথা শুনে আপনার কী করা উচিত ছিল?'

'কী উচিত ছিল?'

'উচিত ছিল, প্রেশার এবং সুগারের একজন ভাল ডাক্তারের সন্ধান দেওয়া। বাপির জন্য ভাল একজন হিস্ট্রি টিচারের খোঁজ করা এবং দু'দিনের মধ্যে জানানো। বন্ধুকে ভাল করে বোঝানো যে, ব্যবসা নিয়ে টেনশন খুবই ভাল লক্ষণ। এতে ব্যবসায় উন্নতি হয়, ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের গল্পে মন না দিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া যাতে ধীরে সুস্থে বাছাই এবং দরদাম করে আনাজপাতি কেনা যায়। আর ফ্ল্যাটের পাম্পের দায়িত্ব একার ঘাড়ে না নিয়ে রবিবার একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করা। সর্বোপরি কোম্পানিতে গিয়ে ওয়াশিং মেশিনের পাইপটা বদলে এনে দিতে পারতেন। এই পরামর্শগুলো দেওয়া নিশ্চয় আপনার পক্ষে শক্ত কিছু ছিল না। আপনার অল্প বুদ্ধিতেও হয়ে যেত। কিন্তু আপনি তো দেননি। তার বদলে আপনি ওকে কী পরামর্শ দিলেন?'

BanglaBook.org

'যত দূর মনে পড়ছে, সকালের দিকটা ওকে আমি গান শুনতে বলেছি।'

'হ্যাঁ, শুধু বলেছেন না, আপনি ঝুলি থেকে একটা ক্যাসেটও বের করে দিয়ে গেছেন। সস্তা ধরনের ক্যাসেট। ফিতের কোয়ালিটি খুব খারাপ। ক্যাসেটের কভার না থাকায় কার গান, কী গান, বোঝার কথা নয়। তবু আমরা বুঝেছি। বাউল গান। লালন ফকিরের।'

আমি উৎসাহ নিয়ে বলি, 'আমি জানতাম তোমরা বুঝবে অপর্ণা। গাধা বরুণটা কলেজ জীবনে পৌষমেলায় গিয়ে গাঁজা খেত। বাউল গান ও শালা চিনবে না তো কোন শালা চিনবে।'

'শালা, শালা করবেন না সাগরবাবু। বাপি পাশের ঘরে পড়ছে। সে এ ধরনের ভাষা শুনতে অভ্যস্ত নয়। তা ছাড়া বাউল গান শুনতে গিয়ে গাঁজা খাওয়া এমন কোনও কৃতিত্বের কাজ নয় যে, অত জাহির করে বলতে হবে। আমি কোনও দিন গাঁজা না খেয়েও লালনের দশটা গান মুখস্থ বলে দিতে পারি। যাই হোক, সেই ক্যাসেট এখন ভোর হলেই বরুণ চালিয়ে দিচ্ছে। গানের কথা হল, 'এমন মানব-জনম আর কি হবে।/মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।'

আমি আগ্রহ নিয়ে সোজা হয়ে বসি। ঝুঁকে পড়ে বলি, 'আহা, কোনও ফল পেলে অপর্ণা?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমাদের সংসারে একটা বাউল বাউল ভাব এসেছে। দেরি করে ফেলায় দু'দিন বাজার হয়নি। এক দিন পাম্পে জল আসেনি। ওয়াশিং মেশিনের একটা পাইপ গোলমাল করছিল, এখন ইন আউট দু'টোই অকেজো। মাপা হয়নি, তবে আমার মনে হয়, বরুণের প্রেশার আরও কমেছে। সব থেকে বাজে ব্যাপার যেটা হয়েছে, কোনও কোনও দিন আমি বরুণের আগেই গান চালিয়ে দিচ্ছি। শুনলে আপনি খুশি হবেন, কিন্তু আমাদের কাছে আতঙ্কের ঘটনা হল, আজ সকালে বাপি স্কুলের জন্য তৈরি হওয়ার সময় বলল, মা, গানটা একটু জোরে করে দাও। আপনি কী মনে করেছেন, এই অবস্থা আর চলতে দেওয়া উচিত?'

'না, অপর্ণা চলতে দেওয়া উচিত নয়। সত্যিই এ সব আমার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

'সুতরাং আমি চাই এই সমস্যাগুলোর মূল উৎপাটিত করতে। একেবারে গোড়া থেকে সাফ। দয়া করে আপনি এ বাড়িতে আসা বন্ধ করলে আমরা সকলেই বাধিত হব এবং সুস্থ থাকব। এ বিষয়ে যা কথা বলার আমি বরুণের সঙ্গে আগেই বলে রেখেছি। আপনি দরকার হলে জিগ্যেস করতে পারেন।'

আমি ভাল করে হেলান দিয়ে বললাম, 'না, তা দরকার নেই। তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয় তার সঙ্গে কথা বলেই বলছ। ভারতীয় নারীদের এই একটা

BanglaBook.org

বড়ো গুণ, কোনও কাজ তারা স্বামীকে না জানিয়ে করে না। অন্য দেশে কিন্তু তুমি এই ব্যাপারটা পাবে না। আসলে এটা হল গিয়ে তোমার পোর্তুগিজ কালচার। ভাস্কো-ডা-গামার পিরিয়ডে পোর্তুগালে এ রকম একটা ব্যাপার ছিল। তা হলে টাইমটা কী রকম হল? হাতের কাছে এনসাইক্লোপেডিয়া গোছের কিছু আছে না কি অপর্ণা? ভাস্কো-ডা-গামার পরিচয়টা চট করে দেখে নিতাম।'

দরজায় কলিং বেল বাজল। বরুণ এসেছে। অপর্ণা উঠল। উঠতে উঠতে বলল, 'আপনি কিন্তু রাতে এখানে খেয়ে যাবেন। কোনও কথা শুনব না। হালকা করে মাছের ঝোল করেছি।'

আমি রাজি হয়ে গেলাম। বরুণকে বললাম, 'তোদের কাছে একটা খটকা দূর করতে এসেছি। ছবির বইগুলো বের কর। লাস্ট সাপার ছবিটা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছাড়া আর কার কাছে? থাকলে আমাকে দেখা।'

অপর্ণা রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল, 'সাগরবাবুকে টিনটোরেটোর আর্টপ্লেটগুলো দেখাও। ওখানেই ছবিটা পাবে। আমার আলমারির নীচের তাকে আছে। আমি ততক্ষণে বাপিকে খেতে দিয়ে দিই।'

অফিসের জামা কাপড় বদলে বরুণ এল। বউয়ের শাড়ির তাক থেকে গাদা খানেক ছবির বই বের করেছে। উৎসাহ দেখার মতো। মাটিতে পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিল্পীর আঁকা ছবি সাজিয়ে গাধাটা একেবারে হইচই শুরু করে দিল। কে বলবে তার লো প্রেশার?

আমার খটকা দূর হল। মঞ্জুবউদির মামার অফিস ঘরের লাস্ট সাপার ছবিটা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ফ্রেসকো নয়। ফরাসি চিত্রকর টিনটোরেটোর অয়েল কালারের কপি। ছবিতে কালোর ভাগ বেশি। যিশু বসে আছেন বাঁদিকে কোণে। মুখ ফিরিয়ে। মাথায় জ্যোতি। পাশে খোলা দরজা। সেখান থেকে আলো আসছে।

মাঝখানে অপর্ণা এসে বলে গেল, 'বুঝলেন সাগরবাবু, দ্য ভিঞ্চির ফ্লেসকোর কাজে অনেক বড় একটা অ্যাপিল আছে। টিনটোরেটার অয়েল পেন্টিং সে দিক থেকে যেন খানিকটা রহস্যময় বলে আমার মনে হয়। আপনি অবশ্য বুঝবেন বলে মনে হয় না। এ আপনার চালিয়াতি মার্কা কথা নয়। তবু দেখুন, দেখতে থাকুন, বড় কিছু দেখা ভাল।'

আমি অল্প হাসলাম। এই মেয়ের রান্নায় যে ঝাল-মিষ্টির গোলমাল হবে সে আর আশ্চর্যের কী?

বরুণদের বাড়িতে আমার লাস্ট সাপার দারুণ হল।

বরুণ অফিস থেকে ফেরার পথে কতগুলো কলাপাতা নিয়ে এসেছে। সে নাকি জানত, রাতে আমাকে না খাইয়ে অর্পণা ছাড়বে না। কলাপাতায় খেলে বেগুন ভাজা জুতসই লাগে। অত রাতেও অর্পণা আমার জন্য বেগুন ভাজতে

BanglaBook.org

বসল। কলাপাতার আয়োজন মাটিতে। মজা লাগছে। দু'দিন আগে শিমুলতলায় শালপাতায় খেলাম, আজ আবার কলকাতায় কলাপাতায় খাচ্ছি। সুতরাং প্যান্ট বদলে বরুণের একটা পাজামা পরলাম। তার আবার একটা পা ছোট। খুব একচোট হাসাহাসি হল। খেতে বসে দেখলাম, শুধু বেগুন নয়, গরম ভাতের পাশে আলুসেদ্ধ মাখা। আধখানা পাতিলেবু। ছুরি দিয়ে লেবু কাটতে গিয়ে অর্পণা সামান্য হাত কেটেছে। বরুণ তুলো নিয়ে অ্যায়সা ছোটাছুটি করল যে, মনে হচ্ছে ছুরি বিঁধছে তার বুকে। অপর্ণার হালকা মাছের ঝোলে ঝাল বেশি। খুবই বেশি। খেতে বসে আমাদের তিন জনের চোখেই বার বার জল চলে এল।

বেরবার মুখে বরুণ আমার হাত ধরে বলল, 'অর্পণার রিকোয়েস্টে খেলি। আমার রিকোয়েস্টে আজকের রাতটা থেকে যা। আর তো আসবি না।'

বললাম, 'ঠিক আছে আসব। চট করে সিগারেট কিনে চলে আসছি। এত রাতে দোকান খোলা পাব তো?'

বাইরে বেরিয়ে দেখি, বাড়ির ওপর আকাশ আলো করে চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম থাকবে। এদের বাড়ির ওপর এসে চাঁদ থমকে যাবে না তো কোথায় থমকাবে?

ভালই হল। অনেক রাত পর্যন্ত বরুণ আর অপর্ণা আমার জন্য বারান্দায় বসে অপেক্ষা করুক। চাঁদের সঙ্গে ওদের দেখা হোক।

BanglaBook.org

আনবেন।'

অত ষণ্ডা একটা লোক কেমন যেন মিহিদানার মতো মিইয়ে গেছে। ভয় ভয় চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমার মায়া হল। হেসে বললাম, 'ঠিক আছে ভাই, ভেতরে গিয়ে জানান, মন্ত্রীর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার খাতা নিয়ে এসেছি।'

লোকটা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডাক পেয়েছি এবং ঘরে এসে বসেছি।

উপমন্ত্রী এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সম্ভবত ভাবছেন, সেদ্ধ না ভাজা কোনভাবে খেলে আমি সুস্বাদু হব। আমি মন দিয়ে ঘর দেখছি। মন্ত্রীর বাড়ির ঘর দেখার সুযোগ পায় ভাগ্যবানেরা। ঘরের এক কোণে দামি টেলিভিশন সেট। পাশে মনে হচ্ছে ভি.সি.আর। আর এক দিকে মিউজিক সিস্টেম। এলাহি কাণ্ড। টেবিলটাও দেখার মতো। অ্যাশট্রেটার দামই হাজার খানেক হবে। অ্যাশট্রে থেকে আবছা একটু হলুদ জ্যোতি বের হচ্ছে। দু'টো ফোন। লাল আর কালো। লালটার কোনও ডায়াল নেই। গায়ে লেখা 'হট লাইন'। একপাশে কম্পিউটার। ধুলোর ওপর আলো পড়ে চক চক করছে। বোঝা যায় হাত পড়েনি, ধুলো পড়েছে।

মন্ত্রী বললেন, 'বলুন, কীসের খাতা নিয়ে এসেছেন?'

আমি অ্যাশট্রেটা হাতে তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, 'আপনার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার খাতা স্যার। মনে হচ্ছে, অ্যাকাউন্টেন্সির। বিজনেস ম্যানেজমেন্টেরও হতে পারত। তখনকার দিনে কমার্স স্ট্রিমের কোনও দাম ছিল না। ভাল ছেলেরা সায়েন্স পড়ত। অথচ এখন দেখুন স্যার কমার্সই জীবনে দাঁড়াবার পথ।'

'বাজে কথা বন্ধ করুন।'

'ঠিক আছে বন্ধ করছি। আসলে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস তো নেই স্যার, ভুল হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রীরা ভাল কথার মানুষ। তাঁরা কেন বাজে কথা শুনবেন? স্যার এক কাপ চা খাওয়ান। বাড়িতে মিষ্টি কিস্তি কিছু আছে? না থাকলে নরম পাকের দু'টো সন্দেশ আনতে দিন। খালি পেটে চা বিষের মতো।'

'আগে যা বলছি তার উত্তর দিন। আমার পরীক্ষার খাতা আপনি পেলেন কোথা থেকে? আমার সঙ্গে ফ্রডগিরি করছেন? জানেন আপনাকে আমি এখুনি পুলিশে দিতে পারি?'

'পুলিশে কী দেবেন স্যার ; পুলিশই তো আমাকে খাতাগুলো দিল। দিয়ে বলল, যাও ওঁকে খাতা ফেরত দিয়ে এস। এ রকম কোনও রেকর্ড রাখা উচিত নয়, যাতে জানা যায় মন্ত্রী টুকলিফাই করে পরীক্ষায় পাশ করেছেন। ওঁকে বলো খাতাগুলো ডেস্ট্রয় করে ফেলতে। নইলে ভবিষ্যতে কেউ ব্ল্যাকমেল করতে পারে।

BanglaBook.org

ভাবতে পারেন এই পুলিশটি কী অসামান্য একজন মানুষ? ইচ্ছে করলে তিনি নিজের কাছে এই ফাইলটা রেখে দিতে পারতেন। অপমানজনক বদলির বদলা হিসেবে অপোজিশন লিডারদের হাতে ফাইলটা গোপনে তুলেও দিতে পারতেন। তারা খবরের কাগজগুলোতে দিয়ে আসত। কাগজে জেরক্স বের হত। আজকাল খবরের কাগজগুলো সব রঙিন হয়ে গেছে। আপনার স্যার ভাল রঙিন ছবি আছে? কাগজে বের হলে হইচই পড়ে যাবে। স্টুডেন্ট স্ট্রাইক, রোড ব্লকেড, বন্‌ধ, বন্‌ধে বাস পোড়ানো। অথচ এই পুলিশ অফিসার তা করেননি। তিনি খাতাগুলো ফেরত পাঠিয়েছেন। দেরি করবেন না স্যার, আপনি চায়ের কথা বলে দিন। চা-মিষ্টি খেয়ে কেটে পড়ি।'

উপমন্ত্রী উঠে পড়লেন। সম্ভবত চা-মিষ্টির কথা বলতে গেলেন।

আমি বসে বসে শিস দিতে লাগলাম। এসি ঘরে ভাল করে শিস দেওয়া যায় না দেখছি। মুখ থেকে বেরিয়েই হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সুরের গরম ভাবটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রীমশাই একটু পরেই ফিরে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'দিন, ফাইলটা আমার হাতে দিন।'

'সরি, স্যার, ফাইলের বদলে আমার যে একটা জিনিস চাই।'

'কী চাই টাকা?'

আমি হাসলাম। মন্ত্রীমশাই গলা চড়িয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও?'

আপনি থেকে তুমি। মন্ত্রীমশাই সম্বোধনে এক পা পিছিয়েছেন। ভালই করেছেন। কথায় আছে, দু'পা পিছোন, এক পা এগোন। এক পা পিছিয়ে উনি আমাকে দু'পা এগোনোর সুযোগ করে দিলেন।

আমি বললাম, 'স্যার, আস্তে। বাইরে থেকে শোনা যাবে।'

'শোনা গেলে শোনা যাবে। তোমার মতো কেঁচোকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে।'

'কেন স্যার আপনি কি কেঁচো বিশেষজ্ঞ?'

'পুলিশের রুলের দু'টো গুঁতো খেলেই বুঝতে পারবে কী বিশেষজ্ঞ।'

'তাই করুন। হট লাইন তুলে পুলিশকে ফোন করুন। ডেকে পাঠান। আমি চাই কেঁচো খোঁড়া হোক। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ুক। ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য হইচই হলেই আপনি গন। গন মানে জানেন? গন মানে গেলেন। সবাই তখন আপনাকে বলবে, 'টোকা-মন্ত্রী।' চিফ মিনিস্টার পর্যন্ত গড়াতে পারে। গড়াতে পারে কেন? গড়াবেই। তখন কী হবে সেটা আপনি জানেন। উনি এ সব একেবারেই বরদাস্ত করবেন না। উপমন্ত্রীর হাত থেকে দপ্তর ঘ্যাঁচাং করে

BanglaBook.org

আমি চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছি।

মন্ত্রীর বাড়িতে বসে পা দোলানোর মধ্যে অন্য রকম একটা আনন্দ পাচ্ছি। পায়ে সস্তা ধরনের চটি থাকায় সেই আনন্দ ডবল হয়ে গেছে। একটা দোলায় দু'টো দোলার এফেক্ট।

ঘরে জুতো পরে ঢোকার অতিরিক্ত দাম আছে। ডাক্তারবাবুরা এই দাম জানেন। তারা রোগীর বেডরুমে গটমটিয়ে জুতো পায়ে ঢুকে পড়েন। কোনও ডাক্তার যদি জুতো খুলে রোগী দেখেন, তা হলে আমার মনে হয়, বাড়ির লোকেরা সেই ডাক্তারের ওষুধ রোগীকে পারতপক্ষে খাওয়াবে না। ইংরেজ আমল থেকেই বাঙালিরা জুতোকে ভক্তি করে। কিন্তু চটিকে করে না। চটিকে ঘেন্না করে। জুতোর ধুলো আর চটির ধুলোর দাম এক নয়। চটির ধুলোর দাম অনেক কম।

আমি ইচ্ছে করেই চটি পরে এই ঘরে ঢুকেছি। আমি চাই মন্ত্রী বিরক্ত হোন। আমাকে এবং আমার চটিকে ঘেন্না করুন।

মন্ত্রী আমার উল্টোদিকে একটা সোফায় বসে আছেন। পরীক্ষা এবং ফলাফল দপ্তরের উপমন্ত্রী হরিপদ সামন্ত। পরনে লুঙ্গি। নীলের ওপর কালো ট্রাইপ। গায়ে হাতাওলা গেঞ্জি।

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'স্যার, আপনার লুঙ্গিটা কি নদিয়ার? নদিয়ার লুঙ্গিতে আজকাল আর তেমন কোয়ালিটি নেই। আজ থেকে বিশ বছর আগে খুব রমরমা ছিল। তিন সুতোতে কাজ হত।'

উপমন্ত্রী কড়া চোখে তাকালেন। বললেন, 'আপনি কি এখানে লুঙ্গি সম্পর্কে জানতে এসেছেন?'

'না স্যার, তবে কি, লুঙ্গি যদি ভাল হয়, তা হলে আমার এক বন্ধুর বন্ধুকে উপহার পাঠাতাম। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। ও এখন স্যার মিশরে আছে। পিরামিডের ওপর গবেষণা করছে। প্রথম বাঙালি, যে কি না কিছু দিনের মধ্যেই 'ডক্টর মমি' ডিগ্রি পাবে।'

'আপনি যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। আমার সময় নেই।'

'ছি ছি, আপনার সময় থাকবে কেন? সাত সকালে চলে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম। বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ই নিজেকে কেমন দোষী দোষী লাগছিল। আপনার নিশ্চয় মুখটুখ ধোয়া হয়নি? আপনি স্যার মুখ ধুয়ে, পায়খানা টায়খানা করে আসুন। আমি বসছি। আমার কোনও তাড়া নেই।'

উপমন্ত্রী বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। এ ধরনের রুচিহীন কথা মন্ত্রীকে সম্ভবত কেউ বলে না। আমি সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে হাসলাম। হাসির

BanglaBook.org

উদাহরণে একে বলে— মধুর হাসি।

সকালবেলা মন্ত্রীর বাংলো খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়েছে। কলকাতার এই এলাকায় বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের মন্ত্রী মনে করে। অন্য মন্ত্রীর বাড়ির খবর রাখার সময় বা ইচ্ছে কোনওটাই তাদের নেই। বাড়ি খুঁজে পাওয়ার পর অবশ্য ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। শুনেছি, উপমন্ত্রীদের বাড়ির সামনে পুলিশ টুলিশ থাকে না। তাঁরা পুলিশের জন্য খুবই ধরাধরি করেন। বাড়ির সামনে পুলিশ পোস্টিং না হলে মন্ত্রী হওয়ার কোনও অর্থ নেই। ধরাধরিতে কাজ হয় না। পুলিশ ফোর্সে অত লোক নই। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়েথুয়ে তাদের জন্য কিছু আর পড়ে থাকে না। তখন উপমন্ত্রীদের বাধ্য হয়ে নিজেদেরই নিজেদের ব্যবস্থা করতে হয়। বেকার ছেলেদের ধরেটরে দাঁড় করিয়ে দেন। নিজের পয়সাতেই কিনে দেন খাকি পোশাক, এক সাইজ ছোট টুপি। এদের কাজ একটাই, মন্ত্রীর ঢোকা-বেরনোর সময় ফটাফট স্যালুট। এ বাড়িতে ঢোকার সময় দেখলাম গেটে টুল পেতে ষণ্ডামার্কা একটা লোক বসে নিম ডাল দিয়ে দাঁত ঘষছে। পরনে হাফ প্যান্ট। লোকটা খুব বিরক্ত মুখে বলল, 'কাকে চাই?'

'মন্ত্রীকে।'

'ভেতরে যাওয়া যাবে না। পারমিশন নেই।'

'ঠিক আছে আপনি ভাই মন্ত্রীমশাইকে তা হলে একটু বাইরে ডাকুন। কাজ সেরে চলে যাই।'

ষণ্ডাটা আমার মুখের দিকে তাকাল। সম্ভবত সে আমার কথা বুঝতে পারেনি।

'আপনি যদি না ডাকেন, তা হলে আমি কিন্তু নাম ধরে চিৎকার করে ডাকব। সেটা কি ভাই ভাল হবে? ভাল হবে না। মাননীয় মন্ত্রীর নাম ধরে ডাকা তাঁর পক্ষে অসম্মানের হবে। আশেপাশের বাড়ির লোকেরা হাসাহাসি করবে। আপনি আমাকে দু'ঘা দিয়ে থামিয়ে দেবেন। কিন্তু ওদের হাসি তো বন্ধ করতে পারবেন না। হয়তো বাড়ির বাচ্চারা এর পর মন্ত্রীকে দেখলে জানলা থেকে 'হরিপদ হরিপদ' বলে ডেকে মজা করবে। বাচ্চাদের আবার যা করতে বারণ করা হয়, সেটা বেশি বেশি করে করে। খুবই বিচ্ছু হয় তারা। ভাই সেটা কি ভাল হবে?'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। সন্দেহের চোখে তাকাল। বাড়ির বারান্দায় গামছা শুকোচ্ছে। মন্ত্রীর গাড়ি দেখেছি, গামছা দেখিনি। এটা এক বড় পাওয়া। আমি মন দিয়ে সেই গামছা দেখতে লাগলাম।

ষণ্ডা বলল, 'মিনিস্টারের সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

'আমার কোনও দরকার নেই। ওঁর দরকার। দেখবেন, আমি এসেছি শুনলে উনি আপনাকে মিষ্টি আনতে পাঠাবেন। ভাই, প্লিজ তখন কিন্তু রসের মিষ্টি আনবেন না। সকালে রসের মিষ্টি জঘন্য। বরং দু'টো নরম পাকের সন্দেশ

BanglaBook.org

দিতে কতক্ষণ? তা হলে আপনি পুলিশ টুলিশ ডাকুন স্যার, আমি একটু অপেক্ষা করি। স্যার, আপনার কাছে ভাল ভিডিও ক্যাসেট কিছু আছে? থাকলে ভি সি আরে চালিয়ে দিন। পুলিশ আসা পর্যন্ত বসে বসে বরং সিনেমা দেখি। উত্তর-সুচিত্রার কোনও ছবি আছে? ইন্দ্রাণী বা সাগরিকা? ইন্দ্রাণীতে গীতা দত্তর গান আজও কানে বাজে। আহা কী গলা! স্যার, আমার এক বান্ধবীর গলা অবিকল গীতা দত্তর মতো। ওর নাম রেবা। স্যার, রেবাকে কি আপনি চেনেন? চেনেন না তো? রেবা কিন্তু আপনাকে চিনতে পারবে। অসাধারণ একটা মেয়ে।'

কালো ফোনটা বাজল। মন্ত্রী বিরক্ত মুখে রিসিভার তুললেন।

'হ্যালো, বলুন। না, আমি যাব না। কাল তো বললাম, যাব না। না না, আমাকে আর রিকোয়েস্ট করবেন না। আমি কম্পিউটার কেন্দ্রের উদ্বোধনে গিয়ে কী করব? আমি কী বলব? কী জানি আমি কম্পিউটারের? কম্পিউটারের জন্য তো আলাদা মন্ত্রী, আলাদা দপ্তর। প্লিজ, আমাকে বিরক্ত করবেন না। একটা জরুরি মিটিঙে আছি। ওহো, একটা কম্পিউটার প্রেজেন্ট করেছে বলে কি আমার মাথা কিনে নিয়েছে? যেখানে বলবে সেখানে যেতে হবে? মগের মুলুক পেয়েছে দেখছি। ভেবেছেনটা কী? যত্ত সব।'

মন্ত্রী ফোন নামিয়ে দিলেন। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা ভয়ঙ্কর রেগে গেছে। এ বার আমার কাজের সুবিধে হবে। মাথা গরম মানুষকে কন্ট্রোল করতে সুবিধে হয়।

চা-মিষ্টি এসেছে। সন্দেশ, তবে নরম পাক নয়, কড়া পাক। আমি একটা মুখে পুরে বললাম, 'কিছু যদি মনে না করেন তা হলে স্যার একটা কথা বলি। ঘুষের এই একটা সমস্যা। যারা দেয় বড্ড মাথায় চেপে বসে। ব্ল্যাকমেলের ওপর ব্ল্যাকমেল। তাও কম্পিউটার দিয়েছে, এ যদি ডিকশনারি দিত? কেলেঙ্কারি কাণ্ডটা এক বার ভেবে দেখেছেন? তা হলে তো ফোন করে শক্ত শক্ত সব বানান জিগ্যেস করত। যাক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন।'

'আপনি বলুন ফাইলের বদলে কী চান? কত টাকা?'

যাক, মন্ত্রীমশাই আবার 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে ফিরছেন।

'দাঁড়ান বলছি, চা-টা খেয়ে নিই। আপনি চা খেলেন না? ইস সাত সকালে আপনার কতটা সময় নষ্ট করলুম। স্যার আপনি কম্পিউটার উদ্বোধনে চলে যান। আপনাকে একটা দারুণ প্ল্যান দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার প্ল্যানের কোনও দরকার নেই।'

'আছে। তা হলে ব্যাটারা মন্ত্রীকে সাতসকালে টেলিফোন করে ধমকানোর একটা শাস্তি পাবে। আপনি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়ে কিচ্ছুটি বলবেন না। নো কম্পিউটার, নাথিং। শুধু একটা গান গাইবেন। ব্যাপারটা একেবারে নতুন রকম

BanglaBook.org

হবে। হইচই পড়ে যাবে স্যার। হইচই।'

উপমন্ত্রী চোখ সরু করে শুনছেন। মুখে ঘাবড়ানোর স্পষ্ট ছাপ।

'মন্ত্রীর গান— ভাবতে পারছেন? মিডিয়া লাফিয়ে উঠবে। কাগজে কাগজে খবর। টিভিতে ছবি।'

উপমন্ত্রীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কী গান?'

এ রকম হয়। খুব ঘাবড়ে গেলে অনেক সময় মনের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। মন্ত্রী মহোদয় লোভ সামলাতে পারলেন না।

আমি উৎসাহ নিয়ে বললাম, 'ওই গানটা গাইতে পারেন স্যার— অব্ কমর বাঁধ্ তৈয়ার হো/লাক্স কোটি ভাইয়ো/হম্ ভুখসে মরণেওয়ালে/কেয়া মত্সে ডরনেওয়ালে/আজাদিকা ডংকা বাজা। গানটার ওরিজিনাল হল লা মার্সেই। ফরাসি বিপ্লবের গান। ফাটাফাটি হবে স্যার। ক্ল্যাপে ক্ল্যাপে অন্ধকার। একেবারে সুদে আসলে ঘুষের দাম মিটিয়ে দিতে পারবেন। 'আজাদিকা ডংকা বাজা' জায়গাটা গলা ছেড়ে ধরবেন। সুরটা বড় কথা নয়, গলা ছাড়াটাই আসল। গানটা কি আমি লিখে দেব?'

উপমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, 'অনেক হয়েছে। এনাফ ইজ এনাফ।'

'ঠিকই। আপনি স্যার একটা ফোন করুন। করে বলুন, আই.জির ট্রান্সফারটা আপাতত স্থগিত। সুন্দরবনের সব জলদস্যু ভারত মহাসাগর পেরিয়ে আফ্রিকার দিকে রওনা হয়ে গেছে। সুতরাং এই পোস্টের আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমি শুনে হাসিমুখে ফাইলটা আপনার হাতে তুলে দিই। আর আমাকে হাজারটা টাকা দিন। আমার প্ল্যানের দাম। কারণ আমি জানি, আপনি এখন যাই বলুন না কেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গাওয়ার প্ল্যানটা ছাড়তে পারবেন না। লাখ টাকার পাবলিসিটি কে ছাড়ে? তার বদলে মাত্র হাজার চাইছি। স্যার, দয়া করে একটু পরিষ্কার নোট দেবেন। একটা পবিত্র কাজে ওই টাকা ব্যয় হবে।'

মহামান্য মন্ত্রী টাকা আনতে ভেতরে গেলেন। আমি পা দোলাতে লাগলাম। একবার বাঁ, একবার ডান। বাঁয়েরটা আসল, ডানেরটা ফ্রি। সাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি। শিমুলতলার মুরগির মতো।

BanglaBook.org

হাসপাতালে মানুষ ঢোকে ফল হাতে। হাসপাতালের গায়েই থাকে কম্বিনেশন ড্রাগের মতো কম্বিনেশন শপ। সেখানে মরার খাট এবং ফল একই সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে। এই সব দোকানে নন-সিজনাল ফ্রুট খুব সস্তা। যেমন গরমে কমলালেবু, শীতে ফজলি আম। সস্তার কারণ কমলালেবু টক, আম কষটে মার্কা। যারা রোগীর স্বাদের থেকে সস্তার দিকে বেশি নজর দেয়, তারা এই ফল কেনে। কিনে ভাবে বিরাট লাভ করলাম। খাওয়া যাক না যাক, ফল হাতে তো ঢোকা গেল। দরদামের দরকার হল না। দোকানি গম্ভীর মুখে সস্তার ওপর আরও দু'তিন টাকা ছাড় দিয়ে নিশ্চিন্ত হল, যাক টক কমলালেবু ক'টা বিক্রি হয়ে গেল। ডাক্তাররাও এ ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকেন। তাঁরা আপত্তি করেন না। তাঁরা অনেক বড় মাপের মানুষ। রোগীর পছন্দ অপছন্দ নিয়ে চিন্তা করার মতো ছোট মাপের কাজ তাঁরা করেন না।

জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। অভিজ্ঞতা হল বিচক্ষণ মানুষদের ব্যাপার। আমি তাদের মধ্যে পড়ি না। আমার আছে বিশ্বাস, যার কোনও দাম নেই। সেই বিশ্বাস থেকে আমার মনে হয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই ফলেরা রোগীর বিছানার পাশে গিয়ে নিজেদের আসল স্বাদ ফিরে পায়। কমলালেবু মিষ্টি হয়ে যায়। আম তার রস ফিরে পায়। প্রকৃতিই ফিরিয়ে দেয়। দোকানি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ডাক্তাররা অসুস্থ মানুষকে ঠকাতে শিখেছে। প্রকৃতি শেখেনি।

অবশ্য আমি হাসপাতালে ফল নিয়ে ঢুকলাম না। ঢুকলাম ছোট্ট একটা টিনের কৌটো নিয়ে। রঙওঠা সেই কৌটোর মধ্যে সামান্য একটু মুড়ি আছে। কৌটোর মুখ শক্ত করে আটকানো। আমি অসুস্থ মানুষের জন্য ফল নয়, মুড়ি নিয়ে এসেছি।

জগন্নাথের নম্বর হল, থ্রি বাই বি বাই সেভেন। অর্থাৎ সে হল তিনতলার বারান্দায় সাত নম্বর রোগী।

হাসপাতালে বেডের রোগী খুঁজে পাওয়া শক্ত। বারান্দার রোগী খুঁজে পাওয়া সহজ। বেডের নম্বর লেখা থাকে লোহার খাটের পেছনে। দেওয়ালের গায়ে। সেই নম্বর বহু বছরের অনাদরে হয়ে অস্পষ্ট, নয় অসম্পূর্ণ। তেরো নম্বর হলে তিন মুছে গেছে, তিন নম্বর হলে দেওয়ালের ল্যাম্পে তিনকে তেরোর মতো লাগছে। বারান্দা রোগীর এ সব ঝামেলা নেই। কোথাও কোনও নম্বর লেখা নেই। মাথা গুনে নিজেই পৌঁছে যাওয়া যায়।

কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন এই হাসপাতালের বারান্দা একটানা এবং গম্ভীর। পাঁচিলের মাঝেমধ্যে লক্ষ্মীঘটের নকশা। সেই ঘটের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আমি রোগী গুনে গুনে এগোলাম। সাতে নয়, জগন্নাথকে পেয়ে গেলাম ছ'নম্বরেই।

লাল সিমেন্টের বারান্দায় জগন্নাথ একটা সবুজ চাদরের ওপর বসে আছে। চাদরটা ছোট, ফলে তলার ছেঁড়া মাদুর ঢাকা পড়েনি। জগন্নাথ হেলান দিয়ে আছে পাঁচিলে। মাথাও হেলানো। চোখ বোজা। ঘন নীল পাজামার ওপর ফুলহাতা জামা। একমুখ খোঁচা দাড়ি। শরীরটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বুক ওঠানামা করছে। শ্বাস টানার গভীর শব্দ।

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। না, মানুষটা বেঁচে আছে। আমার আসতে তা হলে দেরি হয়নি।

বাঁচা মরার বড় সহজ নিয়ম লিখে দিয়েছে বিজ্ঞান। হৃৎপিণ্ড চলবে। বাইরে থেকে শরীরে ঢুকবে বাতাস। শিরা ও ধমনী দিয়ে বয়ে যাবে রক্ত। নাড়ি টিপে, বুকে কান পেতে বাঁচার সেই শব্দ পাওয়া যাবে। এই নিয়মের বাইরে বাঁচা মরার হিসেব করতে গেলে মুশকিল। আমি সেই হিসেবে গেলাম না। চটি খুলে মাদুরের ওপর নিঃশব্দে বসলাম।

জগন্নাথ চোখ খুলল। দুর্বল এবং জড়ানো গলায় বলল, 'সাগরবাবু এসেছেন? বসুন। ভাল করে পা তুলে বসুন। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'জগন্নাথ তুমি ঘুমোও। আমি বসে আছি। উঠলে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'হ্যাঁ সাগরবাবু, আপনি বসে থাকুন।'

জগন্নাথ হাসল। উজ্জ্বল হাসি। যে অসুস্থ মানুষের কথা বলার ক্ষমতা যত কম, তার হাসি তত উজ্জ্বল। যে কথা সে মুখে বলতে পারে না, সে কথা তার হাসি বলে দেয়। আমাদের ক্ষমতা নেই তাই অসুস্থ মানুষের হাসির ভাষা বুঝতে পারি না, তাকে কথা বলিয়ে কষ্ট দিই। যে দিন বুঝতে পারব, সে দিন আর অসুস্থ মানুষকে কথা বলতে হবে না। সে হেসেই বুঝিয়ে দেবে তার যন্ত্রণা কত গভীর।

জগন্নাথ চোখ বুজল।

দু'ঘণ্টা আগে, সুকিয়া স্ট্রিটে জগন্নাথদের বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছই তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ি বলতে একটা ঘর। একটা বারোয়ারি উঠোন। উঠোন পেরলে রান্নার জায়গা। রবীন্দ্র-বিষয়ক গবেষণার জন্য বছর বছর টাকার পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু রবীন্দ্ররচনাবলি বাঁধাইওলার ঘরের সংখ্যা এখনও বাড়ানো যায়নি। আজ জগন্নাথের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, ভালই হয়েছে। আগামী দিনে গবেষণার আরও একটা নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে রইল। সেই গবেষণার বিষয় হবে— কবিগুরুর বই ও বাঁধাইওলার কষ্ট।

ডাকাডাকিতে উমা বেরিয়ে এল। সে গাঢ় গোলাপি রঙের শিফনের শাড়ি

BanglaBook.org

পরেছে। মুখে ঘন করে পাউডার। সাদা মুখটাকে দেখে মনে হল, এই মুখ এই শরীরের নয়, অন্য শরীরের। হাতে একটা লিপিস্টিকের মতো কী। হ্যাঁ, লিপস্টিকই। বৃষ্টির আলোতেই বোঝা যাচ্ছে, উমার ওপরের ঠোঁট ভয়ঙ্কর ধরনের লাল। নীচেরটায় রঙ করতে করতে সে বেরিয়ে এসেছে। আমাকে দেখে বলল, 'আরে সাগরবাবু? আসেন ভেতরে আসেন। ইস্ বৃষ্টিতে একদম ভিজে গেছেন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। দু'ফুটের টিউবেই খুপরি সাইজের ঘরটি চমৎকার আলোকিত। ভেতরে তিনটি শিশু। গত বার যেন মনে হচ্ছে দু'টো দেখেছিলাম। একজন তা হলে বেড়েছে। মেয়েটির বয়স পাঁচের কাছাকাছি হবে। সে কোলে একটি উলঙ্গ শিশুকে নিয়ে এই অবেলাতেই ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। শিশুটি ঘুমোবে না। পরিত্রাহি চিৎকার করছে। সেই চিৎকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েটি 'আ আ' করে কান্নার মতো অদ্ভুত একটা সুর তুলছে এবং শিশুর পিঠে সজোরে চাপড় কষাচ্ছে। গরিব বাড়ির শিশুরা ঘুমপাড়ানি গানে ঘুমোয় না। চড় থাপ্পড়ে তাদের সহজেই ঘুম আসে। এই শিশুটির আসছে না।

বছর চারেকের মেজো ছেলেটি বার বার খাটের তলায় ঢুকছে আবার বেরিয়ে আসছে। প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও একটু পরে বুঝতে পারি, তার হাতের বাটির থেকে মুড়ি উড়ে যাচ্ছে। মুড়ি খুঁজে আনতে তাকে খাটের তলায় ঢুকতে হচ্ছে। খুঁজে আনা মুড়ি বাটির মধ্যে রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে না বসতে আবার উড়ে যাচ্ছে।

ঘরে ঢোকার পর উমা বলল, 'বসেন সাগরবাবু, খাটের ওপর বসেন। অ্যাই হারামজাদা, একটু সর না।'

মেয়েটির খুব বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাল। একটুও সরল না।

'কেমন আছ উমা?'

'ভাল আছি। আপনে অনেক দিন পরে এলেন।'

দেয়ালের পাশে একফালি আয়না। আয়নার তলায় একটুখানি তাক। উমার হ্যাঙ্গিং ড্রেসিং টেবিল। উমা সেখানে দাঁড়িয়ে লিপস্টিক পর্ব শেষ করল। উমাকে দেখতে ভাল না। কালো, হাসলে খানিকটা মাড়ি দেখা যায়। সাজগোজে তাকে আরও খারাপ লাগছে। তবু সে যত্ন করে সাজছে।

'হ্যাঁ, অনেক দিন পরই হবে। সেই বছর খানেক আগে জগন্নাথের কাছ থেকে বই নিয়ে গিয়েছিলাম। আবার এসেছি। সে গেল কই? ঘরে তো জগন্নাথের কাজের জিনিসও কিছু দেখছি না।'

উমা মোড়া টেনে বসল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রে এখনও পারলি না? জোরে দু'ঘা দে। চটপট কর।'

মেয়েটি খনখন গলায় বলল, 'তুমি নাও না মা।'

BanglaBook.org

'মারব একটা চড়। তুমি নাও না? দেখছিস না কাপড় বদলে ফেলেছি। নষ্ট করে দিলে? হ্যাঁ, সাগরবাবু কী বলছিলেন যেন?'

উমা বোধহয় কোথায় বেরবে। আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে। দুম করে চলে এলাম। আগে যে সামান্য এক বার-দু'বার এসেছি তখন এভাবে ঘরে ঢুকে বসিনি। শুকনো দিন ছিল। উঠোনে মাদুর পেতে জগন্নাথ কাজ করছিল। এক পাশে সাজানো রয়েছে বইয়ের ছাপা ফর্মা। মাটির হাঁড়িতে আঠা। প্রেস থেকে বাড়তি কাজ নিয়ে বাড়িতে এসেছে। আসলে মন্ত্রীর কাছ থেকে হাজার টাকা পাওয়ার পর আর দেরি করলাম না। মঞ্জুবউদির বোনের হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলার পর থেকেই চিন্তায় ছিলাম। এ বারও যদি খরচা হয়ে যায়। মঞ্জুবউদির সুন্দরী বোনের নামটা যেন কী? মনে পড়েছে, অনুমিতা।

'জগন্নাথ কোথায় গেল?'

উমা হাত বাড়িয়ে মেয়ের কোল থেকে শিশুটিকে নিল এবং অদ্ভুত কায়দায় হাঁটুর ওপর ফেলে দোলাতে লাগল। বলল, 'পিন্টুর বাবারে হাসপাতালে দিতে হয়েছে। ছ'মাস ধরে ভুগছিল। হাসপাতালে দিয়েছি ধরেন তা আপনার ন'দশ দিন হয়ে গেল।'

'সে কী! জগন্নাথ হাসপাতালে আছে? কী হয়েছে?'

'সেটাই বলা কঠিন। প্রথমে বলল পেটে ব্যথা, পেচ্ছাপে কষ্ট। হোমিওপ্যাথিতে কমল না বরং ব্যথা উঠতে লাগল ওপরে। কোনও দিন কয় বুকে কষ্ট, কোনও দিন কয় মাথায় যন্ত্রণা। বাসক পাতা ভিজিয়ে খাওয়ালাম। ভাবলাম সেরে যাবে। একদিন প্রেসে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। রাতে বমি করল। ভাল বমি নয়, রক্ত বমি। পেচ্ছাপেও রক্ত। উঠতে পারে না, খেতে পারে না। সবাই বলল, হাসপাতালে দাও। হাসপাতালে দেওয়া কি সহজ কথা? বলেন সাগরবাবু? হাতে একটা টাকা নেই। মানুষটার চার মাসে একটা পয়সা আয় নেই। বই বাইন্ডিং হল গিয়ে আপনার ফুরনের কাজ। এ তো মাস মাইনের চাকরি নয়। ডাক্তার পথ্যিতে তো টাকা লাগে। বেডের খবর করলাম। বলল, বেড নেই। পাঁচশো টাকা দিলে বেড হবে। পাঁচশো কি কম টাকা? পিন্টুর বাবাই বলল, থাক। তোমার বেডও হল হাসপাতাল আবার বারান্দাও হল হাসপাতাল। বাচ্চুবাবু বলল, বেড টেড বাদ দাও উমা। আগে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দাও।'

ছিঃ, একটা মানুষ রক্তবমি করে হাসপাতালে গেছে আর তার কাছে আমি কি না সস্তায় বই নিতে এসেছি? মনটা খারাপ হয়ে গেল। কই মানুষটার খবর নিতে তো কোনও দিন আসিনি? জগন্নাথ কেন, শুধু 'কেমন আছে' জানতে কতদিন কারও কাছে যে যাওয়া হয় না। যে মানুষটার কাছে যাব সে বলবে, 'ভাল আছি। হ্যাঁ, এ বার বলুন কী দরকার আপনার?' আমি হেসে বলব, 'না,

BanglaBook.org

কোনও দরকার নেই। এমনিই জানতে এলাম কেমন আছেন।' মানুষটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। ভাববে, পাগল নিশ্চয়। আজকাল এমনি আবার কেউ 'কেমন আছে' জানতে আসে না কি?

আমি বললাম, 'আমার খারাপ লাগছে উমা। আমি জানতাম না, আমার জানা উচিত ছিল।'

কোলের শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে। উমা তাকে খাটের এক কোনায় শুইয়ে দিল। বলল, 'আপনি জেনে কী করতেন সাগরবাবু? আপনি তো আর ডাক্তার নন। ডাক্তারই কিছু করতে পারছে না। দশ দিন ধরে হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে। অবশ্য বেশি দিন থাকবে না। রোজই ভাবি গিয়ে দেখব নাই। থাকবে কী করে, ওষুধ নেই, চিকিচ্ছে নেই। মানুষ কি এমনি এমনি বারান্দায় পড়ে বাঁচে? আপনে বলেন সাগরবাবু, বাঁচে কখনও?'

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে উমা তার বড় মেয়েটাকে বলল, 'লক্ষ্মী, জামা পরে নে। পিন্টুকে রেডি করিয়েছিস।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এরা কোথাও বেরবে।

লক্ষ্মী নামের মেয়েটি খাটের তলা থেকে একটা টিনের ট্রাঙ্ক বের করল। সম্ভবত এটাই এই পরিবারে পোশাকের ওয়ার্ডরোব।

উমা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'সাহায্য করছেন বাচ্চুবাবু। উনি না থাকলে যে কী হত ভগবানে জানে। বালিশের তলায় দশ, বিশ টাকা রেখে যায়। সাগরবাবু, আপনারে আজ একটু চা খাওয়াতে পারলাম না। চায়ের ব্যবস্থা নাই।'

'না না চা খাব না। উমা, আমি বরং হাসপাতালে যাই। জগন্নাথের সঙ্গে দেখা করি।'

'তাই যায়েন। মানুষটা আপনার কথা খুব বলত। বলত, লোকটা হল মজার লোক। মিথ্যেকারের মজার লোক নয়, সত্যিকারের মজার লোক। সত্যিকারের মজার লোক খারাপ হয় না।' কথাটা বলে উমা হাসল। তার মাড়ি দেখা গেল। বলল, 'একটা কাজ করবেন সাগরবাবু?'

'কী কাজ? পারলে করব বইকি উমা।'

'একটা ছোট কৌটায় চারটি মুড়ি দিয়ে দিই। আপনে পিন্টুর বাবারে গিয়ে দেবেন। অ্যাই ছ্যামড়া এখনও হল না তোদের? বাচ্চুবাবুর আসার টাইম হয়ে গেল। ওঠ ওঠ। আজ তোরা গাড়িতে চুপ করে বসে থাকবি। পরশু কীসব নাড়াচাড়া করেছিস। উনি কাল রাগ করেছিলেন।'

'মা, আমি করিনি পিন্টু করেছে।'

'সব ক'টাকেই মারব। মেরে পিঠ ভেঙে দেব, শয়তানের গুষ্টি।'

'মা, আমি গাড়ি চড়ব। রোজ দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না। থামা গাড়ির

BanglaBook.org

ভেতর গরম করে।'

মেয়েটি তার ভাইয়ের পিঠে চড় লাগিয়ে খনখনে গলায় বলল, 'ইস গরম করে, নবাবের ব্যাটা এসেছে। চল তোকে গাড়ি চড়াচ্ছি। মুড়ি ছেড়ে ওঠ বললাম পিন্টু। গাড়িতে উঠে চুপ করে শুয়ে পড়বি।'

আমি মুড়ির কৌটো হাতে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি ধরেছে। কিন্তু উঠোন জলে টইটম্বুর।

উমা আমাকে এগিয়ে দিতে এল।

'পিন্টুর বাবাকে আপনে বলবেন, আমি এ বেলা যেতে পারব না। সকালে মুড়িটুকু যেন খেয়ে নেয়। পারলে আপনে বসিয়ে খাওয়াবেন। দু'দিন হল মুখে কিছু তুলতে চায় না। আপনি পিন্টুর বাবারে গিয়ে আর একটা কথা বলবেন, কোনও চিন্তা যেন না করে। বাচ্চুবাবু রোজ আসেন। পিন্টুর বাবা খালি বলবে, তোমাদের কী হবে। তোমাদের কী হবে। রাত বিরোতে ছেলেপুলে নিয়ে থাকো। বলেন তো এখন কি এ সব ভাবার সময়? বাচ্চুবাবু কোনও কোনও দিন রাতেও থেকে যান। আপনে গিয়ে বলবেন সে যেন চিন্তা না করে। ও আপনাকে পছন্দ করে।'

বাচ্চুবাবু নামের কেউ একজন এই বিপর্যস্ত পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছে। হতদরিদ্র পরিবারের মানুষ দুঃখের দিনে কষ্টের কথা জানায়। মৃত্যুপথযাত্রী জগন্নাথের স্ত্রী বার বার বাচ্চুবাবুর নাম করছে। এটাই কি তার কোনও কষ্টের কথা? ঠিক বুঝতে পারছি না। উমা নামের কালো, কুদর্শনা এই মেয়েটা কি তার এমন কোনও কষ্টের কথা বলতে চাইছে যা আমি বুঝতে পারছি না?

'উমা, আমি তা হলে এগোই? তোমরাও তো বেরবে। রাস্তায় জল জমে গেছে।'

উমা মুখ বেঁকিয়ে হাসল। বলল 'না, বেরব না। আপনে এ বার আসেন সাগরবাবু, বাচ্চুবাবু এসে পড়বেন। গাড়ি নিয়ে আসবেন। উঁচু গাড়ি, জলে আটকাবে না। বাচ্চুবাবু ঘরে আসবেন, বাচ্চারা গাড়িতে গিয়ে বসবে। ভাবছি শয়তানগুলোকে হাতপাখাটা দিয়ে দেব। অতক্ষণ বন্ধ গাড়িতে বসে থাকতে গরম লাগে। কী বলেন সাগরবাবু?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'তাই ভাল উমা। তুমি ওদের একটা হাতপাখা দিয়ে দিও। থেমে থাকা গাড়িতে গরম খুব।'

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তায় জল জমেছে। বেশি জল নয়। এই জল কাগজের নৌকো ভাসানোর জল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া— ছুটি হলে রোজ ভাসাই জলে/কাগজ-নৌকাখানি।/লিখে রাখি তাতে আপনার

BanglaBook.org

নাম/লিখি আমাদের বাড়ি কোন্ গ্রাম/বড়ো বড়ো ক'রে মোটা অক্ষরে/যতনে লাইন টানি।/যদি সে নৌকো আর কোন-দেশে/আর কারো হাতে পড়ে গিয়ে শেষে...

আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? নিশ্চয় তাই। নইলে এ রকম একটা সময় কারও কবিতা মনে পড়তে পারে না। যারা কাগজের নৌকো বানিয়ে জলে ভাসাবে তারা বসে আছে দরজা বন্ধ একটা বিশাল গাড়ির মধ্যে। তাদের বাবা হাসপাতালে। হয়তো মারা গেছে। মা 'বাচ্চুবাবু'কে নিয়ে তাদের ছোট ঘরে খিল দিয়েছে। তারা অপেক্ষা করে আছে কখন সেই 'বাচ্চুবাবু' বেরবে। মা দরজা খুলবে। বালিশের তলায় পাওয়া যাবে দশ-বিশ টাকার নোট। আর এই রকম সময় আমার মাথায় কবিতা এল! আমি মুড়ির কৌটো চেপে ধরে জলে নামলাম। দাঁতে দাঁত চেপে কবিতা ভুলতে চেষ্টা করেছি। পারছি না,—... আমার নৌকো সাজাই যতনে/শিউলি বকুলে ভরি।/বাড়ির বাগানে গাছের তলায়/ছেয়ে থাকে ফুল সকালবেলায়,/শিশিরের জল করে ঝলমল,/প্রভাতের আলো পড়ি...

আমি কি ফিরে যাব? ফিরে গিয়ে দরজায় টোকা মেরে বলব, 'উমা, আমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। তুমি এই টাকা নাও। যাও গাড়ির দরজা খুলে দাও। ছেলেমেয়েরা তোমার নেমে আসুক। এসে কাগজ মুড়ে তারা নৌকো বানাক। তারপর হইচই করে সেই নৌকো ভাসিয়ে দিক।' বলব কি? না, বলব না। বললে সেটা হবে নাটক। নাটক করার ক্ষমতা সাগরের নেই। তার শুধু ইচ্ছে আছে। যদি কিছু করতে হয় তা হলে তাকে তা করতে হবে সেই ইচ্ছে দিয়ে। কিন্তু সবার আগে মাথা থেকে কবিতাটাকে দূর করা দরকার। দূর হচ্ছে না।

দিনদুপুরে সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে চোখে জল আসাটা মোটেই ভাল কথা নয়। কর্নিয়ার ওপর জলকণা একটা স্বচ্ছ আবরণ তৈরি করে। যে আবরণ চোখের মেডুলাকে আলোকরশ্মিতে উত্তেজিত হতে বাধা দেয়। এই সময় মনের চোখ উন্মোচিত হয়, কিন্তু শরীরের চোখ তখন ঝাপসা দেখে। মনের চোখ কোনও কাজে লাগে না। পথে ঘাটে শরীরের চোখই আসল।

আমি ঝাপসা নম্বরের একটা বাসে উঠে পড়লাম। দেখলাম, না আজ মনের চোখই কাজ দিয়েছে। আমি ঠিক বাসেই উঠেছি। বাস আমাকে জগন্নাথের হাসপাতালের সামনে নামিয়ে দিল।

ঝাড়া একটা ঘণ্টা চোখ বুজে থাকার পর জগন্নাথ চোখ খুলল। খুলে বলল, 'সাগরবাবু, আপনি বসে আছেন? আমি জানতাম আপনি বসে থাকবেন। দাঁড়ান একটু জল খেয়ে নিই।'

মাদুরের পাশে গেলাস। গেলাসের মুখে চাপা। জগন্নাথ চাপা সরিয়ে

BanglaBook.org

হাফ-শুয়েই গেলাসে চুমুক দিল।

'ভাল আছেন সাগরবাবু?'

'হ্যাঁ, ভাল আছি? তুমি কেমন আছ জগন্নাথ?'

'ভাল আছি। বিউটিফুল আছি। এখানে ব্যবস্থা খুব ভাল।'

জগন্নাথ বললেও ব্যবস্থার আমি কিছুই দেখছি না। হাসপাতালের বারান্দায় আর ব্যবস্থার কী বা থাকবে? এক ঘণ্টার ওপর বসে আছি, ডাক্তার তো দূরের কথা, একটা জমাদার পর্যন্ত এ দিকে আসেনি। আসেনি বললে ভুল হবে। যাতায়াত করছে ঘনঘন, কিন্তু এ দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সম্ভবত তারা বারান্দার রোগীকে হাসপাতালের নিজেদের লোক বলে গণ্য করে। নিজেদের লোকের দিকে কেউ তাকায় না। চাদর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, এক পাশে বৃষ্টির ছাঁট এসে জল জমিয়ে দিয়েছে।

'জগন্নাথ, এই মুড়িটুকু খেয়ে নাও, উমা পাঠিয়েছে।'

স্ত্রীর নাম শুনে পৃথিবীর যে কোনও অসুস্থ মানুষেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে যায়। জগন্নাথের হল।

'আপনার সঙ্গে উমার দেখা হল? সে কি এসেছে?'

'আমি তোমার বাড়ি থেকেই আসছি। উমার হয়তো আজ আসতে দেরি হবে।'

'হোক দেরি। উমাকে আপনি বললেন না কেন এখানে ব্যবস্থা খুব ভাল? তার উতলা হবার কোনও কারণ নেই। ধীরে সুস্থে এলেই হবে। না এলেও সমস্যা হবে না। নিত্যদিন ডাক্তারদের যাতায়াত। বড় বড় ডাক্তার সব। খাওয়া দাওয়াও ভাল। সকালে পাঁউরুটি কলা, একটা করে ডিম। দুপুরে মাছ ভাত। বারান্দার থাকার সুবিধে হল এটাই। সবটাই দেখা যায়। চাকা লাগানো টেবিলে সাজিয়ে নিয়ে যায় তো।'

বারান্দার পেশেন্ট ডায়াট লিস্টে থাকে না। এটা আমি জানতাম। ট্রিটমেন্ট লিস্টে থাকে না, এটা জানতাম না। জগন্নাথকে দেখে বুঝতে পারলাম।

'জগন্নাথ মুড়িটা খেয়ে নাও। উমা বার বার বলে দিয়েছে।'

'রোজ মুড়ি খেতে ইচ্ছে করে না সাগরবাবু। মুখে স্বাদ লাগে না। ঝাল ঝাল খেতে ইচ্ছে করে। মাছের ঝোলে কাঁচালঙ্কা জেগে থাকবে। একদলা ভাত মুখে দেব, কাঁচালঙ্কায় একটা কামড়। দেখেন ভাবতে গিয়ে এখনই চোখে মুখে জল এসে গেছে।'

'আচ্ছা, ঝাল খাওয়ার ব্যবস্থা হবে। এখন এটা তো খেয়ে নাও।'

জগন্নাথ মুড়ির কৌটোর দিকে তাকালই না। বলল, 'আপনি কি আমাদের বাড়িতে বাচ্চুবাবুকে দেখে এলেন?'

আমি চুপ করে রইলাম। জগন্নাথ আমার উত্তরের জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা

BanglaBook.org

করে রইল। তার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বাচ্চাদের নিয়ে বড় চিন্তায় থাকি। রাতে ঘুম হয় না। ঝিমিয়ে থাকি। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাবি, এখানে তো ব্যবস্থা ভাল, ওদের কীভাবে চলছে? চলছে না। বাচ্চুবাবুই ভরসা ছিলেন। তিনি যখন আসা বন্ধ করে দিলেন তখন আর কোনও আশাই রইল না।'

'তুমি চিন্তা কোরো না জগন্নাথ। বাচ্চুবাবু আসছেন। নিয়মিতই আসছেন। উমা তোমাকে বলতে বলেছে।'

'সত্যি আসছেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আপনি দেখে এসেছেন তো?'

'না। তবে জেনে এসেছি উনি আসছেন।'

'বড় নিশ্চিন্ত করলেন সাগরবাবু।'

'জগন্নাথ এ বার তুমি খেয়ে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

জগন্নাথ হাসি মুখে মুড়ি চিবোতে লাগল।

'উমা বলে বাচ্চুবাবু হলেন ভগবানের মতো একটা মানুষ। কথাটা সত্য, সারা জীবন আপনি ভগবানের দেখা পাবেন না। তিনি পাশে এসে দাঁড়াবেন বিপদে। সাগরবাবু, একটা কথা বলব।'

'বলো জগন্নাথ।'

'লজ্জা করে, তাও বলি। ছেলেপুলেগুলো বড় গাড়ি চড়তে চায়। দাঁড়ানো গাড়ি নয়, চলা গাড়ি। ওরা মাকে বলতে ভয় পায়। কাল মেয়েটা বলল, বাবা, তুমি একটু বাচ্চুবাবুরে কও না। বলেন দেকি কী ঝামেলা? আমি কখনও ওই মানুষটাকে, বলতে পারি, ভাই, আপনি আমার ছেলে-মেয়েটাকে একটু গাড়ি করে ময়দানে ঘুরিয়ে আনেন, পারি বলেন? মানুষটা এত করছে, তার পরে আবার এই আবদার করা যায়? লোকে কী বলবে? ছি ছি করবে। আপনি যদি এক বার বলে দেন। নিজের ইচ্ছে চেপে রাখা যায়, সন্তানের ইচ্ছে চাপা যায় না। রাতে ঘুম হয় না, কষ্ট লাগে।'

'জগন্নাথ, আমি তোমার ছেলেমেয়ের গাড়ি চড়ার ব্যবস্থা করব। তুমি আর কথা বোলো না, তোমার হাঁপ লাগছে। একটু জল খাবে?'

'করবেন তো? আঃ বড় বাঁচা বাঁচালেন। আমি এবার একটু ঘুমিয়ে নিই সাগরবাবু?'

'হ্যাঁ, ঘুমোও।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে জগন্নাথ চোখ বুজল। আমি উঠে পড়লাম। জগন্নাথ আর একটু ঘুমোক, আমার কাজ আছে।

বারান্দা শেষে ছোট্ট ঘর। দরজায় লেখা 'নো অ্যাডমিশন।' হাসপাতালের 'নো

BanglaBook.org

অ্যাডমিশন' নিশ্চয় মানুষের জন্য নয়। অসুখের জন্য। আমি নিশ্চিন্ত মনে ঢুকে পড়লাম।

টেবিলের এক পাশে একজন পুরুষ। অন্য পাশে একটি তরুণী। পুরুষটির মুখ ভোঁতা এবং বদরাগী ধরনের। গলায় স্টেথো। গায়ে সাদা অ্যাপ্রন। মানে ডাক্তার। সামনের মেয়েটিকে মুখ সুশ্রী এবং চোখা। হাসিহাসি মুখ মেয়েটি বসে আছে। তার সামনেও একটা স্টেথো এবং প্রেশার মাপার যন্ত্র।

আমি গিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়ালাম, দু'জনেরই কেউই তাকিয়ে দেখল না। সামনে খাতা। খাতায় বদরাগী ডাক্তার কী যেন লিখছেন।

বদরাগী ডাক্তারবাবু বলছেন, 'আঃ অনসূয়া, তুমি এই সাধারণ জিনিসটা মনে রাখতে পারছ না? ক্লাসে তো আমি তিন বার পড়িয়েছি। পড়াইনি?

বকুনিতে সুন্দরী ডাক্তার-ছাত্রীর কিছু এসে গেল বলে মনে হয় না। সে হাসিহাসি মুখেই বলল, 'হ্যাঁ স্যার পড়িয়েছেন। তিন বার নয়, মোট পাঁচ বার পড়িয়েছেন। তাও মনে থাকছে না।'

'অনসূয়া তোমার দেখছি ডাক্তারি পড়তে আসা উচিত হয়নি। পাঁচ বারে একটা জিনিস মনে রাখতে পার না যখন, তুমি তো পঞ্চাশ বারেও পাশ করতে পারবে না। কেন যে একটা সিট আটকে রাখ? কত ভাল ছেলেমেয়ে চান্স পায় না।'

'স্যার, আমি সিট আটকে রাখতে চাইনি। রবিঠাকুরের 'রাজা' নাটক পড়বার পর আমি ঠিক করেছিলাম, বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করব। জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় ফোর্থ হয়ে গিয়ে সব মুশকিল হয়ে গেল স্যার। বাড়ি থেকে কোনও কথা শুনল না।'

'ভাল করে দেখ, এই আমি তোমাকে শেষ বার বোঝাচ্ছি। এই তোমার লাস্ট চান্স। হাইপারটেনসিভ এনকেফালপ্যাথি আর করোনারি ইনসাফিসিয়ান্সি এক ব্যাপার নয়। কেন তুমি গুলিয়ে ফেলছ? প্রথমটায় ব্লাডপ্রেশার হঠাৎ করে বেড়ে গেলে ব্রেন এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ওপর রিঅ্যাকশন হয়। পেশেন্টের একটা টেম্পোরারি ডিসঅর্ডার তৈরি হয়। ভমিট, ইনফ্লেমেশান অব্ অপটিক ডিস্ক, কনভালসন হল কমন সিমটম। করোনারি ইনসাফিসিয়ান্সিতে এ সব ব্যাপার নেই। কমপ্লিট সেপারেট ডিজিস। সম্পূর্ণ আলাদা অসুখ। এর ফলে হার্টের ভেতরে কোলেস্টেরলের একটা আচ্ছাদন পড়ে যায়। জাস্ট লাইক ওয়াক্স কভার। মোমের পর্দা। এই অসুখ তুমি অ্যানজাইনা পেক্টরিসে ধরতে পারবে। এর মেডিসিন হল—।'

আমি কি এখন কথা বলব? থাক। ওষুধের কথাটা শুনে নিই। শুধু অসুখ শুনলাম, ওষুধ শুনব না, এটা হয় না।

ডাক্তারবাবু বলেছেন আর খসখস করে লিখছেন। ছাত্রীর লেখার দিকে চোখ

BanglaBook.org

নেই, সে মুগ্ধ হয়ে ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ডাক্তারের বয়স বেশি নয়। অল্প বয়েসে শিক্ষক হয়েছে মানে পড়াশুনোয় খুবই মেধাবী।

'হাইপারটেনসিভে তুমি দিতে পারো হাইড্রালাজিন, এনালাপ্রিলাট, নিকারডিপিন। কিন্তু ইনসাফিসিয়ান্সিতে ইউ কান্ট ইউজ দোজ ড্রাগস। করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফট্ ইজ দ্য ওয়ে। বুঝলে?'

'বুঝলাম স্যার, কিন্তু মনে রাখতে পারলে হয়। কিছুতেই মনে থাকছে না যে। বার বার ভুলে যাচ্ছি।'

এই বার আমি কথা বললাম। আমি নিশ্চিত যে ঠিক জায়গায় এসেছি। অফিসে টফিসে গেলে কোনও কাজ হবে না। জগন্নাথের যদি চিকিৎসা করা যায়, তা হলে এখান থেকেই করা যাবে। এদের দু'জনের কাছে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

'স্যার, একটা কথা বলতে পারি?'

দু'জনেই চমকে আমার দিকে তাকাল। যেন আমি ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছি।

হাসিখুশি মেয়ে আমার দিকে কঠিন চোখে তাকাল এবং সটান আক্রমণ করে বসল। বলল, 'কী ব্যাপার, আপনি কে? এখানে ঢুকেছেন কেন? কার পারমিশনে ঢুকেছেন? ভদ্রতা জানেন না দেখছি। দেখতে পাচ্ছেন না, এখানে ক্লাস হচ্ছে? হসপিটালে এ সব রাবিশদের কে অ্যালাউ করে?'

আমি হেসে বললাম, 'অনসূয়া, ভাল আছেন?'

'একী! আপনি আমার নাম ধরে ডাকছেন! হাউ ডেয়ার ইউ!'

অপরিচিত একজনের মুখে নিজের নাম শুনে মেয়েটির চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা।

'অনসূয়া, আপনি তো এখনও ডাক্তারি পাশ করেননি, করলে আমি নাম ধরে ডাকব না। ডাক্তার অনসূয়া বলব। তবে আপনার যদি নিজের নাম শুনতে এত আপত্তি থাকে, তা হলে আমি স্টুডেন্ট অনসূয়া বলতে পারি। বলব?'

'শাট আপ।'

মেয়েটি মনে হল বাকশক্তি হারিয়েছে। খুবই ভাল কথা। এই সময় নরম করে হাসতে হয়। আমি হাসলাম। ডাক্তার মানুষটি সম্ভবত ব্যাপার কিছু আঁচ করেছেন। দূরদর্শী মানুষদের এই একটা গুণ। তারা বুঝতে পারে কাকে কতটা ঘাঁটানো উচিত।

বদরাগীমুখো ডাক্তার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুমি চুপ করো অনসূয়া, বলুন কী দরকার?'

'ডাক্তারবাবু, আমি দুঃখিত, আপনাদের পড়াশুনোয় ব্যাঘাত হল।'

'ঠিক আছে, আপনি বলুন।'

BanglaBook.org

আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'এখানে বেড কোথায় বিক্রি হয় ডাক্তারবাবু? শুনলাম বেড পিছু পাঁচশো টাকা।'

মেয়েটা আবার কথা বলল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন? আপনি স্যারের সঙ্গে ফাজলামি করছেন না কি? আপনার পেশেন্টের নাম কী? বেড নম্বর কত? আমি এক্ষুনি ওয়ার্ডমাস্টারকে রিপোর্ট করব।'

আমি হাসলাম। এই হাসি হল পিত্তি-জ্বলা হাসি।

'অনসূয়া, ওটাই তো মুশকিল হয়েছে। আমিও আপনার মতো আমার পেশেন্টের বেড নম্বর খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছি। যদি কোনও ব্যবস্থা হয়। আমাদের পেশেন্ট গত ছ'দিন ধরে তিন তলার বারান্দায় শুয়ে আছে। অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের পক্ষে অবশ্য বারান্দা খুবই স্বাস্থ্যকর। শেষ ক'টা দিন অফুরন্ত আলো হাওয়ার মধ্যে থাকা যায়। এখানে বারান্দার ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। এখন পর্যন্ত ডাক্তারবাবুরা কেউ দেখেননি ঠিকই কিন্তু রোগীর কোনও অভিযোগ নেই। নো কমপ্লেন। রোগীর কমপ্লেন না থাকলে আমাদেরই বা থাকবে কেন? চিকিৎসা আর খাওয়া দাওয়াটা তো আর হাসপাতালে সব কথা নয়। রোগীর মনের ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে। মন ভাল থাকলে অসুখ বাপ বাপ করে পালাবে।'

অনসূয়া উঠে দাঁড়াল। আঙুল দেখিয়ে বলল, 'বেরন, বেরন বলছি। এ বার কিন্তু চিৎকার করে লোক ডাকব।'

আমি খালি চেয়ারটা টেনে বসলাম। বললাম, 'অনসূয়া, আপনি খামোকা রেগে যাচ্ছেন কেন? স্যার আমাকে বেডের দোকানটা বলে দেবেন, আমি কেটে পড়ব। এ রকম তো নয় যে আমি ধার বাকির কারবার করব। ক্যাশ পয়সা দেব। অনসূয়া, আপনি শান্ত হোন। তা ছাড়া আপনি যে এখানে কাউকে ডাকবেন না সেটা আমিও জানি, আপনিও জানেন। জানেন না?'

ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন, 'আঃ অনসূয়া, চুপ করে বোসো তো। সব ব্যাপারে মাথা গরম করো কেন? দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমাদের দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে আমরা হসপিটালে বেড বেচি?'

'না ডাক্তারবাবু, তা কেন মনে হবে? কিন্তু পেশেন্ট ছ'দিন বারান্দায় বিনা চিকিৎসার পড়ে থাকলে এ রকম একটু আধটু ভুল হয়ে যায়। দেবতাকেও শয়তান বলে মনে হয়। হাসপাতালে ডাক্তাররাই তো দেবতা'

বদরাগীমুখো কোনও মানুষের যে মাথা এত ঠাণ্ডা হতে পারে তা আমি ভাবতে পারিনি। এই জন্যই বোধহয় প্রবাদ আছে, মুখ দেখে মানুষ চেনা যায় না। ডাক্তারবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। অল্প হেসে বললেন, 'সত্যি সত্যি হয়তো পেশেন্টের চাপ বলে বেড দেওয়া যাচ্ছে না। ভিড় হালকা হলে প্রপার

BanglaBook.org

চ্যানেলেই পাওয়া যাবে। আপনি অপেক্ষা করুন। মনে রাখবেন, আমাদের সকলকেই একটা নিয়মের মধ্যে চলতে হয়।'

'ডাক্তারবাবু, মন্ত্রী নেতারা এলে আপনারা সেই নিয়মের মধ্যে চলবেন তো? না কি তাঁদেরও অপেক্ষা করতে বলবেন? ধরুন, পরীক্ষা এবং ফলাফল বিষয়ক উপমন্ত্রী হরিপদ সামন্ত আজ রাতে ম্যালেরিয়া নিয়ে এলেন, তাঁকে বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হবে?'

'না, হবে না। কারণ, তারা হলেন ভি. আই. পি। ভেরি ইমপর্টান্ট পারসন। তাদের দ্রুত সুস্থ হওয়াটা সমাজের পক্ষেই প্রয়োজন। তাদের জন্য আমরা বিশেষ, কেয়ার নেব।'

ডাক্তারের বয়স বেশি নয়। অথচ কী স্পষ্ট কথাবার্তা! ভারী চমৎকার মানুষ তো! ডাক্তারদের জীবনের ট্র্যাজেডি হল, তাদের চিকিৎসা গুণটাই মানুষ শুধু দেখতে পায়। মানুষ গুণটা চাপা পড়ে থাকে। ইনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারতেন বা আমরা একটা কথারও উত্তর না দিয়ে চলে যেতে পারেন। রোগীর বাড়ির লোককে অবহেলা করার ব্যাপারে ডাক্তারদের শুনেছি তিন দিনের কোর্স করতে হয়। দেড় দিন থিওরি, দেড় দিন প্র্যাকটিকাল। এই মানুষটা সেই কোর্স করেননি। বা করলেও ফেল করেছেন। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, এই চমৎকার মানুষটাকে একটা দারুণ উপহার দেব। জগন্নাথকে তিনি বেড জোগাড় করে দিতে না পারলেও দেব। একে আমার পছন্দ হয়েছে।

'ডাক্তারবাবু, আমার পেশেন্টও ভেরি ইমপর্টান্ট। সে বিশেষ কেয়ার পাওয়ার যোগ্য একজন মানুষ।'

'স্যার, আপনি এই লোকটার সঙ্গে আর একটা কথাও বলবেন না। বুঝতে পারছেন না, হি ইজ ম্যাড। আমি সুপারকে খবর দিয়ে এখুনি আউটপোস্ট থেকে পুলিশ নিয়ে আসছি।' অনসূয়া উঠে দাঁড়াল।

'অনসূয়া, আপনি পুলিশ ডাকলেও এই মানুষটার যোগ্যতা কিছু কমবে না। বারান্দায় শুয়ে থাকা হতদরিদ্র, গরিব, অসুস্থ মানুষটা সামান্য একজন বই বাঁধাইওলা। কিন্তু যেসব বই সে বাঁধাই করেছে সেগুলো অসামান্য। বলুন না, গীতবিতান, গীতাঞ্জলি. সঞ্চয়িতার মতো বই যে আঠা দিয়ে সেঁটে, সুতো দিয়ে বেঁধে, আমাদের পড়বার জন্য তৈরি করে দেয়, তিনি মন্ত্রী, নেতাদের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ কীসের? তার প্রতি সমাজের কোনও দায়িত্ব যদি না থাকে তো না থাক, অনসূয়া, আপনি সেই সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে দায়িত্ব পালন করুন।'

ভাষণ শেষ করে আমি হাসলাম। ডাক্তার-ছাত্রী ঘাবড়ে গেছে। সে বসে পড়েছে। বলল, 'আপনার পেশেন্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই বাঁধাই করেন?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ অনসূয়া। পার্মানেন্ট কিছু নয়, ফুরনে কাজ। কাজ করলে পয়সা, নইলে নো। আমাকে এক বার কমিশনে একসেট রবীন্দ্ররচনাবলী এনে দিয়েছিল। হার্ড বাইন্ডিং, প্লাস্টিক জ্যাকেট।'

ডাক্তার উঠলেন। স্টেথো হাতে নিলেন। বললেন, 'চলুন, দেখে আসি আপনার পেশেন্টকে। পেশেন্ট মনে হচ্ছে আপনার মতোই ইন্টারেস্টিং হবে। বেড দিতে পারব না, দেখি অন্য কোনও নিয়ম ভাঙতে পারি কি না। অনসূয়া, তুমি কোনও একজন সিস্টারকে আমার নাম করে খবর দাও তো। বলো তিনতলার করিডোরে আসতে।'

গম্ভীর, একটানা বারান্দা দিয়ে আমরা হাঁটছি। সুন্দর মানুষের পাশে হাঁটতে ভাল লাগে। হাঁটতে হাঁটতেই বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম।'

'হ্যাঁ, করলেন। কিন্তু সাম হাউ আপনাকে অ্যাভয়েড করতে পারলাম না। কেন পারলাম না এখনই বলতে পারছি না। পরে ভেবে দেখব। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।'

'একটা খুব আপত্তিজনক প্রশ্ন করব?'

'করুন। আপনার সব কথাই খুব আপত্তিজনক। তবে শুনতে ভাল লাগছে।'

'আপনি কি বিয়ে থা করেছেন? সংসারী মানুষ?'

'না।'

'ভেরি গুড। সংসার খুব খারাপ জিনিস। বরুণ নামে আমার এক বন্ধু সংসার করতে করতে সম্প্রতি পাগল হয়ে গেছে। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। মনে হচ্ছে সামনের বছর ছেলেটা সংসারশ্রী ফংসারশ্রী ধরনের কোনও একটা উপাধি পেয়ে বসবে। স্টেজে ওঠার সময় সঙ্গে বউ, ছেলে, মা, বাবা, শাশুড়িকে নিয়ে উঠতে যাবে, কমান্ডোরা আটকাবে, বরুণও ছাড়বে না। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। আপনি ডাক্তারবাবু একদম ও পথে যাবেন না।'

বদরাগীমুখো মানুষটা আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হাসপাতালের বারান্দায় কান্নার শব্দে মানুষ অভ্যস্ত। হাসির শব্দে নয়। অনেকেই ফিরে তাকাল।

এ বার আমি ডাক্তারবাবুকে উপহারটা দেব। প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালাম। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, অনসূয়া কিন্তু তার পড়া অনেক আগেই বুঝে গেছেন। অনেক দিন আগেই। খুব সম্ভবত প্রথম যে দিন তিনি পড়েছেন সে দিনই। তবু উনি বার বার আপনার কাছে বুঝতে আসছেন, আরও আসবেন। কত দিন আসবেন বলা মুশকিল, সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপর। ভারী বুদ্ধিমতী ছাত্রী। লক্ষ করে দেখেছি রাগী মেয়েরা সব সময়ই চমৎকার হয়।'

BanglaBook.org

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। অনসূয়া হাইপারটেনসিভ এনকেফালপ্যাথি আর করোনারি ইনসাফিসিয়ান্সি বুঝে গেছে! তবে যে বলছে, মাথায় ঢুকছে না, ভুলে যাচ্ছি?'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? বিশ্বাস হলেও বিশ্বাস করবেন না। কথায় বলে, চেনা মানুষের মিথ্যে কথা বিশ্বাস করতে হয়, অচেনা মানুষ সত্যি বললেও বিশ্বাস করতে নেই। আপনি ডাক্তারবাবু একটা কাজ করুন। এক দিন খুব জোর বকা দিন। এমন বকা যাতে অনসূয়া কেঁদে ফেলেন। তা হলে দু'জনের কাছেই সবটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। চোখের জলে জোয়ার লাগলে অনেক জটিল জিনিস সরল হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু, এই যে আমরা চলে এসেছি। এই আপনার পেশেন্ট জগন্নাথ। আপনি ওকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করুন। আমি কয়েকটা জরুরি টেলিফোন সেরে আসি।'

কথা শেষ, হতভম্ব ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মানুষটাও হাসল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিসফিস করে বলল, 'থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ।'

হাসপাতালের সামনেই বুথ। রিং হতেই টেলিফোন ধরল শ্যামলদা।

'শ্যামলদা, ভাল আছ?'

'ভাল আছ? হারামজাদা তোমায় মারব টেনে তিন চড়। তুই যা করেছিস তার জন্য এক চড়ে হবে না। তিন চড় লাগবে।'

'প্লিজ শ্যামলদা তিন নয়। অবিবাহিত ছেলেকে চড় সব সময় ইভেন নম্বরে দিতে হয়। মানে দুই, চার, ছয়। নইলে বিয়ের সময় না কি ফ্যাচাং হয়। এক বার আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়তুতো দাদার—'

'সাগর, তুই না কি মামার চাকরিটা পরিতোষ বলে কোনও এক হতচ্ছাড়াকে দিয়ে দিয়েছিস? সত্যি?'

'ডাহা মিথ্যে শ্যামলদা। পরিতোষ শুধু হতচ্ছাড়া নয়। সে হল হতচ্ছাড়াদের রাজা। কাজটা করে খুবই অনুতাপ হচ্ছে শ্যামলদা। কিন্তু এখন তো আর কোনও উপায় নেই। হতচ্ছাড়াকে তোমার মামা আবার বিলেত পাঠিয়েছে। 'ও ছেলে ফিরুক এক বার, মজা টের পাওয়াব।'

'চুপ কর বেয়াদপ। তুই ভবর স্কুলের জিনিসপত্র কেনার জন্য যে হাজার টাকা দিয়েছিলি, সেটা মিতার রবীন্দ্ররচনাবলীর টাকা? কই, আমাকে তো বলিসনি! আমি টাকা খরচ করে ফেললাম। তখনই বোঝা উচিত ছিল অত টাকা তুই হুট বলতে পেলি কোথা থেকে? নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল আছে। হারামজাদা ভবটাও তেমনি। আজকাল জুতো পরে স্কুলে যাচ্ছে। মিতা তো শুনে আকাশ থেকে পড়েছে। তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য খেপে উঠেছে মেয়েটা। বাড়ির

BanglaBook.org

ঠিকানা চেয়েছে। দিয়ে দিয়েছি।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'খুবই অন্যায় করেছ। শ্যামলদা, আমি মিতা বলে কাউকে চিনি না। অচেনা কাউকে বাড়ির ঠিকানা দেওয়া উচিত হয়নি। আমি চিনি পারমিতা বা অনুমিতাকে। ওর জন্যই তোমাকে ফোন করলাম। ওকে এখনই একটা খবর দাও। খুবই জরুরি খবর। হাজার টাকা নিয়ে একজন ওর জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটার নাম জগন্নাথ। মেডিক্যাল হাসপাতালের তিন তলার বারান্দায় জগন্নাথ থাকবে। তার নম্বর হল থ্রি বাই বি বাই সেভেন। সেই সব ব্যবস্থা করবে।'

'কী বলছিস? তুই খেপেছিস না কি? হাসপাতাল, বারান্দা! কী বলছিস এ সব? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দাঁড়া, আমি তোকে মিতার ফোন নম্বর দিচ্ছি, তুই নিজে কথা বল।'

'সরি শ্যামলদা। তোমার শালী আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছে। টেলিফোনে তো আর লিখে কথা বলা যাবে না। সামনে দেখা হলে একটা কথা ছিল।'

শ্যামলদা কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'মহা মুশকিলে ফেললি তো। ওকে আবার খবর না দিলে হয়তো রেগে আগুন হয়ে যাবে।'

'হয়ে যাবে মানে? হবেই তো। মেয়েটা যা ঠ্যাঁটা। তবে সে সমস্যা তোমার। আমার নয়।'

দ্বিতীয় ফোন করলাম অপর্ণাকে।

আমার গলা শুনে অর্পণা নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'কী ব্যাপার?'

'অর্পণা, তোমাদের ওয়াশিং মেশিন ঠিক হয়েছে?'

'আপনি কি এই জন্য ফোন করলেন?'

অর্পণা হাসছে না। তার মানে সে রেগে নেই।

'না। আমি বরুণের প্রেশারের সমস্যাটাও শুনব। আসলে একজন চমৎকার ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোকের এক ছাত্রী স্যারের প্রেমে একেবারে ন্যাতাজোবরা হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই ডাক্তার-ছাত্রী কাঁদবে আর ডাক্তার-মাস্টার রুমাল বের করে সেই জল মুছিয়ে দেবে। ভাবছি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বরুণের সমস্যা নিয়ে একটু আলাপ করব।'

'আপনি সে দিন আসছি বলে চলে গেলেন কেন? আমাদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য? সাগরবাবু আপনি নিজেকে বড় বেশি চালাক ভাবেন। বোকাদের এটা কমন অসুখ। আপনি বেরনোর পরই আমরা ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি। আপনি ফিরে এলে মজা টের পেতেন। বন্ধ দরজা থেকে ফিরে যেতে হত। কী বিশ্বাস হচ্ছে না তো?'

'খুবই হচ্ছে। তুমি জানো না অপর্ণা, তোমাদের বলিনি, শেষ রাতে আমার

BanglaBook.org

রেগুলার চাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব হয়। সে দিনও হয়েছে। সে বলল, বারান্দা টপকে সে তোমাদের ফ্ল্যাটে উঁকি দিয়ে এসেছে। তোমরা একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ।'

'আপনার দেওয়া ফালতু ক্যাসেটটার ফিতে জড়িয়ে গেছে। আমরা ওটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দিতে চাই। আপনি কি ওটা আজ ফেরত নিতে আসবেন? বরুণ চাইছে, আপনি আসুন এবং ওটা নিয়ে বিদায় হোন।'

'না অপর্ণা, আমি আসব না। কিন্তু কাল সকাল দশটা নাগাদ তোমাদের একটা জায়গায় আসতে হবে। একটা হাসপাতালের তিনতলার বারান্দায়। সেখানে জগন্নাথ বলে হতদরিদ্র একজন রোগী তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। তাকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। তার নম্বর হল, থ্রি বাই বি বাই সেভেন। তবে খালি হাতে নয়, তোমরা আসবে টিফিন কেরিয়ার নিয়ে। তাতে তুমি মাছের ঝোল, ভাত আর আলু পটলের তরকারি রান্না করে আনবে। ঝোলে আস্ত কাঁচালঙ্কা জেগে থাকবে। তোমার এখন ঝালপর্ব চলছে না? সেই জন্যই বললাম। আমার পেশেন্টের আবার তোমার রান্নাই পছন্দ।'

অপর্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমি জানি এটাও আপনার আমাদের ঘাবড়ে দেওয়ার নতুন কোনও ফন্দি। তবু আপনি নম্বরটা আর একবার বলুন। বলে দয়া করে ফোন ছেড়ে দিন।'

তিন এবং শেষ টেলিফোন রেবাকে। ফোন ধরল সেন্ট্রি ভোম্বল। সম্ভবত সে গেট ছেড়ে বাড়ির ভেতরে কোনও কাজে এসেছে।

'হ্যালো ভোম্বল, ভাল আছ?'

ভোম্বল আমার গলা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেল। 'আরে সাগরবাবু! কেমন আছেন?'

'ভাল আছি, খুবই ভাল আছি। তোমার খবর কী?'

'ছবি এনে রেখেছি। বড়শি কাঁধে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। দুঃখ একটাই মুখটা একটু কালো হয়ে গেছে। পাড়ার স্টুডিওর ছেলেটা ঠিক মতো তুলতে পারেনি।'

'দুঃখ কোরো না ভোম্বল। সাদা মুখের থেকে কালো মুখই ভাল। তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না, খুঁজি না।'

'কিছু বললেন সাগরবাবু?'

'না, কিছু না। একটা কবিতার লাইন। তুমি বরং দিদিমণিকে ডেকে দাও।'

রেবা আমার ফোন ধরে ভোম্বলের মতোই উচ্ছ্বসিত হল। মেয়েটার এটাই মজা। কখনও অসম্ভব সরল, কখনও ভীষণ রকমের জটিল। ফোনেই লাফলাফি শুরু করল।

BanglaBook.org

'কী ব্যাপার তোমার? অ্যাঁ? টিকির দেখা নেই। বাবা বলছিল তোমাকে পুলিশ দিয়ে ধরে আনাবে।'

'তা হলে মেসোমশাইকে মেয়ে পুলিশ পাঠাতে বলবে। আমি ভাল জামা টামা পরে অপেক্ষা করব।'

'ইয়ার্কি মেরো না সাগর। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি একটা দরকার আছে।'

'এখন যাব রেবা? এখন আমার কোনও কাজ নেই।'

'তোমার কোন সময়েই বা কাজ থাকে? এখন আসবে না। তোমার না থাকলেও এখন আমার কাজ আছে। আমি ইকাবেনার কোর্স করছি। সিক্স মান্থ কোর্স। একটু পরেই তার টিচার মিস ফুং তাম আসবেন।'

'ইকাবেনাটা কী জিনিস রেবা।' আমি অবাক হই।

'ইকাবেনা হল জাপানি ফুলসজ্জা। যার মূল কথা হল অ্যাক্সিস। মূল শিরদাঁড়া একটাই, ফুল অনেকগুলো। ফ্যা ফ্যা করে না ঘুরে তুমিও তো কোর্সটা করতে পার।'

'খুব পারি। ভাবছি, হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসে চাকরির পরীক্ষা দেব। বায়োডাটার তলায় লিখব, জাপানি ফুলসজ্জায় বিশেষ পারদর্শী। আমি এখনই তা হলে যাই, গিয়ে সব ফাইনাল করে ফেলি? মিস ফুং না টুং-এর সঙ্গে কি জাপানি ভাষায় কথা বলতে হবে?'

'বাজে কথা রাখ।'

'রেবা, তোমার বাবা বাড়িতে আছেন?'

'আছেন, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে জরুরি কথা না বলে এ বাড়ির কারওর সঙ্গে কথা বলবে না। তা ছাড়া বাবা তোমার ওপর খুব রেগে আছে। তোমার মতো কুৎসিত দেখতে একটা লোক না কি মিনিস্টারকে কী বলে এসেছে, মিনিস্টার এখন বাবাকে জঘন্য ধরনের খাতির আরম্ভ করেছে। এক দিন না কি, বাবাকে স্যার স্যার বলে কথা বলছিল। বাবা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোমাকে গুলি করে মারবে। আমি সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছি।'

'তা হলে গিয়ে লাভ নেই। এখনই গুলি খেয়ে মরতে পারব না। তুমি আমার হয়ে একটা কাজ করে দেবে রেবা?'

'না। দেব না।'

'তোমার বাবার গাড়িতে কি লাল আলো আছে? মন্ত্রীদের গাড়িতে যেমন থাকে আর কী। থাকার তো কথা। এত বড় পুলিশ অফিসার। সাইরেন বাজে?'

'লাল আলো জ্বলে, কিন্তু সাইরেন বাজে কি না বলতে পারব না। মনে হয় বাজে না। কোনও দিন তো শুনিনি।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে রেবা. লাল আলোতেই হবে। তোমার বাবাকে গাড়িটা এখনই একটা জায়গায় পাঠাতে হবে। আমার কাছে নয়। সুকিয়া স্ট্রিটের একটা ঠিকানায়। এক ঘরের ঠিকানা। ঘরে নিওন আলো। দু'ফুটের টিউব, কিন্তু আলো ভাল। সেখানে উমা নামে একজন মহিলা থাকবে। হাসলে ওপরের মাড়ি দেখা যায়। তাকে ড্রাইভার স্যালুট করে বলবে, মেমসাব, সাগরসাব আপকো লিয়ে গাড়ি ভেজা থা। হ্যালো, তুমি শুনছ রেবা? হ্যালো শুনছ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রেবা বলল, 'হ্যাঁ, শুনছি।' তার গলা কি ভারী লাগছে?

'ভেরি গুড। মন দিয়ে শোনো। তারপর গাড়িতে তিনটে ছোটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেই মহিলা উঠবে। ছেলেমেয়েদের জামা কাপড় ছেঁড়া এবং পুরনো। একেবারে কোলের শিশুটি সম্ভবত উলঙ্গ থাকবে। লাল আলো লাগানো গাড়িতে হয়ত উলঙ্গ শিশু ওঠার নিয়ম নেই। রেবা, তোমার বাবাকে বলে আজকের জন্য এ নিয়ম ভাঙতে হবে। এরপর গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভার সোজা চলে আসবে রেড রোডে। গাড়ি থামানোর দরকার নেই। চলন্ত গাড়ি থেকেই বাচ্চাদের ভিক্টোরিয়ার আলো দেখাবে, ময়দান দেখাবে। সেখান থেকে সোজা একটা হাসপাতালে। হাসপাতালের নাম আমি তোমায় বলছি। সেখানে তাদের অসুস্থ বাবা বারান্দায় শুয়ে আছে। বারান্দায় থাকলে কী হবে, মানুষটা কিন্তু একজন ভেরি ইমপর্টান্ট পারসেন। ভি আই পি একজন। ও, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। জীবনে প্রথম গাড়ি চড়ার উত্তেজনায় বাচ্চাগুলো হয়তো একটু লাফালাফি করবে। হয়তো কেন, করবেই। কোলের শিশুটি হিসি করে সিট ভিজিয়ে ফেলতে পারে। সে ফেলুক। তোমার বাবাকে প্লিজ একটু বলে রেখ। তুমি কি শুনতে চাও রেবা, কেন আমি এদের গাড়িতে চড়াতে চাইছি?'

'না। শুনতে চাই না।' রেবার গলা এ রকম কেন? সে কি কাঁদছে?

'আসলে এদের অসুস্থ বাবাকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, তার বাচ্চাগুলোকে এক দিন গাড়িতে চড়াব। কথা দিয়েছি ঠিকই কিন্তু গাড়ি আমার নেই। কাজটা ঠিক হয়নি। অন্যায় হয়েছে। যা নেই, তা দেব বলে কথা দিতে নেই। তবু দিয়েছি। তাই তোমাদের বললাম। ভাবছি একটা গাড়ি কিনব। ছোট একটা মারুতির কী রকম দাম পড়বে বলতে পার রেবা? এই ধর সেকেন্ড বা থার্ড হ্যান্ড? আরে কী হল, রেবা তুমি কাঁদছ না কি? কী মুশকিল। তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার কাছে এখন আসব?'

'না, আসবে না। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি বাচ্চাগুলোর ঠিকানা বলো।'

হাসপাতালে ফিরে অবাক হয়ে গেলাম।

জগন্নাথ বারান্দায় আছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য এখন এলাহি আয়োজন

BanglaBook.org

হয়েছে। পাতলা ছোবড়ার গদির ওপর সদ্যকাচা নীল চাদর। নতুন সাদা মশারি। মাথার কাছে চাকা লাগানো টেবিল। টেবিলে জল, গেলাস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, ট্যাবলেট। দেয়ালের দিকে স্ট্যান্ড। তাতে স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। সব থেকে অবাক কাণ্ডটা জগন্নাথ করছে। সে মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে পা দোলাচ্ছে। মুখে মিটিমিটি হাসি। যেন স্যালাইনের সূচ হাতে ফোটানো বেজায় মজার ব্যাপার।

আমি মশারির পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই মোটা মতো একজন নার্স এসে বিরাট বকাবকি করতে শুরু করলেন।

'কোথায় ছিলেন। ডাক্তারবাবু পেশেন্ট পার্টিকে খুঁজছেন। পেশেন্টকে কোনও রকমে ফেলে গেলেই হল? বেচারি বাঁচল, না মরল, কিছু এসে যায় না। আপনারা ভেবেছেনটা কী বলুন তো? তারপর কিছু অঘটন ঘটে গেলে হাসপাতালের দোষ, নার্সদের ওপর হম্বিতম্বি, হাসপাতাল ভাঙচুর। পেশেন্টের বাড়ির লোকদের মতো খারাপ লোক এই দুনিয়ায় আর দু'টো নেই। যে কোনও অসুখের থেকে তারা খারাপ। অতি জঘন্য। আপনি বুঝি বেড়াতে গিয়েছিলেন? বেড়ানো হল? ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লিখে গেছেন। এই নিন, ধরুন। ওষুধগুলো কিনে দিয়ে যান। ডাক্তারবাবু বলেছেন, আজ দু'টো স্যালাইন চলবে। কাল থেকে নরম্যাল ডায়েট। এ বার নিশ্চয় জিগ্যেস করবেন পেশেন্ট কেমন আছে? কাজের মধ্যে তো একটাই, ঘন ঘন জিগ্যেস করা কেমন আছে আর কেমন আছে। যেন দরদ উথলে পড়ছে। ডাক্তারবাবু রাতে একবার আসবেন তাকে জিগ্যেস করবেন পেশেন্ট কেমন আছে। আমাকে নয়। পেশেন্টের কন্ডিশন বলা নার্সদের কাজ নয়। পেশেন্ট ভাল আছে। যথেষ্ট ভাল আছে। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, লিভারের একটা ছোট সমস্যা। মেডিসিনের একটা কোর্সেই ঠিক হয়ে যাবে। দু'দিন রেখে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে। চিন্তার কিছু নেই। আরে বাবা চিন্তা করছে কে? বাড়ির লোকের কি কোনও চিন্তা আছে না কি? সে তো বেড়াতে গেছে। কিছু বুঝলেন? না বুঝলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।'

আমি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। দিদি, আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে। এই হাজারটা টাকা রেখে দিন। একটু পরেই খুব সুন্দর একজন মহিলা আসবেন। চোখ ফেরানো যায় না ধরনের সুন্দরী। খুব যদি ভুল না করি, তা হলে আমার মনে হয় মেয়েটি সাদা পোশাক পরে আসবে। সাদা দুল এবং গলায় সাদা হার। পোশাকের ডান কাঁধে দাগ। ডাবের জলের দাগ। আপনি ওকে টাকা আর প্রেসিক্রিপশনটা দেবেন। সে-ই সব ওষুধ এনে দেবে। আমি তা হলে চলি দিদি? জগন্নাথ, চলি। উমা আর তোমার ছেলেমেয়েরা গাড়িতে করে এখুনি আসছে। বাচ্চুবাবুর গাড়ি নয়, লাল আলো জ্বালানো গাড়ি। এসে খুব গাড়ির

BanglaBook.org

গল্প করবে। তোমার ছেলেটা দাবি করবে, সে গাড়ি চালানো শিখে গেছে। তুমি কিন্তু মেনে নিও।'

জগন্নাথ আবার মিটমিট করে হাসল। যেন এ রকমটা যে হবে সে আগে থেকেই জানত।

হাসপাতালের টানা, গম্ভীর বারান্দা দিয়ে ফিরে যাচ্ছি। ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেছে। বারান্দা জুড়ে অদ্ভুত ধরনের একটা নীরবতা। গা ছমছমে নীরবতা।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালাম। অনসূয়া। দিন শেষে তাকে একটু ক্লান্ত লাগছে। ক্লান্ত এবং আরও সুন্দর।

'ভাল আছেন অনসূয়া?'

'এই যে কোথায় ছিলেন আপনি? স্যার আপনাকে ডাকছেন।'

আমি হাসলাম।

কঠিন মুখে অনসূয়া বলল, 'হাসছেন কেন? এর মধ্যে হাসির কী আছে?'

'আপনার এখনও রাগ যায়নি তা হলে? আমার ওপর এখনও রেগে আছেন?'

'আপনি কে, যে আপনার ওপর রেগে থাকব? আপনি স্যারকে আমার সম্পর্কে কী বলেছেন?'

'বলেছি, আপনি ডাক্তারি পড়াশুনোর কিছুই বোঝেন না। পড়েন কিন্তু বার বার ভুলে যান। পড়া বুঝতে একটা জীবন কেন, আপনি পাঁচটা জীবন পার করে দিতে রাজি আছেন। ভুল বলেছি অনসূয়া?'

বুদ্ধিমতী মেয়েরা অনেক কিছু জয় করতে পারে, লজ্জাকে পারে না। অনসূয়া মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে লজ্জা পেয়েছে। মুখ তুলে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনি কি আমার সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন?'

'দুঃখিত অনসূয়া। আজ আমাকে এক জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

হাসপাতালের গেট দিয়ে যখন বের হচ্ছি তখন মনে হল, যাঃ বদরাগীমুখো ডাক্তারবাবুর নামটাই জানা হল না তো। নাম না জানলে আবার দেখা করব কী করে? আমি কি ফিরে যাব? গিয়ে জেনে আসব? না থাক। চমৎকার মানুষদের নাম না জানাই ভাল। ভবিষ্যতে চমৎকার কারওর সঙ্গে দেখা হলে ভাবব, আগের সেই মানুষটাই নতুন চেহারায় আমার কাছে আবার এসেছে। ফিরে এসেছে।

BanglaBook.org

চটির যখন বেরতে ইচ্ছে করে না তখন সে লুকিয়ে পড়ে। আমরা ভাবি, চটি হারিয়েছে। আমার এখন সেই অবস্থা। বেরবার জন্য তৈরি হয়ে চটিতে পা গলাতে গিয়ে দেখছি এক পাটি নেই। সম্ভবত এত রাতে তার রাস্তায় বেরতে ইচ্ছে করছে না, সে খাটের তলায় গা ঢাকা দিয়েছে।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। এত রাতে কে? নিশ্চয় পরিতোষের বাবা। ছেলে বিলেত চলে যাওয়ার পর মাঝে মাঝেই তিনি নীচে নেমে এসে কড়া নাড়াচ্ছেন। দরজা খুলে দিলে হাসি মুখে বলছেন, 'সাগর ভাল আছ?'

'মেসোমশাই, এ মাসের ভাড়াটা মনে হচ্ছে সামনের উইকে দিয়ে দিতে পারব।'

'ছিঃ সাগর, আমি কি তোমার কাছে বাড়ি ভাড়া চাইতে এসেছি। আমি কি তা পারি? তুমি পরির জন্য যা করেছ নিজের লোকও তা করে না। পরিবারকে তুমি বাঁচিয়েছ। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। দেখো, একদিন ঠিক করবেন। হয়ত একটু দেরি হবে, তা হোক। ভাল জিনিসে একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই। তুমি দু'দিন ভাড়া দিতে দেরি করছ বলে তোমায় তাড়া দেব? ছিঃ এতটা নীচে নামতে পারব? আমি এসেছি তোমায় একটা কথা বলতে।'

'বলুন, মেসোমশাই। আপনি কি বসে বলবেন?'

'না। দাঁড়িয়েই বলব। বসার সময় কই বাবা? তোমার মাসিমা বলছেন, বিলেত থেকে ফিরলেই পরির বিয়েটা দিয়ে দেবেন। বুঝলে বাবা এ তো আর ছোটখাটো চাকরি নয়, বড় চাকরি। আবার কবে বিদেশ বিভুঁইয়ে যায় তার কি কোনও ঠিক আছে? তা বিয়ে দিতে গেলে তো বাবা ঘর টরের প্রয়োজন, তুমি যদি এ বার ঘরটা ছেড়ে দাও। তাড়া নেই। ধীরে সুস্থে দেখে শুনে মাসখানেকের মধ্যে ছাড়লেই হবে।'

'সেই ভাল। এক জায়গায় বেশিদিন থাকা খুব বিরক্তিকর মেসোমশাই। আপনিও মাঝে মাঝে স্থান পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। কোনও চিন্তা করবেন না। পরি আসার আগেই ছেড়ে দেব।'

আমি আশ্বাস দিলেও বৃদ্ধ মানুষ চিন্তা না করে পারেন না। ওঁর দোষ নেই। আবার নেমে আসেন। আবার আমার দরজায় কড়া নাড়েন। জানতে চান কবে এই বেকার ফালতু ছেলেটা বাড়ি ছাড়বে।

আমি দরজা খুলে একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। ভূত নয়, পেত্নি। রূপবতী পেত্নি।

হাসিমুখে মঞ্জুবউদির বোন দাঁড়িয়ে আছে। সাদা সালোয়ার-কামিজ তো বটেই,

BanglaBook.org

আজও হাতে সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ। কপালে বড় সাদা টিপ অন্ধকারে ঝলমল করছে।

'কী হল দরজা থেকে সরুন। ঢুকতে দেবেন তো? না কি এত রাতে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন?'

আমি সরে দাঁড়ালাম। মঞ্জুবউদির বোন ঘরে ঢুকল। আমার একমাত্র বেত-ছেঁড়া চেয়ারটা টেনে বসল। বসে পা দোলাতে শুরু করল। বলল, 'পাখাটা একটু বাড়িয়ে দিন তো। ইস এটা আপনার ঘর? ঘরে আরশোলা নেই তো?'

পাখা বাড়ানোর কোনও প্রশ্ন নেই। আমার পাখার কোনও রেগুলেটার নেই।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে বললাম, 'তুমি এত রাতে?'

'ঘাবড়ে দিতে এলাম। ঘাবড়ে কেমন লাগছে? আরও ঘাবড়ে দিতে পারি। দেখবেন? একলা ঘরে যদি ফট করে একটা সুন্দরী মেয়ে চুমু খেয়ে বসে কেমন হয়? হা হা। কী ঘাবড়ানো বিশারদবাবু, লোককে ঘাবড়ানোর বদরোগটা আশা করি এ বার আপনার যাবে? হা হা।'

আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, 'চা খাবে অনুমিতা?'

'বয়ে গেছে এই গরমে বসে চা খেতে। ফ্রিজে কোক আছে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ, ঘরে ফ্রিজ নেই।'

'ফ্রিজ নেই তো কী হয়েছে? আপনার মিস্ট্রিলজি তো আছে। মিস্ট্রিলজি দিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। মিস্ট্রিলজি দিয়ে মেঘ আসে, বৃষ্টি হয়, আর একটা কোকের টিন আনতে পারছেন না। অদ্ভুত তো!'

এই মেয়ে আজ আমাকে জ্বালাবে মনে হচ্ছে। তমালের তাচ্ছিল্য-তত্ত্ব যে আমাকে এ রকম বিপদে ফেলবে কে জানত? আমি গলা ঝেড়ে বললাম, 'দেখো অনুমিতা, আমাকে ঘাবড়ে কোনও লাভ নেই। ইন্টেলিজেন্সের অপচয়। তা ছাড়া সামনে তোমার গবেষণার কাজ। সেখানে অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন। অকারণে আমার পেছনে খরচ করে লাভ কী? যা বলার চটপট বলে কেটে পড়ো। আমি বেরবো। এক জনের সঙ্গে দেখা করার আছে।'

'আমার নাম অনুমিতা নয়, মিতা। তাও আপনি অনুমিতা অনুমিতা করে যাচ্ছেন। আমি কিছু বলছি না। আপনি আমার সঙ্গে এত সব বড় বড় অন্যায় করেছেন যে, আমি আপনার ছোট অন্যায়গুলো আর গ্রাহ্য করব না বলে ঠিক করেছি। আপনি আমার হাজার টাকা নিয়ে যা খুশি করেছেন। রবীন্দ্ররচনাবলীর বদলে হাসপাতালে গিয়ে আমাকে ওই টাকায় ওষুধ কিনতে হয়েছে। আরও দু'শো দশ টাকা লেগেছে। শুধু ওষুধ নয়, একটা বড় হরলিক্সের শিশিও কিনে দিয়েছি। এর জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে। কঠিন ধরনের শাস্তি। দেরি করবেন না, নিন উঠুন। আজ আমি গাড়ি এনেছি। আজ সারারাত আপনাকে আমার সঙ্গে

BanglaBook.org

গাড়িতে ঘুরতে হবে। আপনার সব অকাজ আজ ক্যানসেল।'

আশ্চর্য, সাদা মেয়ের গাড়িটাও সাদা।

বুড়ো ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিতার নির্দেশে সে গাড়ি ছাড়ল। আমরা গাড়ির পেছনে বসে। নরম সিট। বসলে ঘুম পেয়ে যায়। দু'জনেই চুপ করে আছি। গাড়িতে এয়ার কন্ডিশন আছে। কিন্তু চালানো হয়নি। কাঁচ নামিয়ে দেওয়ায় বাইরে থেকে হাওয়া ঢুকছে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সম্ভবত ময়দানের কাছাকাছি কোথাও চলে এসেছি। হাওয়ার জোর বেড়েছে। রাতের হাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। যার গায়ে লাগে তার মনে হয়, এই হাওয়া শুধু তার জন্যই বইছে। সব হাওয়াটুকু নিয়ে নিতে চেষ্টা করে। মিতাও করছে। মিতার চুল উড়ছে। ওড়া চুল তার মুখে এসে পড়ছে। পড়ুক। সুন্দরী মেয়ের মুখ ঢাকা থাকলে আরও সুন্দর দেখায়। মিতাকেও দেখাচ্ছে। মুখ ঢাকা থাকলেও মনে হচ্ছে মেয়েটা কাঁদছে। আবার নাও হতে পারে। আমি হয়তো ভাবছি।

মিতা বলল, 'না সাগরবাবু, এখন আমি স্বীকার করছি মিষ্ট্রিলজি বলে সত্যি কিছু আছে।'

'শুধু তুমি কেন মিতা, সকলকেই কোনও না কোনও সময় মিস্ট্রিলজির মুখোমুখি হতে হয়।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি আপনার প্রেমে পড়েছি? যদি মনে হয় তা হলে ভুল মনে হচ্ছে। আপনার মতো লোকের প্রেমে পড়ার মতো বোকা মেয়ে আমি নই। আসলে আমি আপনাকে ঘেন্না করি। প্রথম দিন থেকেই করি, ধীরে ধীরে সেই ঘেন্না বেড়েছে। যত আপনার কীর্তিকলাপ জানছি, ততই মনে হচ্ছে ঘেন্নার সঙ্গে একটা রাগও হচ্ছে। আর সেই জন্যই আমি আপনার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছি। সম্ভবত এটার ব্যাখ্যা আপনার মিস্ট্রিলজিতে পাওয়া যাবে।'

'মিতা, সব কিছুর ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া বোকামি।'

'চুপ করুন। জ্ঞান দেবেন না।'

'তুমি সেই ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে ভুল করছ।'

'বেশ করছি। আমি কী খুঁজব তা বলার মালিক আপনি নন। আপনি আমার কে? নো বডি। কেউ নন।'

'তুমি কাঁদছ মিতা? কাঁদছ কেন?'

'কেন কাঁদছি বুঝতে পারছেন না? পারতেও হবে না। আই অ্যাম ক্রাইং বিকজ আই হেট ইউ। গাড়ি থামান।'

অন্ধকার রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিতা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'নেমে যান, প্লিজ আপনি নেমে যান। আপনার

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পায়ে পড়ছি। আপনি নেমে যান।'

দরজা খুলে আমি নেমে পড়লাম। দামি গাড়ি নিঃশেব্দ চলে গেল। চোখে অন্ধকার সয়ে যাওয়ার পর আমি দেখলাম, সুন্দরী মিতা আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে দারুণ একটা উপহার দিয়ে ফেলেছে। তীব্র ভালবাসা থাকলে বুঝি এ রকমই হয়। সব উল্টো হয়ে যায়। রহস্যময়। ভারী রহস্যময়। মিতার গাড়ি আমাকে চিড়িয়াখানার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। এখানেই আমি আসছিলাম।

চিড়িয়াখানার পুলিশ আউট-পোস্টে বসে আছি।

মধ্যরাতে এসেছিলাম বাঘ দেখতে। যার চোখ দু'টো নিজের নয়, হরিণের।

জঙ্গলের বাঘ মধ্যরাতে দেখতে যেতে হয়। খাঁচার বাঘ নয়। তাই লোহার গেট টপকানোর পরই গার্ডেদের হাতে ধরা পড়েছি। তারা আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করেনি। না করাই স্বাভাবিক। বাঘ দেখতে কেউ মাঝরাতে চুরি করে চিড়িয়াখানায় ঢুকবে, এটা বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। ওদের কোনও দোষ নেই। প্রথম দিকের উত্তেজনায় অনেকটা মেরেছে। এখন আর মারছে না। ডান দিকে তলপেটে লাথির জন্য তীব্র ব্যথা। ভুরুর কাছে কোথাও ঘুসিতে ফেটেছে। রক্ত পড়ছে কি? নইলে ভেজা ভেজা লাগছে কেন? মুশকিল হল, রক্ত মোছার মতো কোনও রুমাল আমার কাছে নেই। বাঁ চোখটাতে জ্বালা। আর একটু পরেই হয়তো ভোর হবে। পাখিরা ডেকে উঠবে। ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে পারলে ভাল হত। খিদেও পাচ্ছে। মারধোরের পরে কি এরা খেতে দেয়। কী নিয়ম এদের? কে জানে।

মনে হয়, খিদে ও ব্যথার কারণে একটা হ্যালুসিনেশনের মতো হচ্ছে। নইলে এই সময় কবিতা মনে পড়বে কেন? 'আমার লিখন পড়িয়া তখন/বুঝিবে সে অনুমানি/কার কাছ হতে ভেসে এল স্রোতে/কাগজ-নৌকাখানি।' এমন পরিস্থিতিতে আছি তাতে মাথায় কবিতার আসার কথা নয়। তবু আসছে। নিশ্চয় মাথা ঠিকমতো ফাংশন করছে না। সেই জন্যই উল্টোপাল্টা মনে আসছে।

'এই যে, উঠে পড়ুন। আপনাকে এ বার লক আপে ঢুকতে হবে।' দারোগা ধরনের একজন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ঘড়ি, আংটি ফাংটি যা আছে খুলে দিন। খাতায় লিখতে হবে। লকআপে কিছু নিয়ে ঢোকা যায় না। আপনার কাছে কী আছে?'

আমি মাথা নামিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'কিছু না। আমার কাছে কিছু নেই।'